

# Photo Album

by DESIGN ZONE

আহমদ মুসা দিভিন উপত্যকায় যাচ্ছে এটা সে কাউকেই জানতে দেয়নি। ঘটনাচক্রে ইভা নারিন তার সাথী হয়েছে। ইভা নারিন কোথায় যাচ্ছে তাও সে আহমদ মুসাকে বলেনি। শেষে দেখা গেল আহমদ মুসা তার মিশন নিয়ে যাচ্ছে দিভিনে আর ইভা নারিন দিভিনেই যাচ্ছে সেখানকার ঘটনাবলীর তদন্ত করতে। পথে পথে ভয়ঙ্কর সব ফাঁদ... সব ফাঁদ মাড়িয়ে তারা পৌছল দিভিনে-সেখানেও একের পর এক প্রাণঘাতি হামলা আর ভেতরের সব ঘড়্যপটে এল সরদার আসতি আওয়াত, শেপল, আহমদ নেবেজ, শিন সেনগার, এরদেলান আরও অনেকে। দিভিন সংকটের সমাধান শেষে আহমদ মুসা ছুটল সব ঘড়্যঙ্গের, সব সন্ত্রাসের হোতা সেন্ট সেমভেলের সকানে... গোয়েন্দা অফিসার ইভা নারিন গোপনে অনুসরণ করল আহমদ মুসাকে- কিন্তু কেন?... শুধুই কি সাহায্যের জন্য, না অন্য কিছু? অনেক পথ পেরিয়ে, অনেক ঘড়্যঙ্গের মোকাবিলা করে, অনেক ঘটনা ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত আহমদ মুসা সকান পেল সেন্ট সেমভেলের প্রাচীন প্রত্তত্ত্ব নগরী দিভিনের সেন্ট খেগরি চার্চ কমপ্লেক্সে! ...সবচেয়ে সুরক্ষিত, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সে ঘাঁটিতে আহমদ মুসার অভিযান, পেছনে সংগোপনে ইভা নারিন- কি ঘটবে সেখানে? আহমদ মুসার বিপজ্জনক সে অভিযানটা কেমন হবে? ইভা নারিনের ভাগোই বা কি ঘটবে- কি অপেক্ষা করছে তার জন্যে? সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির হলো শাস্ত্রকন্দকর এক কাহিনী ‘আতৎকের দিভিন উপত্যকা’।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

ISBN-984-70274-0038-2

আবুল আমাদ

আতঙ্কের দিন  
উপত্যকা



টিলার গা ঢালু। সোজা রাস্তায় সেই টিলায় উঠে যেতে কোনই কষ্ট হলো না আহমদ মুসার। টিলার মাথায় উঠে যেতেই আগনের ভয়াবহ দৃশ্যটা তাদের সামনে এল।

মুখোমুখি দুটি একতলা বিল্ডিং-এ দাউ দাউ করে জুলছে আগুন।

দুটি বিল্ডিংই এল প্যাটার্নের এবং মুখোমুখি। দুই এল-এর বটম টিলার দক্ষিণ দিক কভার করেছে। মাঝামাঝি একটা স্পেস, সম্ভবত ওপাশটায় মানুষ ও গাড়ি চলাচলের জন্য। আর দুই এল-এর লম্ব দুটি কভার করেছে পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্ত। টিলার উত্তর প্রান্ত উন্মুক্ত দুই এল-এর দুই লম্বের মাঝে বিরাট উন্মুক্ত চতুর। চতুরের মাঝামাঝি গোলাকার একটা শেড কয়েকটা পিলারের উপর দাঁড়ানো। দেখেই বুঝা যাচ্ছে ওটা বিশ্রামকক্ষ কাম রেস্টুরেন্ট।

পশ্চিমের কিছু অংশ ছাড়া এল প্যাটার্নের দুটি বিল্ডিংই জুলছে।

চতুরের মাঝামাঝি গোলাকার শেডটায় তখনও আগুন লাগেনি। উত্তর প্রান্ত দিয়েই রাস্তা উঠে এসেছে টিলায়। টিলাতে উঠেই গাড়িতে ব্রেক করেছে আহমদ মুসা। গাড়ি দাঁড় করিয়েই গাড়ি থেকে নামল সে।

নামল ইভা নারিনও।

আহমদ মুসার দৃষ্টি দাউ দাউ করে জুলতে থাকা আগনের দিকে। তার কপাল কুঁড়িত হলো। একটা উদ্বেগের ছায়া নেমে এল তার চোখে-মুখে।

ইভা নারিনের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘মিস ইভা নারিন, আগনের শিখার দিকে তাকিয়ে দেখুন।’

ইভা নারিন তাকাল আগনের শিখার দিকে।

আতংকের দিভিন উপত্যকা ৫

‘দেখছি আগুন! কিন্তু কিছুই বুবাতে পারছিলে মিস্টার আহমদ  
আবদুল্লাহ।’ বলল ইভা নারিন।

‘আগুনের উর্ধ্বমুখী শিখা তার শেষ প্রাণে গিয়ে রেডিশ ব্ল্যাক হচ্ছে  
ধোয়ায় পরিণত হওয়ার কথা, কিন্তু দেখুন রেডিশ ব্ল্যাক না হয়ে সেটা  
বুঝিশ ব্ল্যাক রং ধারণ করছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটা কেন হচ্ছে? আপনি কিছু মনে করছেন কিনা?’ বলল ইভা  
নারিন।

‘আমার অনুমান যদি যিথ্যা না হয়, তাহলে আমি মনে করি আগুনের  
সাথে SMG নামে এক প্রকার গ্যাসও পুড়ছে। ‘সারিন মাস্টিপুল গ্যাস’  
আগুনের সাথে যিশে ধোয়ায় পরিণত হলে তা ভয়ংকর প্রাণঘাতী হয়ে  
ওঠে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ও গড়! তাহলে তো ধোয়ার সংস্পর্শে এলেই মৃত্যু!’ বলল ইভা  
নারিন।

‘হ্যা, ধোয়া থেকে কমপক্ষে ২০ ফুটের বেশি দূরে থাকতে হবে। ধোয়া  
থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত SMG গ্যাসের অদৃশ্য প্রভাব থাকে।’ আহমদ মুসা  
বলল।

‘ভেতরে কেউ থাকলে তারা তো আগুন জ্বলে ওঠার সংগে সংগেই  
মারা গেছে।’ বলল ইভা নারিন।

‘কেউ যেহেতু বেরিয়ে আসেনি, বেরিয়ে আসছে না, তার অর্থ আপনি  
যা বলেছেন সেটাই। তবু একবার দেখতে হয় ভেতরে কেউ আছে কিনা।’  
বলেই আহমদ মুসা গাড়ির ভেতর থেকে তার ব্যাগ নিয়ে একটা মিনি  
গ্যাস মুখোশ বের করে নিল। বলল, ‘ইভা নারিন, একটাই গ্যাস মুখোশ  
আছে। অতএব আপনি “এখানে অপেক্ষা করুন।”

আহমদ মুসা মুখোশ পরতে যাচ্ছিল। এমন সময় পেছনে একসাথে  
অনেক হৈচৈ শুনতে পেল।

পেছনে তাকাল আহমদ মুসা ও ইভা নারিন দুজনেই। আগুনের আবছ  
আলোয় দেখল একদল লোক এদিকে ছুটে আসছে।

'এলাকার লোক মিশ্যয়। আগুন লাগা দেখে শুরা এগিকে ছুটে আসছে।  
খনি ওদের আটকে রাখুন। আমি আসছি।' বলেই ঝুটল আহমদ মুসা  
লঙ্ঘ ঘরগুলোর দিকে। ধোয়ায় তখন মাঝখানের চতুরটা আছেয়।  
ধোয়ায় ঢাকা পড়েছে মাঝখানের শেডটা। স্বাভাবিক ধোয়ার চেয়ে এ  
ধোয়া ভারি। এত নিচে এত ধোয়া ছড়িয়ে পড়ার কারণ এটাই।

আহমদ মুসার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল বিশাক্ষ ধোয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে।  
গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল ইভা নারিন। স্থানীয় লোকগুলো ছুটে আসছিল  
জুলিত টিলার দিকে।

টিলার গোড়ায় গ্যাস বাতির আলোতে ওদের দেখা গেল। অনেক  
গাক শুরা।

আরও কয়েক মিনিট, সময় নিল শুরা টিলার উপর পৌছতে।  
গাড়ি দাঁড়িয়েছিল রাস্তার পাশে। গাড়ির পাশে রাস্তার মাঝখানে এসে  
ডাঁড়িয়েছিল ইভা নারিন।

লোকরা দৌড়েই আসছে। টিলাতে উঠেও তারা ছুটে আসছিল।  
ইভা নারিন কয়েক পা সামনে হেঁটে দু'হাত তুলে দাঁড়াল। বলল,  
সামনে আর এগোনো যাবে না। প্রিজ।'

ছুটে আসা লোকগুলোর সামনে মাঝবয়সী আর একজন মেয়ে। তার  
'পাশে দু'জন তরণ-তরণী।'

তারাসহ ছুটে আসা লোকগুলো থমকে দাঁড়াল। তরণটি চিৎকার করে  
সল, 'তোমরা কে, কেন আমাদের বাধা দিচ্ছ, যখন আমাদের সম্পদ  
ডুঁচে, মানুষ পুড়েছে? আগুন নেভাতে হবে। সরে দাঁড়াও।'

বলে আবার তারা ছুটতে শুরু করল।  
'প্রিজ আপনারা এগোবেন না। আগুনের ধোয়া প্রাণহানিকর, বিশাক্ষ।  
জ!' চিৎকার করে বলল ইভা নারিন।

আবার থমকে দাঁড়াল লোকগুলো।  
সেই তরণটিই বলল, 'কে আপনারা? এসব কি বলছেন? আমাদের  
তে বাধা দিচ্ছেন কেন?'

এই তরুণটি আহমদ নেবেজ। দিভিন উপত্যকার যুব নেতা।  
ইয়েরেভন মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

আহমদ নেবেজ থামতেই তার পাশের এক তরুণী বলে উঠল, ‘সবাই  
এখানে দাঁড়াক। চল আমরা আগে ওর কাছ থেকে বিষয়টা কি জানি। যে  
মহিলা কথা বলছে, আমাদের যেতে বাধা দিচ্ছে, তাকে তো এই  
উপত্যকার লোক কিংবা কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।’

‘কিন্তু কথা বলার সময় কোথায়? সময় নষ্ট করা কি ঠিক হবে?’ বলল  
আহমদ নেবেজ। তার কঠ কিছুটা শাস্তি। যে তরুণীটি তার আগে কথা  
বলল সে দিভিন উপত্যকার সরদার মোহাম্মদ আসতি আওয়াতের মেয়ে  
শেপল। সেও দিভিন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী এবং একজন তুখোড়  
সমাজকর্মী।

আহমদ নেবেজের কথা শেষ হতেই পাশ থেকে মাঝ বয়সী একজন  
মেয়ে বলল দ্রুত কঠে, ‘ধোঁয়া বিষাক্ত, প্রাণহানিকর! এসব কথা ভুয়া!  
আসলে এরাই আগুন দিয়েছে। আহমদ নেবেজ ঠিকই বলেছে, আর সময়  
নষ্ট করা যায় না।’

বলে সে সামনে ছুটতে শুরু করল। তার সাথে সাথে সবাই।

ইভা নারিনও তখন মরিয়া।

সে দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে চিন্কার বলে বলল, ‘সামনে যাওয়া যাবে  
না, ভয়ংকর বিপদ আছে সামনে।’

উত্তেজনাকর অবস্থা। মিছিলের সামনের সারি থেকে এসে শেপল  
ফিরে দাঁড়িয়েছিল। তার সাথে আহমদ নেবেজও ফিরে দাঁড়াল। তারা  
হাত তুলে মিছিল থামাতে চেষ্টা করল। ঠিক এ সময় গুলির শব্দ হলো।

গুলি করা হয়েছিল ইভা নারিনকে লক্ষ করে। সে সংগে সংগে নিজেকে  
কিছুটা সরিয়ে নিতে না পারলে যে গুলিটা তার বাহুতে বিদ্ধ হয়েছে, তা  
তার বুক এফোড় ওফোড় করে দিত।

ইভা নারিন গুলি খেয়েও মিছিলের সামনে থেকে সরে দাঁড়ায়নি। সে  
ডান হাত দিয়ে তার বাম বাহুটা চেপে ধরেছে মাত্র।

বিশ্বজ্ঞল অবস্থা। মিছিলের কেউ থমকে দাঁড়িয়েছিল, কেউ কেউ  
সামনে এগোচিল।

গুলি করেছিল মাঝ বয়সী ঐ মেয়েটি, যে কথা বলার পর মিছিল থেকে  
সামনে ছুটে গিয়েছিল।

প্রথম গুলির টার্গেট ব্যর্থ হতে দেখে মেয়েটি দ্বিতীয় গুলি করার জন্যে  
রিভলবার তুলেছিল ইত্বা নারিনের লক্ষে।

আহমদ মুসা বেরিয়ে আসছিল প্রজালিত আগুন ও ধোঁয়ার দিক থেকে।  
তার কাঁধে একজন মানুষ। প্রথম গুলির শব্দ শুনে সে দ্রুত আসছিল  
ঘটনাস্থলের দিকে। ইত্বা নারিন গুলিবিন্দু হয়েছিল তা দেখতে পেল সে।

সে দেখতে পেল মিছিলের সামনে থেকে আবার একটি রিভলবার  
ওপরে উঠেছে ইত্বা নারিন লক্ষে। ইত্বা নারিনের দৃষ্টি ছিল নিজের আহত  
বাহর দিকে। গুলিটা তার বাম বুকে লাগার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে  
নিজেকে কিছুটা সরিয়ে নিতে পারায় গুলিটা বাম বুকে না লেগে বাম  
বাহতে লেগেছে।

সময় ছিল না আহমদ মুসার হাতে। লোকটিকে কাঁধে রেখেই ডান  
হাত দিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে রিভলবার বের করে গুলি করল  
রিভলবার তুলে ধরা মেয়েটির হাত লক্ষে।

ইত্বা নারিনকে লক্ষ করে রিভলবার তুলেছিল মেয়েটি। আহমদ মুসার  
গুলি তার ডান হাতকে বিন্দু করল। পড়ে গেল মেয়েটির হাত থেকে  
রিভলবার।

গুলি খেয়ে মেয়েটি একটু থমকে গিয়েছিল, কেঁপে উঠেছিল তার  
দেহটা। কিন্তু অন্ততভাবে নিজেকে মুহূর্তেই সামলে নিয়ে মেয়েটি বাম হাত  
দিয়ে তার কামিজের পকেট থেকে একটা ছোট্ট গোলাকার জিনিস বের  
করে ছুড়তে গেল আহমদ মুসাদের লক্ষ করে।

ব্যাপারটা দেখতে পেল আহমদ মুসা। বিশ্বিত হলো সে, মেয়েটি  
গুলিবিন্দু হয়েও পাল্টা আক্রমণে আসতে পারল! কি ছুড়ছে ওটা! বিষাক্ত  
গ্যাসের মত কিছু নয়তো!

আহমদ মুসা আর চিন্তা করতে পারল না। সে খুব সাবধানে গুলি করল  
মেয়েটির হাত নয়, বাম বাহু লক্ষে, যাতে বন্ধ বা গ্যাস বম জাতীয় বস্তি  
বিফ্ফেরিত হবার কোন সুযোগ না পায়।

মেয়েটি চিংকার করে উঠল, 'শেপল, আহমদ নেবেজ, তোমরা সামনে  
আগাও। ওরাই আমাদের সেন্টারে আগুন দিয়েছে, আমাদের সব ক্ষতির  
জন্যে ওরাই দায়ী। ওদের বাঁচতে দেয়া যায় না।'

কথা শেষ করেই মেয়েটি আহত দুই হাত নিয়ে বসে পড়েছে।

মেয়েটির কথা শেষ হতেই সব লোক চিংকার করে উঠল, 'ধর ওদের,  
যেন পালাতে না পারে। আমাদের সর্বনাশ করেছে ওরা।'

লোকরা আবার ছুটতে শুরু করল আহমদ মুসাদের দিকে।

আহমদ মুসা এসে ইভা নারিনের "সামনে দাঁড়াল। কাঁধ থেকে  
লোকটিকে দ্রুত নামাল। খুলে ফেলল মুখ থেকে মুখোশ। পকেট থেকে  
বের করল অটো মেশিন রিভলবার। কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে গিয়ে  
দৌড়ে আসা লোকদের একদম সামনে এসে দাঁড়াল দুই হাত তুলে ওদের  
বাধা দেয়ার ভঙ্গিতে। শূন্যে এক পশ্চা গুলি ছুড়ে আহমদ মুসা চিংকার  
করে বলল, 'দাঁড়াও তোমরা! দেখ, তোমরা আমাদের মারতে চাইলে  
তোমরাও বাঁচবে না। আমরা তোমাদের শক্ত নই। আমরা এদিক দিয়ে  
যাচ্ছিলাম, আগুন লাগা দেখে আমরা এখানে এসেছি।'

শেপল ও আহমদ নেবেজ তখন লোকদের সামনের সারিতে। শেপল  
থমকে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে আহমদ নেবেজও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমি মনে করি লোকটি ঠিক বলছে। সে ভেতর থেকে আমাদের  
একজন লোককে নিয়ে এসেছে। লোকটি গ্যাস মাফ পরে ছিল। তার  
মানে ঝোঁয়া বিষাঙ্গ হওয়ার কথা মিথ্যা নয়।' বলল শেপল উচ্চস্থরে  
পেছনের সবাইকে লক্ষ করে।

লোকরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'তোমার কথা ঠিক হতে পারে। কিন্তু বল তো, লোকটা ত্রিফা আপার  
দু'হাতে গুলি করে পঙ্ক করে দিয়েছে কেন? কেন ঘটানো হলো এটা?

বলল আহমদ নেবেজ শেপলকে লক্ষ করে।

‘ত্রিফা আপাই প্রথম গুলি করেছে এই মেয়েটিকে। হাতে গুলি খেয়ে  
আহত হয়েছে মেয়েটি। সেই আহত মেয়েটিকেই আবার গুলি করে মারতে  
গিয়েছিল ত্রিফা। এই অবস্থাতেই তো প্রথমবার লোকটি ত্রিফা আপার  
হাতে গুলি করেছে। গুলি খাওয়ার পরেও কিন্তু আপা বোমা ছুড়তে  
গিয়েছিল। দ্বিতীয় গুলি করেছে লোকটি এই কারণেই। সুতরাং ত্রিফা  
আপাকে আহত করার জন্যে তুমি ওদের কাউকেই কোনভাবে দায়ী করতে  
পার না।’ বলল শেপল।

‘ড্রঃ কুষ্ণিত হলো আহমদ নেবেজের। বলল, ‘আমার ওদিকটায় খেয়াল  
ছিল না। মনোযোগ ছিল আমার আঙ্গনের দিকে। গুলির শব্দ শুনেছি।  
যখন এদিকে তাকিয়েছি তখন ত্রিফা আপাকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছি।  
ঠিক আছে শেপল। লোকদের আমরা এখানে দাঁড়াতে বলি। চল আমরা  
আগে কথা বলি লোকটার সাথে।’

কথা শেষ করেই আহমদ নেবেজ লোকদের সামনে গিয়ে তাদের  
দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আপনারা দাঁড়ান। আমরা ওদের সাথে কথা  
বলছি।’

আহমদ নেবেজের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শেপল। তারা দু’জন  
এগোলো আহমদ মুসার দিকে। দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে।

‘আমাদের প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বলুন, ‘আপনার কি বলার  
আছে?’ বলল শেপল শক্ত গলায়।

‘সেসব কথা পরে হবে। আগে এই লোকটিকে বাঁচাতে হবে। ধোঁয়া  
থেকে বাঁচার জন্যে সে নাকে-মুখে কাপড় দিয়েছিল এবং শ্বাস বন্ধ রাখার  
চেষ্টা করেছিল বলে এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু সে নিরাপদ নয়। তার  
শরীরে প্রচুর পানি ঢালতে হবে। তার বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়।’  
বলল আহমদ মুসা।

কথা কয়টা বলেই আবার বলে উঠল আহমদ মুসা, ‘মেয়েটির দু’হাতে  
গুলি লেগেছে, বুলেট হাতে চুকে নেই। কিন্তু অবিলম্বে তার চিকিৎসা  
দরকার। তার বোমাটি তার সামনেই পড়ে আছে। বিষাক্ত গ্যাস বোমা

ওটা। পিন নেই বোমায়। আর দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ওটায়  
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিফোরণ ঘটবে। বোমা সরিয়ে ফেলুন অথবা লোকদের  
সরে যেতে বলুন অস্তত বিশ গজ দূরে।' বলেই আহমদ মুসা এগোঝো  
ইভা নারিনের দিকে।

শেপলের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে! অস্তুত লোক!  
আমাদের লোককে বাঁচানোর জন্য তার উদ্যোগটাই যেন বেশি। তার  
গুলিতেই আমাদের ত্রিফা আপা আহত হয়েছে। অথচ সেই-ই তার  
চিকিৎসার জন্যে তাড়া দিচ্ছে। কিন্তু তার হাতে বুলেট চুকে নেই, লোকটি  
বুঝল কি করে? বিষাক্ত বোমা, পিন নেই তাতে, দু'তিন মিনিটের মধ্যে  
বিফোরণ ঘটবে, তাই বা জানল কি করে লোকটা? আর তার পরামর্শগুলো  
সবই হস্কুমের সুরে। আর মনে হচ্ছে, তার হস্কুমগুলো শিরোধার্য হয়ে  
উঠেছে। কে এই লোক!

বিস্ময়ভরা প্রশ়ঙ্গলো নিয়েই সে তাকাল আহমদ নেবেজের দিকে।

বলল, 'কি ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি না, বিস্ময় সামলাচ্ছি। অস্তুত এই লোক তো? যেন সে আমাদের  
পক্ষে কাজ করছে, আমাদেরই নেতা সে।' আহমদ নেবেজ বলল।

'কিন্তু যা বলেছে তা তো এখনি করতে হবে।'

বলেই শেপল তাকাল আহমদ নেবেজের দিকে। বলল, 'তুমি কাউকে  
নিয়ে দারিস্তান আংকেলের গায়ে পানি ঢালার ব্যবস্থা কর। আমি ওদিকটা  
দেখছি।'

শেপল গিয়ে ত্রিফা বেফ্রিনের পাশে দাঁড়িয়ে লোকদের দিকে ঢেয়  
চিংকার করে বলল, 'তোমরা সকলে অস্তত বিশ গজ দূরে সরে যাও।  
এখনই এখানে বোমা ফাটবে।'

বলার সাথে সাথেই শেপল ত্রিফা বেফ্রিনকে ধরে দাঁড় করাল। বলল,  
'চলুন, ফ্লিনিকে যেতে হবে। রক্ত দেখছি এখনও সমানে বের হচ্ছে।'

দ্রুত লোকরা সরে গেল। শেপল ত্রিফা বেফ্রিনকে ধরে নিয়ে চলাতে  
প্রস্তুত করল।

আহমদ মুসা ইভা নারিনের বাহতে ব্যাডেজ বেঁধে দিচ্ছিল।  
শেপলদেরকে বসতি এলাকার দিকে যেতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,  
'শুনুন মিস...'।

শেপল শুনতে পেয়েছে আহমদ মুসার ডাক। সে ঘুরে দাঁড়াল  
'তোমাদের ক্লিনিক, ডাক্তারখানা এখান থেকে কত দূর?' আহমদ মুসা  
বলল

'আমার নাম শাহিন শেপল। একটা ক্লিনিকের মত আছে। সেটা বেশ  
দূরে, বসতির মাঝখানে।' বলল শেপল।

'তাহলে এখানে আসুন। আমাদের গাড়িতে ব্যাডেজ ও অ্যান্য কিছু  
আছে। প্রিজ আসুন।' আহমদ মুসা বলল।

শেপল ঘুরে দাঁড়িয়ে ত্রিফা বেফ্রিনকে নিয়ে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে  
হাঁটা শুরু করল।

ইভা নারিনের ব্যাডেজ বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। ইভা নারিন আহমদ  
মুসাকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শেপলরা এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ত্রিফা বেফ্রিনের  
দু'হাত কাঁপছিল। সে দাঁড়াতে পারছিল না।

'মিস ইভা নারিন, আপনি ওকে গাড়ির সিটে শুইয়ে দিন।' বলল  
আহমদ মুসা।

'উনিও তো আহত। আমিই ত্রিফা আপাকে শুইয়ে দিচ্ছি।' শেপল  
বলল।

গাড়ির দরজা খোলাই ছিল। শেপল ত্রিফাকে গাড়ির সিটে শুইয়ে  
দিল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ করে, 'আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি।  
আমি এর ব্যাডেজ বেঁধে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ মিস শেপল।' বলল আহমদ মুসা শেপলকে।

ইভা নারিন মেডিকেল কিটটা এগিয়ে দিল শেপলের দিকে।

'আমি ওদিকে দেখি লোকটির গায়ে পানি ঢালার কি হলো।' বলল  
আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শুনতে পেয়েই শেপল বলল, ‘স্যার, পানি ঢালায় দায়িত্ব যাকে দেয়া হয়েছে, সে আহমদ নেবেজ। সেও মেডিকেল কলেজের ছাত্র।’

‘গুড নিউজ, ধন্যবাদ মিস শেপল।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা গেল আহমদ নেবেজের কাছে।

করিগরি কমপ্লেক্সের বাইরে পেছনের দিকে বৃষ্টির পানি ধরে রাখায় জন্যে একটা চৌবাচ্চা রয়েছে। এই জায়গাটা বাতাসের বিপরীতে বগে এখানে ধোঁয়া দেই, আগুনও এপর্যন্ত আসেনি। এখানেই প্রায় সংজ্ঞাহীন দারা দারিস্তানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পানির কলের নিচে একটা তত্ত্বপোকের উপর তাকে শুইয়ে তার গায়ে পানি ঢালা হচ্ছে।

আহমদ মুসা গিয়ে লোকটির মাথায় হাত রাখল। তার মনে হলো, এই ঠান্ডা ধোঁয়াটে কোন কিছুর পরমাণুকে জমাট করার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। আর ঐ বিষাক্ত গ্যাসটির পরমাণু জমাট বাঁধার সাথে সাথে বিবেচ অ্যাকশন কভার্ডও নিক্রিয় হয়ে যায়।

আহমদ নেবেজ আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি তো মেডিকেলের ছাত্র। কি বুঝছ তুমি?’

‘সংজ্ঞা ফিরে আসছে স্যার। এখনি কথা বলার পর্যায়ে আসবে।’

কথা শেষ করেই আহমদ নেবেজ আবার বলে উঠল, ‘স্যার এর গায়ে পানি ঢালতে বললেন কেন? ধোঁয়া যদি বিষাক্তই হয় এবং সে বিষে যদি সে আক্রান্তই হয়ে থাকে তাহলে পানি কি করে তাকে বাঁচাবে?’

‘আহমদ নেবেজ তুমি খেয়াল করনি তার নাক মুখ ভিজে কাপড়ে বাঁধা ছিল। ভিজে কাপড় ধোঁয়ার সাথে বিষকেও শুষে নিয়েছিল। কিন্তু ফিলটারড হয়ে যেটুকু দেহের ভেতরে প্রবেশ করেছিল, তাতেই তিনি জ্বান হারিয়ে ফেলেন। ওয়াটার থেরাপি করতে যদি বেশি দেরি হয়ে যেতে, তাহলে তাকে বাঁচানো যেত না। দেহে পানি ঢালার ফলে ঠান্ডায় দেহের

ভেতরে ক্ষতিকর বিষ যেটুকু চুকেছিল, তা জমাট বাঁধার ফলে কভারড  
হয়ে নিঞ্জিয় হয়ে গেছে।' বলল আহমদ মুসা।

শেপলও এসে আহমদ নেবেজের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে উদ্ধিপ্ত ছিল  
দারা দারিঙ্গানের অবস্থা নিয়ে।

'আমার খুব বিশ্বায় লাগছে, এটা যদি সত্য হয় আপনি আগুন দেখে  
এখানে এসেছেন, তাহলে এসেই বুবালেন কি করে যে, ধোঁয়াটা বিষাক্ত।  
আমরা তো বুবাতে পারিনি।' আহমদ নেবেজ বলল।

'আগুনের শিখা যেখানে বুইশ ঝ্যাক রং নিয়েছে তা দেখেই আমি  
নিশ্চিত হই যে, আগুনে কোন ধরনের গ্যাসের সংমিশ্রণ আছে। দিভিন  
উপত্যকার ঘটনাবলির কিছু কিছু আমি জানি। সেই জানা থেকেই আমার  
সন্দেহ হয় যে, গ্যাসটা বিষাক্ত হতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

শেপল ও আহমদ নেবেজের চোখে-মুখে বিশ্বায়। বলল শেপল, 'স্যার,  
আপনি কি গ্যাস-রসায়ন বিশেষজ্ঞ? সূজ্জ পার্থক্যটা আপনি বুবালেন কি করে?  
আর দিভিনের ঘটনাবলি কি করে জানলেন? এসব তো কোন পত্রিকায় বা  
কোন মিডিয়ায় আসেনি! আপনি তো বিদেশি। দিভিন উপত্যকায়ই বা  
আপনারা চুকেছিলেন কেন? এই রাস্তা দিভিনের মানুষ ও সরকারি লোক ছাড়া  
কেউ, বিশেষ করে ট্যুরিস্টরা এ রাস্তা ব্যবহার করে না।'

'মিস শেপল, তুমি যত প্রশ্ন করেছ, জবাব দিতে সময় লাগবে। আমার  
কথা বিশ্বাস করা, না করা দুই অধিকারই তোমাদের রয়েছে।'

বলে মুহূর্তের জন্যে থামল আহমদ মুসা। আবার বলল, 'এই মুহূর্তের  
জরুরি কাজ হলো, সংজ্ঞাহীন লোকটির সংজ্ঞায় ফিরিয়ে আনা, তাকে এবং  
ত্রিফাকে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া অথবা তাদের বিশ্বামের ব্যবস্থা করা।  
দ্বিতীয় কাজ হলো, এই প্রতিষ্ঠানটি কে বা করা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে  
দিয়েছে এবং আগুনের সাথে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছে— এই  
অভিযোগে থানায় মামলা দায়ের করা। তৃতীয় কাজ হলো, পুড়ে যাওয়া  
এই প্রতিষ্ঠান পাহারা দেয়া, যাতে পুলিশ আসার আগে কেউ আলামত নষ্ট  
করতে না পারে।' থামল আহমদ মুসা।

বিশ্ময়ে হা হয়ে গেছে শেপল এবং আহমদ নেবেজের মুখ। তারা  
বিশ্ময় বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। তারা ভেবে  
পাচ্ছে না, তাদের যা করার কথা, যা বলার কথা, তা সেই বলচ্ছে। যেন  
সেই আমাদের নেতা। আমাদের করণীয় বলচ্ছে, পরামর্শ দিচ্ছে। যা  
করার কথা তাদের মাথায়ই আসেনি, সে কাজের কথাগুলো সে গড়গড়  
করে বলে গেল। কে এই লোক! শেপলরা তাকে শক্র ভেবে গুলি করতে  
গেছে, তার সংগীকে গুলি করে আহত করেছে, হত্যাও করতে যাচ্ছে।  
যে কারণে সেও শেপলদের একজনের দু'হাত গুলিবন্দ করেছে। এসবের  
কোন ফয়সালা এখনও হয়নি। কিন্তু এসব কিছুই যেন তার মনে নেই।  
সে অ্যাচিতভাবে শেপলদের পরামর্শদাতা সেজেছে। কে এই অদ্ভুত  
লোক! ত্রিফার দু'হাতে গুলি করা থেকে বুৰা গেছে সে সাংঘাতিক ক্ষিপ্র  
ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। আবার ধোঁয়ার রং দেখে বিষাঙ্গ গ্যাস চিহ্নিত করা  
এবং বিষাঙ্গ গ্যাস আক্রান্ত মানুষকে ওয়াটার থেরাপি দেয়া— এসব তার  
অসাধারণত্বের প্রমাণ। কে এই অসাধারণ মানুষ!

কিছু বলতে যাচ্ছে শেপল।

‘সেখানে দ্রুত এল ইতা নারিন। আহমদ মুসাকে বলল, ‘ত্রিফা বেদনায়  
কষ্ট পাচ্ছে।’

‘আপনাকে যে ট্যাবলেট দিয়েছিলাম, সে ট্যাবলেট আমার ব্যাগে  
আরও আছে। সেখান থেকে একটা খাইয়ে দিন। আর আপনি কেমন  
আছেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি ভালো আছি। আমার অভ্যাসও আছে। ঠিক আছে যাই।  
মিসেস ত্রিফাকে ট্যাবলেট খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি।’ বলল ইতা নারিন।

ইতা নারিন চলে গেল।

‘স্যার আপনারা কে? আপনাদের নাম পরিচয় জানা হয়নি। আমাদের  
চেয়ে আমাদের নিয়ে আপনাদের উদ্বেগই বেশি! আপনাদের পরিচয়  
জানতে পারলে আমরা খুশি হতাম।

‘এসব এখন থাক মিস শেপল। আমার পরামর্শের সাথে তোমরা  
একমত হলে কাজগুলো এখনই করা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার, এখনি থানায় লোক পাঠাচ্ছি। তারা থানায় মামলা দায়ের করে আসবে। পাহারার ব্যবস্থাও এখনি করছি। আমাদের সহকারী নিরাপত্তা প্রধান দারা দারিস্তান জান ফিরে পেয়েছেন। তাদের রেস্টের জন্যে তাদের বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর এসব ঘটনার সব বিষয় দিভিনের সরদারকে এখনি জানাতে হবে। স্যার, আপনাদের ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি?’ আহমদ নেবেজ বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘মেজবান মেহমানদের কি ব্যবস্থা করবেন, এটা মেহমানই বলে দেবে?’ বলল আহমদ মুসা।

দুই হাত জোড় করে বিব্রত কঠে শেপল বলল, ‘ব্যাপারটা তা নয় স্যার। আপনাদের পরবর্তী কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা, এটা স্যার আমরা জানতে চাচ্ছি।’

‘এখন রাত অনেক। তোমরা কোন আগম্বনককে এত রাতে রাস্তায় ছেড়ে দেবে, তা হতে দিতে পারি না। আমরা জোর করেই মেহমান সাজব, এটা আমরা ঠিক করে ফেলেছি।’ হাসতে হাসতে বলল আহমদ মুসা।

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শেপল ও আহমদ নেবেজ- দুজনেরই। বলল শেপল, ‘ধন্যবাদ স্যার, আমরা আপনাদের মেহমান মনে করছি না। আপনারা এ পর্যন্ত যা করেছেন, তা কোন মেহমানের কাজ নয়, আপন জন্মের কাজ। চলুন স্যার, আমরা সরদারের ওখানে যাব। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।’

‘তোমাদের সরদার কে? কোথায় থাকেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমাদের সমাজ প্রধান মানে সরদার মোহাম্মদ আসতি আওয়াত। শেপল তার মেয়ে। বাড়ি দিভিন উপত্যকার মাঝামাঝি।’

আহমদ মুসা শেপলের দিকে তাকাল। বলল, ‘পিতার সরদারী গুণ তুমি পেয়েছ। পরিস্থিতি সামাল দিতে যা করেছ আমি তা লক্ষ করেছি।’

কথা শেষ করেই তাকাল আহমদ মুসা ইভা নারিনের দিকে। স্বর একটু নামিয়ে বলল, ‘মেহমান হওয়ার তো কোন বিকল্প নেই। আপনি কি ভাবছেন?’

‘বড় একটা ঘটনা ঘটল। কয়েকজন লোক মারা গেছে, তাই শুধু নয়।  
হত্যা করা হয়েছে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে অভ্যন্ত কোশলে। যাতে সবাই বুঝে  
কোন কারণে আগুন লেগে বিরাট রকমের ক্ষতি হয়েছে, লোকও মারা  
গেছে। দিভিনে যা ঘটেছে, এটা তারই একটা ধারাবাহিকতা। এখান  
থেকেই আপনার কাজ শুরু হতে পারে।’

‘আপনার কাজও তো এটাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি তো আগারাক যাচ্ছি আমাদের একজন অফিসারের নিহত  
হওয়ার ঘটনা তদন্তে।’ ইভা নারিন বলল।

‘সত্যের অর্ধেকটা বললেন। অন্য অর্ধেকটা বলুন।’ বলল আহমদ  
মুসা।

অস্পষ্ট এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ইভা নারিনের ঢোঁটে। বলল,  
‘হ্যা, বাবা আমাকে আমাদের অফিসারের নিহত হওয়ার ঘটনার তদন্তের  
সাথে সাথে দিভিন উপত্যকার ঘটনাবলির উপর নজর রাখতে বলেছেন।  
কিন্তু আপনি এটা জানলেন কি করে?’

‘আপনার দিভিন পর্যন্ত আসা থেকেই আমি এটা বুঝেছি। আপনার  
ডেস্টিনেশন শুধু আগারাক হলে আপনি কিছুতেই এ পথে আসতেন না।  
আর আপনি যে ঘটনার তদন্তে আগারাক যাচ্ছেন, তার মূল তো দিভিনে।’  
বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার কথা সত্য। তবে মিশন যাকে বলে, সে রকম কিছু নিয়ে  
আমি আসিনি। আগারাক গিয়ে কি সিদ্ধান্ত হয় দেখতে হবে।’ ইভা নারিন  
বলল।

‘তাহলে আপনি আগারাক যাচ্ছেন। কিন্তু আমি এদের আতিথ্য গ্রহণ  
করেছি। আপনিও শামিল আছেন। যা ঘটেছে তার গুরুত্ব আপনিও  
জানেন। তাছাড়া আপনি আহত। আপনার ড্রাইভ করা ঠিক হবে না,  
বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায়, তাও আবার রাতে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ, ঘটনার প্রতি আমারও আগ্রহ আছে। আমি থেকে যাচ্ছি।  
কিন্তু ভাবছি, ওদের বিব্রত করা হবে না তো?’ ইভা নারিন বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এটা ওদের ব্যাপার। জোর করেই তো  
আতিথ্য নিলাম, আমাদের গরজে।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ও ইন্ডা নারিন কিছুটা নিচু স্বরে কথা বলছিল। আর  
শেপলরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল দারা দারিস্তান ও ত্রিফা বেঙ্গলকে পাঠানো,  
পাহারাদার ঠিক করা ও থানায় লোক পাঠানোর কাজে।

অলঙ্কৃত পর শেপলরা ফিরে এল। বলল শেপলই, ‘এদিকের কাজ  
শেষ স্যার। আমরা এবার যেতে পারি।’

‘তোমাদের গাড়ি আসবে, তারপর আহত ও অসুস্থদের নিয়ে যাবে।  
তাতে দেরি হবে। আমাদের গাড়ি করে ওদের নেয়া যায়। মাঝের সিটে  
শেপল মিসেস ত্রিফাকে নিয়ে বসবে, পেছনের সিটে আহমদ নেবেজ দারা  
দারিস্তানকে নিয়ে বসবে। অসুবিধা নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ স্যার। তবে আমাদের ত্রিফা আপা ইয়েরেভেন যেতে  
চাচ্ছেন। ইয়েরেভেনের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে চান।’ বলল  
শেপল।

আহমদ মুসা তাকাল শেপল ও আহমদ নেবেজের দিকে। একটু  
ভাবল আহমদ মুসা। বলল, ‘কেন যেতে চান? তার দু'হাতই আহত,  
কিন্তু কোনটাই বড় কিছু নয়। তার ইয়েরেভেন হাসপাতালে যাওয়া কি  
নিরাপদ হবে? তোমরা কি মনে কর?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনারাও জানেন দেখছি স্যার। অনেক ধন্যবাদ। আমি ও আহমদ  
নেবেজ দু'জনেই ইয়েরেভেন মেডিকেল কলেজে পড়ি। কলেজে আমরা  
যেতে পারি না। ইয়েরেভেনের হাসপাতাল, ক্লিনিক, এমনকি ঔষধের  
দোকানগুলোতেও আমরা অবাঞ্ছিত। প্রায় এক বছর ধরে ইয়েরেভেনের  
হাসপাতাল ক্লিনিকগুলো আমাদের জন্যে বলা যায় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।  
আমাদের দিভিনের নিরাপত্তা প্রধান মোহাম্মাদ বেহেজের স্তৰী এবং  
দিভিনের একজন অ্যাকটিভিস্ট হিসাবে ত্রিফা আপা আরও বেশি  
পরিচিত। সুতরাং ইয়েরেভেন তার জন্যে নিরাপদ নয়।’ বলল শেপল।

‘তাহলে এ সিদ্ধান্ত নিচেন কেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ত্রিফা আপা টেলিফোনে কার সাথে যেন আলাপ করলেন। তার পরেই  
এই সিঙ্গাস্ট নিলেন।’ আহমদ নেবেজ বলল।

মিসেস ত্রিফা বেংগলুরের স্থামী মানে আপনাদের নিরাপত্তা প্রধান  
মোহাম্মদ বেহেজ কোথায়?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘উনি সক্ষার আগে নদী-বন্দরে গেছেন একটা শুরুত্বপূর্ণ কাজে  
রাতের মধ্যেই ফিরবেন।’ শেপল বলল।

অনেকক্ষণ ধরেই একটা চিন্তা উকি দিচ্ছিল আহমদ মুসার মনে,  
মিসেস ত্রিফা কি শেপল, আহমদ নেবেজ এবং অন্যদের চেয়ে কিছুটা  
আলাদা? মিসেস ত্রিফা ইভা নারিন মানে আমাদের মেরে ফেলার জন্যে  
মরিয়া হয়ে উঠেছিল কেন? এতটা বৈরিতার কিছু তো সেখানে ঘটেনি?  
মাত্র একটা সন্দেহ যে, আমরা আশুন লাগানোদের সাথের লোক কিনা!  
শুধু এজন্যেই কি কেউ এতটা মরিয়া হতে পারে মেরে ফেলার জন্যে! তার  
মানদিকতা যদি এটাই হয়, তাহলে সে ইয়েরেভেন হাসপাতালে যাওয়ার  
কথা নয়। অংক মিলছে না! কেন মিলছে না?

আহমদ নেবেজের কথা আহমদ মুসার কানে গিয়েছিল, কিন্তু উন্নত  
দেয়া হয়নি। সেই উন্নতাই অবশ্যে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল  
আহমদ মুসা, ‘তাহলে আহমদ নেবেজ তুমি মিসেস ত্রিফাকে বল বে,  
মোহাম্মদ বেহেজ ফিরে না আস। পর্যন্ত তার ইয়েরেভেন হাসপাতালে  
যাওয়ার বিষয়টা চূড়ান্ত করা যাবে না।’

‘ঠিক আছে স্যার, আমি তাঁর সাথে কথা বলি।’

বলেই আহমদ নেবেজ ছুটল মিসেস ত্রিফার দিকে। ব্যান্ডেজ শেষ  
হবার পরেই গাঢ়ির কাছ থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে মোবাইল নিজে সে  
বসেছিল। তার সাথে কথা বলল আহমদ নেবেজ।

মিনিট দুই পরেই ফিরে এল আহমদ নেবেজ। তার মনটা খারাপ।  
আহমদ মুসা প্রশ্ন করতেই সে বলল, ‘না স্যার, রাজি হলেন না।  
হাসপাতালেই যাচ্ছেন। হাসপাতালের সাথে কথা হয়েছে। উনি

হাসপাতালেই যাবেন স্যার। উনি আমাদের নিরাপত্তা প্রধান মোহাম্মদ  
বেহেজের সাথেও কথা বলেছেন।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এরপর আর কোন কথা থাকতে পারে  
না। উনি কি এখনি যাচ্ছেন?’

‘গাড়ি রেডি। এখনি বেরচ্ছেন তারা।’ বলল আহমদ নেবেজ।

‘ঠিক আছে। এখন মাঝের সিটে উঠবে শেপল ইভা নারিনের সাথে আর  
তুমি দারা দারিষ্ঠানকে নিয়ে পেছনের সিটে বস।’ বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার বলল আহমদ মুসা, ‘যাওয়ার আগে আহমদ  
নেবেজ একটু দেখে নাও পাহারাদাররা তাদের দায়িত্ব নিয়েছে কিনা? আর  
থানায় যাদের পাঠিয়েছ তাদের খবর কিছু আছে কিনা। আর  
পাহারাদারদের ভালো করে বলে যাও পুলিশ আসার আগে অগ্নিদন্ত স্থানে  
কোথাও যেন কেউ প্রবেশ না করে।’

‘ঠিক আছে স্যার। সব খবর আমি নিচ্ছ। আর পাহারাদারদের দায়িত্ব  
নিয়েছেন আমাদের এই কম্যুনিটি কম্প্লেক্সের পরিচালক জনাব বারজানি।  
তাঁকেই বিষয়টা বুঝিয়ে আসছি।’

চলে গেল আহমদ নেবেজ কথা শেষ করেই।

সবাইকে নিয়ে আহমদ মুসাদের গাড়ি তখন যাত্রা শুরু করেছে।

গাড়ির পেছনে মোবাইল বেজে উঠল।

আহমদ নেবেজের মোবাইল।

আহমদ মুসার দৃষ্টি সামনে, মনোযোগও সামনে, ভাবনাও সামনের  
সময়কে নিয়ে।-

টেলিফোনে আহমদ নেবেজের কথা আর তার কানে যায়নি।

কথা শেষ হয়ে গেছে আহমদ নেবেজের।

কল অফ করেই সে বলে উঠল, ‘স্যার, একটা সুসংবাদ। ত্রিফা আপা  
ইয়েরেভেনের হাসপাতালে যাচ্ছেন না।’

শুনেই ড্রঃ কুধিত হলো আহমদ মুসার। বলল, ‘কেন? কোন কিছু  
ঘটেনি তো?’

‘না কিছু ঘটেনি। উনি মত পাল্টেছেন।’ আহমদ নেবেজ বলল।  
আহমদ মুসার মনে কেমন একটা অন্ধস্তর ভাব ফুটে উঠল। বলল,  
‘আহমদ নেবেজ, তোমাদের মোহাম্মদ বেহেজ দিভিনের নিরাপত্তা প্রধান,  
তোমাদের ত্রিফা আপাও নিশ্চয় একজন অ্যাকটিভিস্ট?’

‘না স্যার, ত্রিফা আপা শান্তিশিষ্ট স্বভাবের, চুপচাপ থাকচে  
ভালোবাসেন। তবে তিনি সব প্রোগ্রামে যান। সব কাজে উপস্থিত থাকেন।

‘তিনি অ্যাকটিভিস্ট না হলে তার হাতে রিভলবার ও পয়জন বন্ধ কী  
কি করে? গুলি ছোড়ায় তার ভালো হাত আছে। তাকে খুব সাহসী ও  
বেপরোয়া মনে হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সেটা তো আমরাও ভাবছি স্যার। হঠাৎ উনি একি করলেন?  
সত্যিকারের রিভলবার বোমা তার কাছে থাকবে, এটা আমরা কঢ়না ও  
করতে পারিনি।’ শেপল বলল।

‘থাক এসব কথা। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি দিভিনের  
নিরাপত্তা প্রধানের স্তৰী। আকস্মিক সংকট মোকাবিলার প্রস্তুতি তার থাকতে  
পারে।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, ‘আর কত দূরে  
তোমাদের বাড়ি শেপল?’

‘এসে গোছি স্যার। আর অল্প পথ।’

একটু খেমেই শেপল বলল, ‘স্যার, একটা কথা বলা হয়নি আপনাকে।  
আজ সন্ধ্যায় আমার আম্বা মারা গেছেন।’ গম্ভীর, ভারি কষ্ট শেপলের।

‘তোমার মা মানে সরদারের স্তৰী মারা গেছেন?’ বলল আহমদ মুসা।  
কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই আবার বলে উঠল আহমদ  
মুসা, ‘দাফন হয়েছে?’

‘না স্যার, দাফন হয়নি। মৃত্যুটা খুব স্বাভাবিক নয়। এ নিয়ে মানুষের  
মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এ নিয়েই আলোচনা চলছিল, এরই মধ্যে  
আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। আমরা এদিকে ছুটে আসি।’ শেপল  
বলল।

‘বুঝালাম। মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় মানে অস্বাভাবিক। সেটা কি?’ বলল  
আহমদ মুসা।

শেপল তার অসুস্থুতা ও ঔষধ না পাওয়ার বিষয় জানিয়ে বলল,  
‘মায়ের জীবন বাঁচানোর জন্যে ১২ ঘটার মধ্যে যে ঔষধের দরকার ছিল,  
তা দিভিনে ছিল না, অন্য কেউ আমাদের কাছে বিক্রি করতেও চাইনি।’

‘স্যার। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। এই অবস্থার মধ্যে আমরা যাচ্ছি  
তোমাদের বাড়িতে। খুবই খারাপ লাগছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘খারাপ বৈধ করার প্রয়োজন নেই স্যার। এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা  
দিভিনে এতই ঘটেছে এবং ঘটেছে যে, দিভিনবাসীদের কাছে সব মর্মান্তিক  
ঘটনাই আজ স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।’ বলল শেপল। ভারি কঠ  
তার।

শেপল থামতেই আহমদ নেবেজ বলল, ‘স্যার, গাড়িটা ডাইনের  
লেনটায় নিতে হবে। ডান দিকে সামনের টিলাটায় শেপলদের বাড়ি।  
ভানের লেনটাই টিলায় উঠে গেছে।

আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।  
আহমদ মুসা এবং সবার দৃষ্টি এখন সামনে, শেপলদের বাড়ির দিকে।

রাতে লাশ দাফন হয়নি। সিদ্ধান্ত হয়েছে সকালে লাশ দাফন করা  
হবে, দিভিন প্রধান মোহাম্মদ আসতি আওয়াতের স্তীর।

স্তীর লাশ যে ঘরে রাখা আছে তার দরজার সামনেই বসে আছে  
মোহাম্মদ আসতি আওয়াত।

বাইরের উঠানের শেষ প্রান্তে যে উন্মুক্ত বৈঠকখানা সেখানে বসে আট  
দশজন লোক।

তাদের মধ্যে আহমদ নেবেজও রয়েছে। তারাও সারারাত থাকবে  
মাইয়েতের বাড়িতে।

বাইরের দিক থেকে এসে ছেলে এরদেলান মোহাম্মদ তার পিতা  
মোহাম্মদ আসতি আওয়াতের পাশে বসল। বলল, 'বাবা আমি তো  
আছি, আপনি একটু গিয়ে রেস্ট নিন।'

'রেস্ট নেয়ার সময় অনেক পাওয়া যাবে বেটা, এই রাত তো আর  
আসবে না।' বলল মোহাম্মদ আসতি আওয়াত।

সজল হয়ে উঠেছে এরদেলান মোহাম্মদের দুই চোখ। উত্তরে কিছু  
বলল না সে।

শেখল তার ঘরের দিক থেকে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল বসে থাকা  
পিতা ও ভাইয়ের সামনে।

মোহাম্মদ আসতি আওয়াত হাতঘড়ির দিকে তাকাল। রাত তিনটা  
তখন। বলল সে, 'মা শেপল ঘুমাওনি? আবার উঠে এলে কেন?'

'বাবা ঘুম ধরছ না। ভাবলাম, মাঝের পাশে বসে একটু কুরআন  
শরিফ পড়ি।' শেপল বলল।

'বস মা। মেহমানদের শোবার কি ব্যবস্থা করেছ? জিঞ্জাসা করতে  
চেয়ে ভুলেই গেছি।' বলল মোহাম্মদ আসতি আওয়াত।

শেপল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ভাইয়ের পাশে বসল। বলল,  
'আমাদের বাইরের মেহমানখানার দুটো রুম তাঁদের দিয়েছি বাবা।'

'আমার জিঞ্জাসা করা হয়নি, তারা স্বামী স্ত্রী কি না? বলল আসতি  
আওয়াত।

'আমি ও জানি না বাবা, জিঞ্জাসা করিনি। তবে স্যার বলেছিলেন,  
তোমার ম্যাডাম ইভা নারিনের জন্যে আলাদা একটা রুমের ব্যবস্থা কর।  
আমি যেকোন জায়গায় থাকতে পারব।' শেপল বলল।

'তোমার স্যারের নাম কি? নানা ঘটনায় আজ মনটা এতই বিক্ষিণ্ণ যে,  
তার সাথে ভালো করে আলাপও করতে পারলাম না। নাম জিঞ্জাসার  
কথাও মনে ছিল না।' বলল আসতি আওয়াত।

'স্যারি বাবা, নাম জিঞ্জাসা করার তেমন সুযোগ আমরাও পাইনি।  
দু'একবার পরিচয় জানতে চেয়েছি। উনি বলেছেন, পরিচয় জানার সুযোগ

অনেক পাবে, এসময়ের কাজগুলো করার সুযোগ সামনে আর আসবে না।  
আমরা আর কিছু বলতে পারিনি।' শেপল বলল।

'আমিও আশ্চর্য হয়েছি মা। খুব অদু, শান্ত ও বিনয়ী লোকটি কিষ্ট কথা  
যা বলে, করণীয় সম্পর্কে যে পরামর্শ দেয়, তা অনড় ও নির্দেশের  
শক্তিশালী মনে হয়। লোকটি কে?' বলল আসতি আওয়াত।

'সত্যি বাবা, অন্তুত তার কথার শক্তি।'

ত্রিফা আপার গুলিতে ম্যাডাম ইভা নারিন আহত হওয়া, ত্রিফা আপা  
দ্বিতীয় গুলি করে ইভা নারিন ম্যাডামকে হত্যা করতে চেষ্টা করা, স্যার  
গুলি করে ত্রিফা আপার দুই হাত আহত করা, তারপর যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত  
ঘটতে যাচ্ছিল—সেটাকে স্যার কয়েকটা কথা বলে থামিয়ে দেন। তাঁর  
কথার 'অন্তুত শক্তি ও প্রভাবের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এরপর  
পরিস্থিতি তিনি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন এবং তিনি আমাদের নেতার ভূমিকায়  
অবতীর্ণ হন। আমরা সবাই বিনা ধিধায় তার নির্দেশ-পরামর্শ মেনে  
চলেছি। মনে হয়েছে তিনি বন্ধু বা সাহায্যকারীর চেয়েও বড় কিছু। এ  
নিয়ে আমার বিশ্বায় এখনও কমেনি বাবা।' শেপল বলল।

'বাবা, নিশ্চয় আপনি খেয়াল করেছেন, আমাদের সাথে কথা বলার  
সময় খুবই শুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক  
ষড়যন্ত্রের উথান পর্ব থাকে। এক পর্যায়ে কোন ঘটনার প্রবল ধাক্কায় দে  
ষড়যন্ত্রের পতন পর্ব শুরু হয়। আজকের ঘটনা সেরকমই কিছু হতে  
পারে।' তার একথার মধ্যে শুধু আমাদের জন্যে সাম্ভূত নয়, তার তরফ  
থেকে একটা প্রতিক্রিয়াও আছে। এ থেকে তার কি পরিচয়, তা আমাদের  
কাছে খুব বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' বলল এরদেলান মোহাম্মদ।

এরদেলান মোহাম্মদের কথা শেষ হতেই শেপল বলে উঠল দ্রুত কষ্টে,  
'হ্যাঁ ভাইয়া, কথাটা আমিও খেয়াল করেছি। তোমার কথা ঠিক। তুমি  
বুদ্ধিজীবী বলেই কথাটার তুমি ভেতরের অর্থও বের করেছ, আমি  
পারিনি।' শেপল বলল।

‘তার মানে তোমরা বলতে চাচ্ছ, তিনি বা তারা দিভিনের পক্ষের? কিন্তু কে তারা? কি করবেন তারা? এর আগে পুলিশ, গোয়েন্দা, কিংবা বিদেশি শুভাকাঞ্জকী যাই দিভিনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, তারাই নিহত হয়েছেন। সরকারের চেয়ে শক্তিশালী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা নয়।’ বলল আসতি আওয়াত।

আসতি আওয়াতের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই একসাথে কয়েকটা স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো। শব্দ শেষ হবার পরেই একটা কঠ চিৎকার করে উঠল, ‘যে আমাদের বাধা দেবে, যে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে, তাকেই ঝাঁঝরা করে দেবে আমাদের গুলির ঝাঁক। বাঁচতে চাইলে যে দু’জন লোক এখনে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের আমাদের হাতে তুলে দাও। আমরা চলে যাব।’

আসতি আওয়াতরা তিনজনই উঠে দাঁড়িয়েছে। উদ্বেগ-উৎকষ্টায় তারা নির্বাক। শেপল একটু এগিয়ে উকি মেরে দেখল, তাদের উঠানের বিভিন্ন স্থানে মুখোশধারীরা স্টেনগান হাতে পজিশন নিয়েছে। কয়েকজন স্টেনগানধারী বৈঠকখালার লোকদের ঘরে রেখেছে। শেপল ফিরে এসে আসতি আওয়াতদের সবটা জানিয়ে বলল, ‘বাবা ওদের কথার কি জবাব দেবে?’

‘আমরা কি জবাব দেব। মেহমানদের কেমন করে আমরা ওদের হাতে তুলে দেব। আমরা তা পারব না। যা ঘটার তাই ঘটবে।’ বলল আসতি আওয়াত।

বলেই আসতি আওয়াত এরদেলানকে বলল, ‘হ্যান্ড মাইক্রোফোনটা নিয়ে এস।’

এরদেলান দৌড় দিয়ে গিয়ে মাইক্রোফোনটা নিয়ে এল। আসতি আওয়াত মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বারান্দার আর একটু সামনে এগিয়ে মাইক্রোফোন মুখে তুলে উচ্চাস্থরে বলল, ‘তোমরা কে জানি না, তোমরা আমাদের মেহমানকে কেন চাও তাও জানি না, কিন্তু আমরা বলে দিছি, আমাদের মেহমানকে কোন অবস্থাতেই কারও হাতে আমরা তুলে দেব না।’

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে উঠান থেকে সেই কঠ আবার চিৎকার করে উঠল,  
‘আমরা যা বলি তা করি। এখন থেকে দশ পর্যন্ত গুনার মধ্যে যদি  
দু’জনকে আমাদের হাতে তুলে না দেয়া হয়, তাহলে এখানে আটকে থাকা  
দশজনের মধ্যে থেকে প্রতি মিনিটে একজনকে হত্যা করা হবে।’

কথা শেষ করেই লোকটি উচ্চঃস্বরে গুনা শুরু করল।

শেপল, এরদেলানরা আতৎকিত হয়ে পড়ল। গন্তীর আসতি  
আওয়াত।

‘বাবা, এখন কি হবে? আমি মনে করি, ওরা যা বলেছে তা করবে।’  
বলল শেপল শুকনো, ভয়ার্ত কঠে।

‘আমরা কি মেহমানদের ওদের হাতে তুলে দেব? না, তা হবে না। যা  
হয় হবে, আল্লাহ ভরসা।’

এক গুনা শেষ হতেই বাড়ির পুবের অংশ থেকে একটা কঠ ভেসে  
এল। বলল সে, ‘তোমরা যে দু’জনকে হাতে পেতে চাচ্ছ আমি তার  
একজন। তোমাদের দাবি মেনে আমি তোমাদের কাছে আসছি দুই শর্তে।  
এক. বাড়ির বিভিন্ন স্থানে মোতায়েনকৃত তোমাদের সব লোককে তোমার  
ওখানে সরিয়ে নাও, দুই. বৈঠকখানায় আটকে রাখা দশজনকে মুক্তি দিয়ে  
তাদেরকে এদিকে আসতে দাও। ওরা বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত পৌছবে,  
আমিও তোমাদের কাছে পৌছব।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করল। শান্ত-স্থির তার কঠ।

‘আমরা তোমার শর্ত মানছি। কিন্তু তুমি একা আসলে হবে না, তোমার  
সাথেরজনকেও নিয়ে আসতে হবে।’ বলল উচ্চঃস্বরে সেই কঠই।

‘দ্বিতীয়জন মহিলা, অসুস্থ। তারপরেও তোমরা জোর করলে ওরা  
দশজন এসে নিরাপদ হবার পর সে যাবে। চিন্তা কি! আমি তো তোমাদের  
হাতেই থাকছি।’ বলল আহমদ মুসা। তার সেই শান্ত, নিরংদিগ্ন কঠ।

‘ঠিক আছে, আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু ওরা দশজন ভেতরে প্রবেশের  
পরই তাকে আসতে হবে। আমরা এদের ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি এস।’ সেই  
লোকটি বলল চিৎকার করেই।

এতক্ষণে উদ্বেগ-আতঙ্কে আসতি আওয়াতের মুখ ছেয়ে গেছে।  
বলল, 'আমরা মেহমানদের রক্ষা করতে পারলাম না।'

বলেই আসতি আওয়াত মাইক্রোফোন মুখে তুলে নিল। বলল সে,  
'আমি সম্মানিত মেহমানকে বলছি। আমরা সঞ্চাসীদের কোন দাবিই মেনে  
নেব না। এতে যে পরিণতি হয় হোক, একসাথেই তা আমরা বরণ করব।  
পিংজ মেহমান, আমরা অনেক কষ্টে আছি, কষ্ট দয়া করে আর বাড়াবেন  
না। পিংজ!' দৃঢ় কঠে কথা শুরু করেছিল আসতি আওয়াত, কিন্তু শেষে  
কষ্টটা তার কানায় ভেঙে পড়ল।

শেপল ও এরদেলানের চোখ থেকেও অশ্রু গড়িয়ে এল।

'দিভিনের সম্মানিত প্রধান আসতি আওয়াত, নিজেদের ইচ্ছায় ভেবে-  
চিত্তেই আমরা সিন্ধান্ত নিয়েছি। পিংজ, বাধা দেবেন না। আল্লাহর উপর  
ভরসা রাখুন। জীবন-মৃত্যুর মালিক তিনি।'

কথা বলার সাথে সাথে আহমদ মুসা চলতেও শুরু করেছে।

আসতি আওয়াত, শেপল, এরদেলান এগিয়ে তাদের বারান্দার মুখে  
এসে দাঁড়িয়েছে। তারা দেখল আহমদ মুসা ধীরপায়ে শান্তভাবে এগিয়ে  
যাচ্ছে। চতুরের মাঝখানে ঝুঁটিতে টাঙানো গ্যাস বাতির আলো আহমদ  
মুসার মুখে গিয়ে পড়েছে। মুখ একেবারেই শাস্ত, নিরবিঘ্ন। এরদেলান  
বলল, 'বাবা আমাদের মেহমানকে দেখ, আমরা উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত, কিন্তু  
উনি দেখ একদম নিশ্চিন্ত। ভয়-উদ্বেগের চিহ্ন তার চোখে-মুখে নেই।'

'কি ঘটতে যাচ্ছে, আমার বুক কাঁপছে। স্যার কি কিছুই বুবতে  
পারছেন না? না তিনি অবস্থার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন!' বলল  
শেপল।

'আগুন লাগার ওখানে তিনি যে কাজ করেছেন, এখনও সেই কাজই  
তিনি করতে যাচ্ছেন। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কিছু মানুষকে বাঁচাতে  
যাচ্ছেন। এমন মানুষ দুনিয়াতে খুব কম আছে। জানা হলো না কে  
তিনি! আসতি আওয়াত বলল। তার শেষের কথাগুলো কানায় রক্ত হয়ে  
গেল।

আহমদ মুসা যেমন ওদের কাছে যাচ্ছে, তেমনি শেপলরা দেখল যে  
দশজন আহমদ মুসা যে মেহমানখানা থেকে বেরিয়েছে, সেই  
মেহমানখানার দিকে একসাথে আসছে। ওদের দশজনের সামনে হাঁটছিল  
আহমদ নেবেজ।

মাঝপথে আহমদ মুসার সাথে তাদের দেখা হয়ে গেল। আহমদ  
নেবেজ কান্নাজড়িত কঠে চিৎকার করে উঠল, 'স্যার এ কি করলেন?  
আপনার বিনিময়ে আমরা বাঁচতে চাই না স্যার।'

আহমদ নেবেজ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার সাথে অন্যেরাও।

'আহমদ নেবেজ, অঙ্গ মুছ ফেল। বিপদের সময় কাঁদার অর্থ মরার  
আগে মরে যাওয়া। যা এখন ঘটছে তা ঘটতে দাও। আল্লাহর উপর ভরসা  
রাখ। যাও।' নির্দেশের স্বরে বলল আহমদ মুসা। তার কষ্ট গম্ভীর, বলিষ্ঠ।

আহমদ নেবেজ সেখ মুছে মাথা নিচু করে আবার হাঁটতে শুরু করল।

'অচ্ছুত, অচ্ছুত! এমন কথা, এমন কষ্ট কখনও কোথাও শুনিনি। কথায়  
যেন যাদু আছে। মনে হচ্ছে, শক্তি, সাহস কোথেকে আমার মধ্যে এসে  
বাঁপিয়ে পড়ল। আল্লাহ আমাদের এই ভাইটিকে রক্ষা করুন।' অনেকটা  
শাস্ত ও স্বগত কঠে বলল আসতি আওয়াত।

শেপল, এরদেলান দু'জনেই বিশ্য-বিমুক্তি দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে  
আহমদ মুসার দিকে। শেপলের স্বগত কষ্ট বলল, 'বাবা, শুরু থেকেই  
তাঁকে নেতার ভূমিকায় দেখছি। এখনও তিনি নেতার মতই নির্দেশ  
দিলেন। জান হলো না বাবা এই বিশ্যকর মানুষটির নাম-পরিচয়।'  
শেপলের শেষের কথাগুলো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'উনি কাঁদতে নিষেধ করেছেন শেপল।' বলল এরদেলান মোহাম্মদ।  
তার কষ্ট ভারি।

'উনি মরার আগে মরতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমরা তো মরেই  
গেছি ভাইয়া।' শেপল বলল কান্নাজড়িত কঠে।

সন্ত্রাসীরা বৈঠকখানার সামনে এসে সবাই জমা হয়েছিল। তাদের  
স্টেনগ্রাম উদ্যত আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা হাঁটছিল ওদের লক্ষে ।

আহমদ মুসা তখন চতুরের মাঝামাঝি পৌছেছে । ওরা তখনও আহমদ  
মুসা থেকে পঁচিশ তিরিশ ফিট দূরে ।

আহমদ মুসা চতুরের মাঝামাঝি পৌছতেই ওদের মধ্যে থেকে সেই  
আগের লোকটি নির্দেশের স্থানে বলে উঠল, ‘তুমি ওখানেই দাঁড়াও ।  
তোমাকে সার্চ করা হবে, তারপর তুমি আসবে । তুমি দু'হাত উপরে  
তোল ।’

সংগে সংগেই আহমদ মুসা দু'হাত উপরে তুলল । তবে দু'কানের  
উপরে নয় । দু'হাত তার দু'কানের পেছন বরাবর গিয়ে স্থির হলো ।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে দু'হাত উপরে তুলতেই ওদের মধ্যে থেকে  
একজন স্টেনগান্ধারী আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এল তাকে সার্চ করার  
জন্যে ।

স্টেনগান্ধারী আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল । হাতের  
স্টেনগান্টা কাঁধে ঝুলিয়ে দু'হাত মুক্ত করে সার্চ করা শুরু করতে গেল  
লোকটি আহমদ মুসার কাঁধ থেকে ।

চোখের পলকে আহমদ মুসার দু'হাত নেমে এল এবং লোকটিকে এক  
বটকায় ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে চেপে ধরল ঝুকের  
সাথে । তার সাথে সাথেই আহমদ মুসার ডান হাত মাথার পেছনে গিয়ে  
জ্যাকেটের নিচে আটকানো অটো হ্যান্ড মেশিন রিভলবার বের করে নিল  
এবং ডান হাতটা দ্রুত সামনে এনেই ফায়ার শুরু করল ।

সন্ত্রাসী ওরাও সবই দেখতে পেয়েছিল । তাদের স্টেনগানও উঠে  
এসেছিল আহমদ মুসার লক্ষে । কিন্তু গুলি করতে পারেনি । গুলি করলে  
তা আহমদ মুসাকে নয়, তাদের আজকের দলপতির দেহকেই ঝাঁঝারা  
করে দেবে । তাদের এই দ্বিধার সুযোগ আহমদ মুসা গ্রহণ করলো । তার  
অটো হ্যান্ড মেশিন রিভলবারের গুলির বৃষ্টি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এক  
বাঁক সন্ত্রাসীকে মাটিতে শুইয়ে দিল লাশ বানিয়ে । আর যার কঠনলিঙ্কে  
বাম হাত দিয়ে সাঁড়াশির মত পেঁচিয়ে ধরেছিল, সেও লাশ হয়ে ঝুলে

পড়েছে আহমদ মুসার হাতে। বাঁ হাত সরিয়ে নল। চতুরের উপর বারে  
পড়ল লোকটির লাশ।

ইভা নারিন এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল। তার পেছনে এল  
আহমদ নেবেজরা। আসতি আওয়াত এবং শেপলরাও ছুটে এল আহমদ  
মুসার কাছে।

সবার বিশ্ময় দৃষ্টি লাশের স্তুপের দিকে আর আহমদ মুসার দিকে।  
তাদের সামনে ভোজবাজির মত ঘটে গেল ঘটনা। মুহূর্তেই  
আক্রমণকারীরা হলো আক্রান্ত আর অসহায় আক্রান্ত উঠে এল  
আক্রমণকারীর ভূমিকায়। একজন মানুষ এক ঝাঁক অন্তর্ধারীর সামনে  
এসে এই অঘটন ঘটাল! কে এই মানুষ!

আসতি আওয়াত এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আমরা  
আপনাকে বুঝতে পারিনি। আপনি আমাদের সব চিন্তা ও বিবেচনাকে হার  
মানিয়েছেন। আপনি কে জানি না। কিন্তু দিভিনকে আজ নতুন কিছু  
শিখালেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, খোশ আমদেদ আপনাকে।'

'জনাব, এসব কথা বলার সময় এটা নয়। জরুরি কিছু করণীয়  
আছে।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে মোহাম্মদ আসতি আওয়াত বলল, 'কি  
সেই জরুরি বিষয়টা?'

'প্রথম বিষয় হলো, নিহতরা যে যেমন আছে, পুলিশ আসা পর্যন্ত  
সেভাবেই থাকবে। তাদের অস্ত্রেও হাত দেয়া যাবে না। দ্বিতীয় বিষয়  
হলো, এই মুহূর্তে পুলিশ স্টেশনে লোক পাঠান। অভিযোগে বলুন,  
একদল অঙ্গাত লোক আক্রমণ করেছিল, সংঘর্ষে তাদের সবাই মারা  
পড়েছে।'

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ইভা নারিনের দিকে। ইভা নারিন মাথা  
নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

আসতি আওয়াত খিলাকে ডেকে বলল, 'তুমি কয়েকজনকে  
সাথে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে যাও।'

খেবাত খলিল স্থানীয় সরকারের অধীন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলের  
নির্বাচিত সদস্য। মধ্যবয়সী মানুষ। থানা, পুলিশ, সরকারি অফিস মহলে  
তার যাতায়াত আছে।

‘আমি যাচ্ছি জনাব। আমাদের আরও লোকজনদের খবর পাঠান।  
তারা আসুক। সম্ভ্যা থেকে দুইটা বড় ঘটনা ঘটল। আর ঘটবে না বলা  
যায় না।’ বলল খেবাত খলিল।

‘ঠিক আছি আমি দেখছি। তোমরা যাও।’ আসতি আওয়াত বলল।

খেবাত খলিল আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে দ্রুত চলে গেল।  
দিভিন প্রধান আসতি আওয়াত আহমদ মুসা ও ইভা নারিনের দিকে  
চেয়ে বলল, ‘পিংজ চলুন এই আটচালা টঙ্গটায় আমরা বসি।

হাঁটা শুরু করল আসতি আওয়াত।  
তার সাথে আহমদ মুসা ও ইভা নারিনও হাঁটতে লাগল। অন্যরাও।  
আটচালা টঙ্গবরে গেল আসতি আওয়াত ও অন্যরা। ঘরটা অনেক  
বড়। উপরে সিমেন্ট-পাথরের ঢালাই ছাদ। চারপাশ উন্মুক্ত। তবে  
প্রোজেন হলে তাঁবুর মত চারদিক ঘেরার ব্যবস্থাও আছে। ফোল্ডিং চেয়ার  
পাতা রয়েছে ফ্রেরে। সামনে কয়েকটা বড় হাতাওয়ালা চেয়ার।

আসতি আওয়াত সামনের চেয়ারগুলোর দু'টিতে বসাল আহমদ মুসা  
ও ইভা নারিনকে বসাল। নিজে একটাতে বসল। অন্যেরা কেউ বসল  
টঙ্গবরে, কেউ কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। সবাই গ্রহণ হয়ে গল্প  
করছে।

আহমদ মুসাদের সামনে তিনটি ফোল্ডিং চেয়ারে বসেছে এরদেলান,  
আহমদ নেবেজ ও শেপল।

বসেই ইভা নারিন বলল ফিস ফিসে কঠে আহমদ মুসাকে, ‘আমাদের  
যারা পথে অনুসরণ করে এসেছে এবং এখানে কাজে বাধা দিয়েছে, হত্যার  
চেষ্টা করেছে, এরা কি তারা হতে পারে?’

‘আমাদেরকে লোকেট করবার জন্যে তাদের যে অবলম্বন ছিল, সেটা  
নেই। আমি মনে করি এরা তারা নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে এরা কারা? যারা আগুন দিয়েছে তারাই কি এরা?’ ইভা নারিন  
বলল।

‘এটা হতে পারে। কিন্তু তারা আমাদের ব্যাপারে এতটা মরিয়া হওয়ার  
কারণ?’

কথটা বলেই আহমদ মুসার মনে পড়ল ত্রিফা বেফিনের কথা। সে  
ইভা নারিনকে হত্যার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল কেন? দুই ঘটনা কি  
কাকতালীয়? না...!

‘আপনার প্রশ্নটা আমারও প্রশ্ন! এমন মরিয়া হওয়ার কারণ কি?’ ইভা  
নারিন বলল।

‘আরেকজন মানে ত্রিফা বেফিনও আপনাকে হত্যার জন্যে মরিয়া হয়ে  
উঠেছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনিও বিষয়টা তাহলে খেয়াল করেছেন? এ ব্যাপারটা আমার  
কাছে এখনও দুর্বোধ্য।’ ইভা নারিন বলল।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মোহাম্মদ  
আসতি আওয়াত বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ করে, ‘জনাব শেপল আমাকে  
সব বলেছে। আগুন লাগার ঐ স্থান থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্ময়কর যেসব  
ঘটনা আপনি ঘটিয়েছেন, আমরা আপনাকে জানি না, আপনিও আমাদের  
জানার কথা নয়। তারপরও গতরাত থেকে সব কাজের দায়িত্ব আপনি  
নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন, আজ আরও বিশ্ময়কর ঘটনা ঘটল। ওরা  
আপনাদের ধরতে এসেছিল কেন? কে তারা? গতকালের আগুন লাগার  
ঘটনার সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা? আপনারা এ বাড়িতে আছেন,  
এমনকি কোন কোন ঘরে আছেন, তাও ওরা জানল কি করে? এসব প্রশ্ন  
আমাকে অস্তির করে তুলেছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো আপনি কে?  
আপনারা কে? প্রিজ আমাদের অঙ্ককারে রাখবেন না।’

সংগে সংগে আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না। একটু ভাবল। মনে  
মনে বলল, সত্যি ওদের কিছু বলার সময় এসেছে। সামনে এগোতে হলে  
ওদের সাহায্য দরকার। এই চিন্তা করে আহমদ মুসা আহমদ নেবেজকে

ଲଙ୍ଘ କରେ ବଲଲ, 'ସାମନେ ତୋମାର ଲୋକଜନ ଯାରା ଘୁରାଫେରା କରାଛେ,  
ତାଦେରକେ ବାଡ଼ିର ଚାରଦିକେ ଏକଟୁ ନଜର ରାଖାତେ ବଳ । ପୁଲିଶ ଆସାର ଆଗେ  
ଆମାଦେର ସାବଧାନ ଥାକା ଦରକାର ।'

ଆହମଦ ନେବେଜ ଆହମଦ ମୁସାର କଥାଟାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ । ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଠି  
ଗିଯେ ସରଦାର ଆସନ୍ତି ଆଓଯାତେର ବରାତ ଦିଯେ ଓଦେର ବାଡ଼ିର ଚାରଦିକେ  
ନଜର ରାଖାର ଜନ୍ୟ କରେକଜନ ଲୋକକେ ପାଠିଯେ ଦିଲ ।

ଫିରେ ଏହି ଆହମଦ ନେବେଜ ତାର ଆସନ୍ତେ ।

'ଧନ୍ୟବାଦ ଆହମଦ ନେବେଜ ।' ବଲଲ ଆହମଦ ମୁସା ।  
ଏକଟୁ ଥେମେଇ ଆବାର ଶୁଣ କରଲ, 'ଆମି ଆପନାଦେର ଏକଜନ ଭାଇ ।  
ବାଇରେ କୋନ ଏକ ଦେଶ ଥେକେ ଏବେଛି । ଦିଭିନ ଉପତ୍ୟକାର ଘଟନାବଲି  
ସମ୍ପର୍କେ ଆମି ମୋଟାମୁଢି ଜାନି । ଆରା ଜାନାର ଜନ୍ୟ ଦିଭିନେ ଏବେଛି ।  
ଆମାର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କେ ଏର ଚରେ ବେଶ କିଛୁ ବଲାର ପ୍ରୟୋଜନ ଏଥିନ  
ନେଇ ।'

ଥାମଲ ଆହମଦ ମୁସା । ବଲଲ ଇହା ନାରିନେର ଦିକେ ତାକିଯେ, 'ଇହା ନାରିନ,  
ପ୍ରିଜ ଆପନାର ପରିଚୟାଟା ଦିନ ।'

'ଆମିଓ ଏକଟା ସଂହାର ପଞ୍ଚ ଥେକେ ଦିଭିନ ସଂକ୍ଷାନ୍ତ ଘଟନା ନିଯେ କାଜ  
କରଛି । ଇଯେରେତେନେ ଆମାର ବାଡ଼ି । ଏକଟା ସୁଯୋଗେ ଆପନାଦେର ଏହି  
ଅତିଥିର ସାଥେ ଦିଭିନେ ଏବେଛି ।' ବଲଲ ଇହା ନାରିନ ।

'ଧନ୍ୟବାଦ । ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପନାଦେର ।'  
ଏକଟୁ ଥାମଲ ଆସନ୍ତି ଆଓଯାତ । ବଡ଼ ଏକଟା ନିଶାସ ଫେଲଲ ଯେନ ଦେ ।  
ବଲଲ, 'ଆମାଦେର ବିଷୟଟା ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ଯେ ଆପନାରା ଏବେଛେନ ସେଜନ୍ୟ  
ଆମରା ଆଦ୍ଵାହର ଶୁକରିଯା ଆଦାୟ କରଛି । ଆମାଦେର ସାମନେ ହତାଶାର  
ଅନ୍ଧକାରରୁ ଶୁଣ, କୋନ ଆଲୋ ନେଇ । ଆମରା ଖୁବ ଖୁଶି ହରେଇ ।'

ଆସନ୍ତି ଆଓଯାତ ଆବାର ଏକଟୁ ଥେମେ ପୁନରାୟ ଶୁଣ କରଲ, 'ଆମାରେ  
ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିର ନାମ କି ଆମରା ଜାନାତେ ପାରି ନା ?'

'ଆମାକେ ଆହମଦ ଆଦ୍ଵାହ ବଲେ ଡାକବେନ ।' ହେସେ ବଲଲ ଆହମଦ  
ମୁସା ।

‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে । আপনার কপালে সিজদার চিহ্ন দেখে  
আগেই বুঝেছিলাম আপনি মুসলিম । আপনি আপনাকে ডাকার জন্যে  
একটা নাম দিলেন । এটা তাহলে কি আপনার নাম নয়?’ আসতি আওয়াত  
বলল ।

‘দৃঢ়থিত জনাব । নানা কারণে আমি নামটা এখন বলব না । এক সময়  
সবই জানতে পারবেন । হয়তো নামটা তার আগে প্রকাশও হয়ে পড়তে  
পারে । শক্ররা নামটা ইতিমধ্যে জেনেও ফেলতে পারে ।’ বলল আহমদ  
মুসা ।

‘থাক বাবা । নামটা প্রকাশ না হওয়ার মধ্যেই হয়তো কল্যাণ আছে ।  
নামটা খুবই পরিচিত বা খুবই গুরুত্বপূর্ণ না হলে তা নিশ্চয় লুকাবার  
দরকার হতো না ।’ শেপল বলল ।

‘ঠিক বলেছ মা ।’ কথা শেষ করেই আহমদ মুসার দিকে চেয়ে আসতি  
আওয়াত বলল, ‘আপনাদের শক্র কারা?’

‘এখনও মনে হচ্ছে আপনাদের শক্র যারা, তারাই আমাদের শক্র ।’  
বলল আহমদ মুসা ।

‘আপনারা রাতেই মাত্র এলেন । আমাদের শক্ররা আপনাদের শক্র  
বানাবার সময় পেল কখন? কেন শক্র বানাবে? আর আমাদের চেয়ে বড়  
শক্র তাদের কাছে আপনারা হলেন কি করে?’ শেপল বলল ।

‘আরও প্রশ্ন আছে শেপল, আমরা যে তোমাদের বাড়িতে আছি এবং  
ঐ দুই ঘরে আছি তা তারা জানতে পারল কি করে?’ বলল আহমদ মুসা ।

অপার বিশ্ময়ের ছায়া নামল আসতি আওয়াত, শেপল, এরদেলান ও  
আহমদ নেবেজদের চোখে-মুখে ।

‘ঠিক বলেছেন, এটা তো আরও বিশ্ময়ের! কোন্ দুই ঘরে আপনারা  
শোবেন, শোবার আগের সিন্ধান্ত- বাইরের কেউ এটা জানার কথা নয় ।  
কিন্তু দূরের শক্ররাও তা জানল কি করে?’ আসতি আওয়াত বলল ।

‘কাছেও শক্র থাকতে পারে জনাব ।’ বলল আহমদ মুসা ।  
আসতি আওয়াত নড়ে-চড়ে বসল । চমকে উঠল শেপলরা ।

‘কাছেও শক্র মানে আমাদের মধ্যে কেউ এ রকম আছে? আপনি কি  
এটা মনে করেন?’ আসতি আওয়াত বলল।

বিদ্যুৎ চমকের মত ত্রিফা বেফিনের চেহারা আহমদ মুসার মনে ঝিলিক  
দিয়ে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। বলল আহমদ মুসা, ‘আপনাদের কেউ  
আছে বা নেই কোনটাই আমি এখন বলতে পারবো না। তবে শক্র কাছে  
ইনফরমেশন গেছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।’

আসতি আওয়াত, শেপলদের মুখ স্লান হয়ে গেল। বলল আসতি  
আওয়াত, ‘ইনফরমেশন যখন গেছে, তখন কেউ পাঠিয়েছে। কে সে?  
আমি খুব উদ্বেগ বোধ করছি। ভেতরে শক্র থাকলে তো আরও অনেক বড়  
ক্ষতি হতে পারে।’

‘কে সে, এটা জানার জন্যে আরও সময় প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে  
সাবধান থাকা দরকার। কিছুক্ষণ আগে যা ঘটল, তা শেষ আঘাত নয়।  
আমি ওদের যতটুকু জানি, তাতে আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে।’ বলল  
আহমদ মুসা।

আসতি আওয়াতের চোখ-মুখ উদ্বেগে হেয়ে গেছে। কিছু বলার জন্যে  
মুখ খুলেছিল, কিন্তু বলা হলো না। পুলিশের দুই তিনটি গাড়ি এসে প্রবেশ  
করল বাড়ির গেট পেরিয়ে ভেতরে।

আহমদ মুসা, আসতি আওয়াতসহ সকলেই উঠে দাঢ়াল।

## ২

পুলিশ চলে গেছে লাশগুলো নিয়ে। ভোর ৫টা বাজে।

রাতের বাকি এখনও আড়াই ঘন্টা। আহমদ মুসা, আসতি আওয়াতরা  
বাইরের টংঘরে বসে গল্প করছিল পুলিশের বিষয় নিয়ে। ইতা নারিন,  
আহমদ নেবেজ, শেপল ছাড়াও দিভিনের গণ্যমান্য কয়েকজন ছিল  
সেখানে।

এরদেলান হঠাৎ উঠে গিয়েছিল। সেও ফিরে এসে তার চেয়ারে বসল।  
‘ছেলেটা কে এসেছিল এরদেলান?’ বলল আসতি আওয়াত।

‘ও মোহাম্মাদ বেহেজ আংকেলের ভাগিনা। পাঠিয়েছিলেন ত্রিফা আপা  
একটা চিঠি দিয়ে।’ এরদেলান বলল।

‘এত রাতে? কোন খারাপ খবর? উনি ভালো আছেন তো?’ বলল  
আসতি আওয়াত।

‘উনি ভালো আছেন বাবা। মোহাম্মাদ বেহেজ ভাই কয়েকদিন আগে  
একটা প্যাকেট দিয়ে গিয়েছিলেন। ওতে ত্রিফা আপার জরুরি কি যেন  
আছে, সেটাই নিতে পাঠিয়েছিলেন। ওটা দিতেই গিয়েছিলাম।

‘আচ্ছা।’

বলে আসতি আওয়াত মনোযোগ দিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু  
আহমদ মুসার সমস্ত মনোযোগ তখন এরদেলানের দিকে। তার কথা  
আলোড়ন তুলল আহমদ মুসার মনে। ভোর পাঁচটায় একজন ছেলেকে  
একটা প্যাকেট নিতে পাঠিয়েছেন ত্রিফা বেহেজ! এটা কিছুতেই স্বাভাবিক  
বলে মেনে নিতে পারছিল না আহমদ মুসা। বিশেষ করে আজকের মত  
এই রাতে! তিনি কি ঘুমাননি! কি এমন জিনিস তার ঐ প্যাকেটে ছিল?

এসব চিন্তার মধ্যে আহমদ মুসা কিছুটা আনন্দনা হয়ে পড়েছিল।

‘আপনি কি কিছু ভাবছেন জনাব আহমদ আব্দুল্লাহ? কেমন অন্যমনক্ষ  
মনে হচ্ছে আপনাকে।’ বলল আসতি আওয়াত।

‘স্যরি জনাব। আমি এরদেলানের কথা নিয়ে ভাবছিলাম।’

বলেই আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল এরদেলানকে, ‘ঐ প্যাকেটে কি  
ছিল এরদেলান?’

‘কেন? আমি খুলে তো দেখিনি। তবে বেহেজ ভাই বলেছিলেন, ওতে  
কয়েকটি গ্যাস মাস্ক আছে। আমাদের জন্যে এনেছেন।’ এরদেলান  
বলল।

‘গ্যাস মাস্ক?’ বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার কষ্টে। তার সাথে মনে  
ভিড় করল একরাশ প্রশ্ন। এরদেলানদের জন্যে আনা প্যাকেটে ত্রিফা

বেফিনের জিনিস থাকে কি করে? জিনিস থাকলে সেটাই চাইতেন।  
প্যাকেট খুলে সেটা তাকে দেয়া যেত। গোটা প্যাকেট চেয়ে পাঠানো  
অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। আসলে কি তিনি গ্যাস মাস্ক সরিয়ে নিয়েছেন?  
কেন? তাও আবার তাড়াহড়া করে রাতের এই সময়ে কেন? তাহলে  
রাতেই কি আরও কিছু ঘটনা ঘটবে?

শেষ প্রশ্নটা মনে ওঠার সাথে সাথে আহমদ মুসার গোটা শরীরে একটা  
তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল।

আহমদ মুসার চিন্তার মধ্যে ডুবে যাওয়া ভাবটা কাটল এরদেলানের  
কথায়। এরদেলান বলছিল, ‘আপনি কি ভাবছেন স্যার?’

এরদেলানের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।  
বলল, ‘এখানে মসজিদটা কোথায়?’

‘দুশ্মা, আড়াইশ গজ দূরে।’ বলল এরদেলান।  
‘আমি অনুরোধ করছি একে একে সবাইকে মসজিদে চলে যাবার  
জন্যে। ওখানে কয়েক রাকায়াত কিয়ামুল লাইল পড়তে পড়তেই ফজরের  
জন্যে। আজান হয়ে যাবে। ফজরের নামাজ পড়ে আমরা ফিরে আসব।’

একটু থেমেই আহমদ মুসা কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল।  
তার আগেই মোহাম্মদ আসতি আওয়াত বলে উঠল, ‘নামাজের মসজিদে  
যাওয়া যাবে। কিন্তু এখন, এভাবে মসজিদে যেতে বলছেন কেন? আমি  
কিছু বুবাতে পারছি না জনাব।’

‘প্রিজ জনাব, প্রেরে সব বলব। এখন সময় নেই। মসজিদে শেপল, ইভা  
নারিনসহ সকলেই যাবে। যাবার সময় ইভা নারিন ও আমারটা ছাড়া দ্বানীয়  
সকলের মোবাইল এখানে রেখে যেতে হবে। কারো হাতে বা কোথাও  
সোনার আংটি থাকলে কিংবা নিয়মিত পরে থাকে এমন অলংকার কারণ  
শরীরে থাকলে সেটাও এখানে রেখে যেতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

আসতি আওয়াত ও শেপলরাসহ সকলের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে  
উঠল। তাদের মনে প্রশ্ন, এসব কেন রেখে যেতে হবে? এমন চিন্তার  
কারণ কি? মেহমান এসব কি বলছেন, কেন বলছেন?

সবার মনেই এসব প্রশ্নের তোলপাড়। কিন্তু আহমদ মুসার পরামর্শ বা নির্দেশের ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন তুলতে চাইল না। আসতি আওয়াতও না।

সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আসতি আওয়াত বলল, ‘সকলকেই আমি বলছি। সমানিত মেহমান, আমাদের ভাই যে পরামর্শ দিয়েছেন আমরা তা মেনে নিছি, যদিও জানি না এমন অস্তুত সিদ্ধান্তের কারণ কি! এ বিষয়ে পরে তিনি বলবেন বলেছেন। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করব। আপনারা আপনাদের মোবাইল, রিং ইত্যাদি আমার ঘরে রেখে আসুন। অথবা এরদেলানকে দিয়ে দিন। সে রেখে আসবে।’

‘সমানিত সরদার যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা দ্রুত করুন। আর একটি কথা, এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা কোথায় যাচ্ছেন কাউকে বলবেন না। একা একা বিভিন্ন পথ দিয়ে মসজিদে চলে যাবেন। সবাই আমরা মসজিদে পৌছে গেছি, এটা নিশ্চিত হবার পর সবশেষে যাব আমি ও এরদেলান।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। একে একে সবাই তাদের মোবাইল এরদেলানকে দিয়ে দিল। শেপল তার হাতের রিং ছাঢ়াও সোনার চুড়ি, গলার চেন ও কানের রিং এরদেলানকে দিয়ে দিল।

সবাই এক এক করে বাড়ি থেকে চলে যেতে শুরু করেছে।

এ সময় আহমদ নেবেজের মোবাইল বেজে উঠল যখন সে মোবাইল এরদেলানকে দিতে যাচ্ছিল। এরদেলান ও আহমদ নেবেজ আহমদ মুসার সামনেই দাঁড়িয়েছিল।

কলটা ধরার জন্যে আহমদ নেবেজ তার মোবাইলটা আবার টেনে নিয়েছিল। কিন্তু কলটা অন করার আগেই আহমদ মুসা বলল, ‘আহমদ নেবেজ, আমরা, তোমরা কি করছি জানতে চাইলে বলবে, আমরা সরদারের বাড়িতে বাকি রাতটার জন্যে ঘুমাতে যাচ্ছি।

আহমদ নেবেজ আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে কল অন করতে করতে বলল, ‘ঠিক আছে স্যার।’

উপস্থিত সবার নজর তখন আহমদ নেবেজের দিকে।

সবাইকে বিশ্মিত করে আহমদ নেবেজ আহমদ মুসা যা বলতে  
বলেছিল, সেই কথাই বলল।

টেলিফোন ধরেই ওপারের কথা শুনার পর বলেছিল, ‘হ্যাআপা সবাই  
আমরা সরদার সাহেবের বাড়িতে আছি। ভালো আছি আমরা। বাকি  
রাতটা আমরা এখানেই থাকব, ঘুমাতে যাচ্ছি আমরা।’

আহমদ নেবেজ থামতেই শেপল বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ  
করে, ‘স্যার, কি করে আপনি জানলেন, যে টেলিফোন এসেছে আহমদ  
নেবেজের কাছে তাতে তাকে এই প্রশ্নটাই জিজেস করা হবে?’ অপার  
বিশ্ময়জড়িত শেপলের চোখ-মুখ।

আহমদ মুসা গল্পীর। বলল, ‘সবই জানতে পারবে, তবে এখন নয়।  
তাকাল আহমদ মুসা এরদেলানের দিকে। বলল, ‘এরদেলান তোমার  
কাজ শেষ কর’।

এরদেলানের চোখে-মুখেও বিশ্ময়। আহমদ মুসার কথায় সে তৎপর  
হয়ে উঠল। মোবাইল, রিং, অরনামেন্ট নিয়ে সে ছুটল ঘরের দিকে রেখে  
আসার জন্যে।

প্রায় সবাই চলে গেছে।  
আসতি আওয়াতের সাথে হ্যান্ডশেক করে বিদায় দিল আহমদ মুসা  
তাকে এবং শেপল ও ইত্ব নারিনকে।

বিদায়ের সময় আসতি আওয়াত ভারি কষ্টে বলল, ‘আমার মাইয়েতের  
লাশ একা থাকল আমার ঘরে।’

‘বৈর্য ধরুন জনাব। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। এখানে স্বাভাবিক  
সময়ের কোন আইন, নিয়ম কার্যকর নয় জনাব।’

‘আল্লাহ আকবার। আমি মেনে নিয়েছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’  
‘জনাব, আপনি আমার পিতার বয়সের। আপনি আমাকে ‘আপনি’  
বলে সমোধন করলে আমার খুব খারাপ লাগে। প্রিজ আমাকে তুমি  
বলবেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ আহমদ আব্দুল্লাহ।’ আসতি আওয়াত বলল।

আসতি আওয়াতরা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সবাই চলে গেলে আহমদ মুসা চতুরের মাঝখানে যে লাইট-পোলটা  
রয়েছে, তার গোড়ায় লেগে থাকা ধূলার মধ্যে ক্ষুদ্র সাদা বোতামের মত  
একটা টিপস রেখে দিল। পাশেই দাঁড়িয়েছিল এরদেলান। আহমদ মুসা  
উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এদিকের কাজ শেষ। চল এবার। আহমদ মুসা  
আসতি আওয়াতের বাড়ি থেকে নিচের উপত্যকায় নেমে এল  
এরদেলানকে নিয়ে। উপত্যকায় নেমে এসে আহমদ মুসা চারদিকে  
চাইল। কাউকে দেখতে পেল না।

আহমদ মুসার চোখে নাইটভিশন গগলস। বলল আহমদ মুসা,  
'এরদেলান পশ্চিমে যে পাহাড় শৃঙ্গগুলো দেখা যাচ্ছে, সেখানে কি বসতি  
আছে? কিংবা কোন পথ ঘাট?'

'কিছু পশ্চিম পর্যন্ত দিভিনের বসতি রয়েছে। তারপর পাহাড়ের এই  
অংশে আর কোন বসতি নেই। পায়ে চলার মত সুযোগ রয়েছে পাহাড়ের  
এই অঞ্চলে, কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে এমন কোন রাস্তা নেই।'

'আর দক্ষিণ ও উত্তরে কি আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'দিভিনের বসতি দু'পাশেই।' এরদেলান বলল।

'তোমাদের ত্রিফা আপার বাড়ি কোন পাশে, কোথায়?' বলল আহমদ  
মুসা।

ততুর সিকের একটা বড় টিলার শীর্ষে। ঠিক আমাদের বাড়ির মতই।  
এ প্রশ্ন কেন স্যার?' এরদেলান বলল।

'ও টিলার শীর্ষে কয়টা বাড়ি আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'টিলাটায় নতুন বাড়ি তৈরি করেছে তারা গোটা টিলা কিনে নিয়ে।  
সেখানে আর কোন বাড়ি নেই।' এরদেলান বলল।

'চল এরদেলান, মসজিদের দিকে যায়। দেখি ওরা কি করছেন।'  
বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, আপনি ত্রিফা আপার কথা কেন বললেন? তার কোন বিপদ  
নেই তো?' এরদেলান বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এখন কোন কথা বলব না এরদেলান।  
চল যায়।’

মসজিদে পৌছল আহমদ মুসারা। দেখল সবাই নামাজ পড়ছে।

ইভা নারিন মসজিদের বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে আছে।  
এরদেলান মসজিদে পৌছে ভেতরে চলে গেল। আহমদ মুসা গেল

ইভা নারিনের কাছে। বলল, ‘আপনার তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না?’  
‘না কোন অসুবিধা হয়নি। আমি বরং এনজয় কৰছি। কিন্তু আপনি  
পিল্জ বলুন, ওখানে আপনি কি ধরনের আক্রমণের আশংকা করছেন?’ ইভা  
নারিন বলল।

‘হ্যা, কোন ধরনের বিষক্ত গ্যাস বোমার আক্রমণ হবে বলে আমি  
আশংকা করছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন এমন আশংকা? ফায়ারে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছিল বলে?’  
ইভা নারিন বলল।

‘না, শেপলদের বাড়ি থেকে রাতের এমন শেষ প্রহরে গ্যাস মাস্ক নিয়ে  
যাওয়ার কথা শুনে।’ বলল আহমদ মুসা।

ড্রঃ কুষ্ঠিত হলো ইভা নারিনের। বলল, ‘ঠিক তো রাতের এই সময়  
গ্যাস মাস্কের প্যাকেট নিয়ে গেলেন কেন?’

মুহূর্তকালের জন্যে থামল ইভা নারিন। বলল আবার, ‘আপনি তাহলে  
তো ত্রিফা বেফ্রিনকে ওদের একজন ভাবেন?’

‘ভাবার মত অনেক কারণ ঘটেছে। আরও নিশ্চিত হবার জন্যে  
বর্তমান ঘটনার পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।’ বলল আহমদ  
মুসা।

‘ধন্যবাদ। আগের ঘটনাগুলো আমি ফলো করতে পারিনি। এই রকম  
রাতে গ্যাস মাস্ক নিতে আসায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তবে  
ভেবেছিলাম আজ দিনিনের কেউ ঘুমায়নি নিশ্চয় এবং তারা জরুরি  
অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। আমি গ্যাস মাস্ক নেয়াকে অবশ্যে এরই  
অংশ মনে করেছিলাম। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার ভাবনাটাই সত্য।

সত্যই অনন্য আপনি। জনাব আসতি আওয়াতরা যেমন আপনাকে জানতে চাইছেন, তেমনি আমিও উন্মুখ। মনের আকুলতা সত্যই ধরে রাখতে পারছি না।' ইভা নারিন বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'সময় যায়নি ইভা নারিন। আমাকে গন্তব্যে পৌছাতে এসে, গন্তব্যের ঘটনার সাথে আমার সাথে আপনি জড়িয়ে পড়েছেন অজান্তেই। আমরা না চাইলেও আমাদের ক্ষেত্র বোধ হয় একই হতে যাচ্ছে।'

'আমি কিন্তু চাই। এটা আমার জন্যে হবে সৌভাগ্যের। তবে আমি জানি, আপনার প্রয়োজন নেই আমার মত কারও সাহায্যের।' ইভা নারিন বলল।

'প্রকৃতই কাজের লোক যারা, তারা এ ধরনের বিনয়ীই হয়ে থাকেন।'

একটু ধামল আহমদ মুসা। সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, 'আপনি আর একটু বসুন, আসছি আমি।'

মসজিদের ভেতরে চুকে গেল আহমদ মুসা।

কিয়ামুল লাইলে সবার সাথে শরীক হলো সে।

আহমদ মুসার সাথে ইভা নারিনও মসজিদে প্রবেশ করল। বসে পড়ল দরজার বামপাশের কোনটায়। আহমদ মুসা গিয়ে নামাজে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা যখন তাহাজুদের অষ্টম রাকায়াত পড়ছে, তখন তার ঘড়ি বিপ সিগন্যাল দিয়ে উঠল।

আহমদ মুসা নামাজ শেষ করে হাতঘড়ির ক্ষিণের দিকে তাকাল। বিপ বিপ শুনেই সে নিশ্চিত হয়েছে, সরদার আসতি আওয়াতের বাড়ির চতুরে পেতে রেখে আসা চিপস-ট্রান্সমিটারই তাকে সিগন্যাল দিয়েছে। দেখল সে, ঠিক তার ট্রান্সমিটার চিপসেরই সিগন্যাল, আহমদ মুসার অনুমান সত্য প্রমাণ হয়েছে। এই মাত্র আসতি আওয়াতের বাড়িতে গ্যাস বোমার আক্রমণ হয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে পরপর তিনটি গ্যাস বোমা পড়েছে। মনিটর বিস্ফোরিত গ্যাস বোমার সাউন্ড এবং গ্যাসীয় কণার

বিষ্ণু-গতিবেগ নিখুঁতভাবে রিলে করছে। এই গতিবেগের রেট অতি  
বিষাক্ত গ্যাসীয় কণার গতিবেগের সাথে হ্রবহ মিলে যায়।

আহমদ মুসা চেয়ে দেখল সকলেরই নামাজ শেষ। বসে বসে কেউ

কুরআন পড়ছে, কেউ তসবি জপছে, কেউ কেউ আবার গল্প করছে।

আহমদ মুসা উঠে আসতি আওয়াতের কাছে গিয়ে বসল। বলল,  
‘জীবন আমার অনুমান সত্য প্রমাণ হয়েছে। আপনার বাড়িতে এই মাত্র  
জীবন সংহারী বিষাক্ত গ্যাস বোমা ফেলা হয়েছে।’

‘জীবন সংহারী বিষাক্ত গ্যাস বোমা? তার মানে আমাদের সকলকে  
হত্যার জন্যে এটা করা হয়েছে?’

আমরা ধাকলে সবাই মরে যেতাম! ইন্না লিল্লাহ।’ বলল সরদার  
আসতি আওয়াত।

কথা শেষ করেই সে সকলের দিকে তাকিয়ে উচ্চকষ্টে বলল, ‘ভাইসব,  
এইমাত্র আমার বাড়িতে জীবন সংহারী বিষাক্ত গ্যাস বোমার আক্রমণ  
হয়েছে। আসুন আমরা আল্লাহর উকরিয়া আদায় করি যে, আমরা বাড়ি  
থেকে সরে আসতে পেরেছিলাম।’

সকলেই ‘আল হামদুল্লাহ, আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি দিয়ে সরদারের  
কাছে ছুটে এল। শেপলও এল, ইভা নারিনও এল।

প্রায় একশোগৈ সরাই বলে উঠল, কি করে জানা গেল, আর কি  
ঘটেছে সেখানে?’

আসতি আওয়াত তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

‘আমিই ওকে খুরটা দিয়েছি। আমার কাছে ওখান থেকে একটা  
সংকেত এসেছে। ওখানে...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই শেপল বলে উঠল, ‘আপনি আমাদের  
সাথে এখানেই ছিলেন। কিভাবে সংকেত আসতে পারে?’

আহমদ মুসা একটু ঝিন্দা করল। তারপর বলল, ‘আমার রিস্ট ওয়াচে  
ওখান থেকে সংকেত এসেছে। আমি ওখানে একটা ট্রাল্সিটার চিপস  
রেখে এসেছিলাম।’

‘রিস্ট ওয়াচে? সংকেত কি বলেছে?’ শেপলই আবার বলল।

‘এটুকুই জানা গেছে, তিনটি বিষাক্ত বোমা ফেলা হয়েছে সরদার  
সাহেবের বাড়িতে। সিগন্যাল থেকে প্রমাণ হয়েছে ওগুলো জীবন সংহারী  
বোমা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ক্ষতি সম্পর্কে তো কিছু জানা যায়নি?’ এরদেলান বলল।

‘পশু পাখির মত জীবন্ত ওখানে কিছু কি আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘বাড়ির পেছনেই ভেড়ার পালের একটা খামার আছে আমাদের।’  
এরদেলানই বলল।

‘স্যরি, এ বিষয়টা তো আমি জানতাম না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমরা কি যেতে পারি এখন বাড়িতে?’ শেপল বলল।

‘এখন যেতে অসুবিধা নেই। কিন্তু যাওয়া যাবে না। বোমা  
নিক্ষেপকারীরাই সম্ভবত এখন আবার তোমাদের বাড়িতে তাদের বোমার  
সাফল্য দেখতে এবং আমাদের লাশ নিয়ে যেতে আসতে পারে।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ইভা নারিনের দিকে। বলল, ‘মিস নারিন  
আপনি শেপলদের কয়েকজনকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে গিয়ে  
দেখতে পারেন কি ঘটেছে। আর আমি বাড়ির সামনের রাস্তার দিকে  
যাচ্ছি। দেখা যাক, ওদের কাউকে যদি পাওয়া যায়। আমার সাথে যাবে  
এরদেলান।’

‘বাড়ির পেছন দিক দিয়ে আমরা সবাই তো একসাথে যেতে পারি।’  
বলল আসতি আওয়াত।

‘যেতে পারেন।’ বলল আহমদ মুসা।

তাকাল আহমদ মুসা ইভা নারিনের দিকে। বলল, ‘মিস নারিন,  
সামনের দিক থেকে সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত আপনারা বাড়ির পেছনেই  
অপেক্ষা করবেন।’

‘কারণ? ওরা তো অন্যভাবেও সরদার সাহেবের বাড়িতে আসতে পারে  
মানে খোঁজ নিতে পারে।’ বলল ইভা নারিন।

‘যাদের কাছ থেকে খোঁজ নেবার তাদের সুযোগ ছিল, তাদের সবার  
মোবাইল তো বাড়িতে রেখে আসা হয়েছে। আমার সন্দেহ সত্য হলে

তিনি তো ইতিমধ্যে টেলিফোন অবশ্যই করেছেন। কারও টেলিফোন  
থেকে রেসপন্স না পেয়ে তিনি নিশ্চয় মনে করছেন তারা সবাই মারা  
পড়েছে। মারা পড়েছে, সেটা চোখে দেখে নিশ্চিত হবার জন্যে অবশ্যই  
তারা আসবেন। তাছাড়া আমার আপনার লাশ তাদের প্রয়োজন।' বলল  
আহমদ মুসা।

'ঠিক বলেছেন। আমাদের মিশন তো কি ঘটেছে তা দেখা, কিন্তু  
আপনার মিশন?' ইভা নারিন বলল।

'সত্য এখনও তা ঠিক করিনি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তবে ওদের  
দু'একজনকে আ'টক করা খুবই দরকার।' বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর কোন  
কথা নয়। সবাইকে ফি আমানিল্লাহ। সবাইকে সালাম।'

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল। তার পেছনে এরদেলান।  
ইভা নারিনও উঠে দাঁড়াল।

দিভিনের উত্তরে আলা নামের একটা টিলা।

টিলাটা তিন দিক থেকে উঠে আসা গাছে ঢাকা। টিলাটার মজার  
একটা বৈশিষ্ট্য আছে। চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট উচু টিলা শীর্ষের নিচে বিরাট  
একটা সমতল চতুর। এ চতুর থেকে শীর্ষদেশটা অনেকটাই দেয়ালের মত  
উপরে উঠে গেছে। বিরাট সমতলটায় একটা মাত্র বাড়ি। টিলাতে আর  
কোন বাড়ি নেই। টিলার একমাত্র এ বাড়ির মালিক মোহাম্মদ বেহেজ।  
তিফা বেফিন তাঁর স্ত্রী।

টিলার দেয়ালটির মাথায় গাছের আড়ালে বসে আছে তিনজন লোক।  
তাদের সামনে কম্পিউটারইজড একটা ছোট লাঘার, অনেকটাই  
মেশিনগানের মত।

তিনজনের একজন ঘড়ি দেখে বলল, 'পরজন বোমার কাজ তো শেষ  
হয়ে গেছে। লোভেন তুমি ত্রিফা ম্যাডামকে ওখানকার খবর নিতে বল।  
তাকে বলো, তিনটি ফায়ারই আমাদের ওকে হয়েছে, কম্পিউটার ক্লিনের  
ছবিতে দেখা গেছে ওগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় পড়েছে।'

লোভেন নামের লোকটি মোবাইল বের করে কল করল ত্রিফা  
ম্যাডামকে এবং বলল তাকে খবর নেয়ার জন্য। ওপোন্ট থেকে ত্রিফা  
ম্যাডামের উচ্চসিত কষ্ট শোনা গেল। বলল, 'ধন্যবাদ, এখনি আমি খোজ  
নিছি। জানছি আপনাদের।'

লোভেনের কল অফ হয়ে গেল। মোবাইল পকেটে রেখে লোভেন  
বলল, 'শয়তান ও শয়তানী দু'জন ওখানে ঠিক আছে তো?'

'ত্রিফা ম্যাডাম আজ রাতে যখন খবর নিয়েছেন, তখন ঐ দু'জনসহ  
সবাই ঘুমাতে যাচ্ছিল। অতএব তারা আছে।' বলল প্রথম কথা বলা  
লোকটা।

'দুই শয়তানের বাচ্চাকে যদি জ্যান্ত ধরা যেত! তারা আজ সরদারের  
বাড়িতেই আমাদের ভজনখানেক লোককে মারল। রাফায়েল স্যার  
আপনার কাছেই তো শুনলাম, পুরুষ শয়তানটার হাতে এর আগেও  
আমাদের অনেক লোক মারা গেছে।' তৃতীয়জন বলল সরদার গোছের  
রাফায়েলকে লঙ্ঘ করে।

'কুকেল, বলেছি না যেকোন মূল্যে, যেকোন উপায়ে তাকে হত্যা করতে  
হবে। তাকে ধরা, মেরে ফেলার আগের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের  
লোক ক্ষয় হয়েছে প্রচুর। একজন শীর্ষ মহিলা গোরেন্দা অফিসার  
আমাদের সদস্য তাকে মারতে গিয়ে তারই পক্ষে চলে গেছে।' বলল  
রাফায়েল।

'লোকটি কে স্যার?' দ্বিতীয় বাক্তি লোভেন বলল।

'আমাকে জানানো হয়নি। তবে সাংঘাতিক কেউ হবে। গোটা দুনিয়ার  
আন্তর ওহার্ন্ট তার বিকুন্দে একমত।' বলল রাফায়েল। তাকে মারতে  
পারলে তার জাশেরই দাম হবে বিলিয়ন ডলার।' বলল রাফায়েল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল লোভন।  
তখন বেজে উঠল রাফায়েলের মোবাইল।  
কল অন করেই বলল সে, ‘ম্যাডাম ত্রিফা। আমি রাফায়েল। বলুন  
ওদিকের কি খবর?’

‘মি. রাফায়েল ওদিকের সব মোবাইল নীরব। আহমদ নেবেজ,  
সরদারের ছেলে এরদেলান, মেয়ে শেপল—সকলের মোবাইল নীরব।  
শেষে সরদার আসতি আওয়াতকেও ফোন করেছিলাম। তারও টেলিফোন  
বেসপ্ল করেনি। এ রকমটা হতেই পারে না। বিশেষ করে নামাজের  
জন্যে সবাই এসময় উঠে যায়। তাদের সকলের মোবাইল নীরব থাকার  
অর্থ একটাই, ‘তারা কেউ বেঁচে নেই।’

‘থ্যাংক যিশু, থ্যাংক মেরী। আপনার কথা সত্য হোক। নিশ্চিত  
হওয়ার জন্যে বিষয়টা যাচাই হওয়া দরকার। এই টিলার নিচে আমাদের  
একটা টিম প্রস্তুত রয়েছে। তাদেরকে আমি পাঠাচ্ছি।’ বলল রাফায়েল।

‘ওরা কয়জন?’ ত্রিফা বেফ্রিন বলল।

‘সাতজন।’ বলল রাফায়েল।

‘খুবই সাবধানে যেতে হবে। কোনভাবেই ধরা পড়া যাবে না।’ ত্রিফা  
বলল।

‘আমাদের লোকদের এটা বলার দরকার নেই ম্যাডাম। আর এদেরকে  
পাঠানো হয়েছে সেন্ট্রাল কমান্ডো ইউনিট থেকে। সেরা কমান্ডোদেরই ওরা  
পাঠিয়েছে।’ বলল রাফায়েল।

‘আমি মহান সেন্ট সেম্বেলের কাছে শুনেছি, এই লোকটা  
অপ্রতিরোধ্য। আমাদের অপারেশন কমান্ডার গ্যাসিক লেভন সর্বাত্মক  
চেষ্টা করেও লোকটার সাথে এঁটে উঠতে পারেননি। তাঁর ভাই একজন  
জেনারেল, সে তো মারাই গেছে তার হাতে।’ ত্রিফা বলল।

‘আমরা ওদের একটা বিষয়ে কনফারম হতে চাই। ওখানে নিশ্চয় কেউ  
বেঁচে নেই। তবু তারা অবশ্যই শতভাগ সাবধান থাকবে।’ বলল  
রাফায়েল।

‘ও.কে। ত্রিষ্ঠ আমাদের সফল করুন’ ত্রিফা বলল।

ওপার থেকে কল অফ হয়ে গেল। রাফায়েলও কল অফ করে নতুন কল করল টিলার গোড়ায় অপেক্ষমাণ তাদের সাত সদস্যের টিমের সাথে। টিমের নেতা সারজেই গ্যারিককে ত্রিফার সাথে যা কথা হয়েছে সেইমত নির্দেশ দিয়ে বলল, ‘চোখ-কান খোলা রাখবে সব সময়। শক্র কোন সুযোগ যাতে না পায়। স্পটে সবাইকে যদি মৃত পাও, আমাদের টার্গেট দু'জনকে নিয়ে আসবে। মনে রাখবে তাদের জীবিত অবস্থার মতই তারা এখনও মূল্যবান।’

কল অফ করে ফোন পকেটে রাখল রাফায়েল।

‘ভয়ের কি কিছু আছে? ওরা তো সবাই মৃত।’ লোডেন বলল।

‘ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সাবধান হওয়ার মধ্যে ক্ষতি নেই।’ বলল রাফায়েল।

‘ম্যাডাম ত্রিফা খৌজ নেবার জন্যে যেতে পারতেন। উনি টেলিফোন করে কারও কোন সাড়া না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে খৌজ নিতে গেছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক হতো।’ লোডেন বলল।

‘বুদ্ধির টেকি তো তোমরা। প্রশ্ন উঠতো, অসুস্থ ত্রিফা বেফ্রিন ঘুমানোর কথা। রাতের ঐ সময় খৌজ নেবার জন্যে কেন টেলিফোন করেছিলেন? অসুস্থ অবস্থায় খৌজ নিতে যাওয়ার গরজ তার পড়ল কেন? এসব নানা প্রশ্ন উঠতো। তাছাড়া ত্রিফা ম্যাডামের কাজ ভিন্ন, আমাদের কোন কাজে তাকে ইনভলভ করার কোন সিদ্ধান্ত নেই। ইভা নারিনকে গুলি করা তার ঠিক হয়নি, বড় ধরনের ভুল হয়েছে। এটা তিনিও এখন বুঝেছেন, দিভিনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থেকে তিনি যে মূল্যবান সাহায্য করছেন, সেটাই তাঁকে করতে হবে।’ বলল রাফায়েল।

কথা শেষ করেই রাফায়েল সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘এখানে আর কোন কাজ নেই। চল আমরাও নিচে যাব। আমরাও এগিয়ে দেখি ওদিকের কি অবস্থা।’

পাহাড়শীর্ষ থেকে ওরা তিনজন নেমে এল। দাঁড়াল এসে ত্রিফা বেফ্রিনদের বাড়ির বাইরের চতুরে এসে। চতুরটি আলোকিত। নিজস্ব

জেনারেটরের বিদ্যুতে চলে ত্রিফাদের বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। এ সুযোগ অন্যকারও নেই, এমনকি দিভিনের প্রধান আসতি আওয়াতের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা নেই। ত্রিফা বেফ্রিনের নিজস্ব উদ্যোগেই এই বিশেষ জেনারেটরের ব্যবস্থা হয়েছে।

রাফায়েলরা চতুরে দাঁড়াতেই দু'তলার একটা জানালা থেকে ত্রিফা বেফ্রিনের গলা শোনা গেল। বলল, ‘মি. রাফায়েল, আপনারা নিচে যাচ্ছেন?’

‘জি হ্যাঁ, ম্যাডাম। দেখি ওদিকে কি অবস্থা।’ রাফায়েল বলল।  
‘আপনারা দাঁড়ান। আমি নিচে আসছি। কথা আছে।’ বলল ত্রিফা বেফ্রিন।

‘আসুন। আমরা দাঁড়াচ্ছি।’ রাফায়েল বলল।

হঠাৎ ঘূম ভেঙে গিয়েছিল শিন সেনগারের। অগ্নিকাণ্ডের স্থান থেকে ফিরে আহত মায়ের সেবা-শৃঙ্খলা করে মাকে ঘুমিয়ে রেখে তারপর এসে শুয়েছিল। ঘূম ভেঙে যাবার কথা নয় এ সময়। শিন সেনগার ভেবেছিল টেনশনের কারণেই এটা হয়েছে। মুক্ত বাতাসের জন্যে শিন সেনগার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

শিন সেনগার মোহাম্মাদ বেহেজ ও ত্রিফা বেফ্রিনের একমাত্র মেয়ে। খুব আদরের মেয়ে। শিন সেনগার ইয়েরেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স অনার্সের ছাত্রী। খুব বুদ্ধিমতি।

বাইরে বেরিয়ে শিন সেনগার লিভিংরুমে এসে দাঁড়িয়েছিল। উদ্দেশ্য লিভিংরুম পেরিয়ে দক্ষিণের খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ঠিক এই সময়েই তার মায়ের ঘরে মোবাইল বেজে উঠেছিল।

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শিন সেনগার। এত রাতে মায়ের টেলিফোনে কে টেলিফোন করল? নিশ্চয় বাবা। মা তো টেলিফোন ধরতে পারবে না,

যদিও মোবাইল হাতের কাছে রয়েছে। তাছাড়া মা তো ওষুধ খেয়ে  
ঘুমিয়েছে। তার ঘুম ভাঙ্গা ঠিক হবে না।

চুট গিয়েছিল শিন সেনগার তার মায়ের ঘরের দিকে। দরজায়  
পৌছতেই দেখতে পেয়েছিল তার মা টেলিফোন ধরেছে। কথা বলতে শুরু  
করেছে।

দাঁড়িয়ে পড়েছিল শিন সেনগার দরজাতেই। চলে আসবে কিনা  
ভাবছিল। এই সময় তার মা কাউকে 'রাফায়েল' বলে সন্মোধন করেছিল।  
এতরাতে কোন রাফায়েল তার মাকে টেলিফোন করেছে! রাফায়েল তো  
কোন মুসলিম নয়!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেলিফোনে মায়ের কথা শুনতে শুরু করেছিল। প্রচণ্ড  
কৌতুহলের কারণে সে সরতে পারছিল না। কে এই রাফায়েল? কেন এত  
রাতে তার অসুস্থ মাকে টেলিফোন করেছে?

কৌতুহল নিয়ে শুনতে গিয়ে কয়েকটি বাক্য শুনতেই আতঙ্ক-উদ্বেগে  
তার মন ছেয়ে গিয়েছিল। সর্দার আসতি আওয়াত, শেপল, এরদেলান,  
আহমদ নেবেজ বেঁচে নেই- একথা বলা হচ্ছে কেন? আর এই কথা তার  
মা নিশ্চিতে নিরুদ্ধেগে শুনতে পারছেন কি করে?

শিন সেনগারের এই চিন্তার মধ্যে তার মায়ের মোবাইলে কথা বলা  
আরও এগিয়েছিল। মায়ের একটা কথার প্রতি তার কান আবার আটকে  
গিয়েছিল। তার মা বলছিল, 'খুবই সাবধানে যেতে হবে, কিছুতেই ধরা  
পড়া যাবে না।' তার মা তো কোন এক অভিযানের কথা বলছেন! কিসের  
অভিযান? কাদের ধরা পড়া চলবে না? রাফায়েলরা কে? প্রতিপক্ষ কে?  
তার মা এভাবে 'রাফায়েল'কে সাবধান করছে কেন? রাফায়েলদের সাথে  
কি সম্পর্ক তার মায়ের?

শিন সেনগারের মনের প্রশ্ন বাঢ়েছে। কোনটারই কোন উত্তর তার  
কাছে নেই। এই চিন্তা নিয়ে শিন সেনগার যখন বিব্রত, তখন মোবাইলে  
তার মায়ের আরেকটা কথা তাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়েছিল। সে  
শুনছিল তার মা বলছিল, আমি মহান সেন্ট সেমভেলের কাছে শুনেছি, এই

লোকটা অপ্রতিরোধ্য। আমাদের অপারেশন কমান্ডার গ্যাসিক লেভন  
সর্বাত্মক চেষ্টা করেও লোকটার সাথে এঁটে উঠতে পারেনি। তার ভাই,  
একজন জেনারেল, সে তো মারাই গেছে তার হাতে।' রাষ্ট্রশাস্ত্রে শিন  
সেনগার তার মায়ের এই কথাগুলো শুনছিল। নতুন করে এক বাঁক পঞ্চ  
এসে তার মনের উপর বাঁপিয়ে পড়ল। সেন্ট সেমভেল কে? নিশ্চয় খৃস্টান  
কোন ধর্মনেতা। তার সাথে তার মায়ের কি সম্পর্ক? গ্যাসিক লেভন  
কিসের অপারেশন কমান্ডার? এদের কথা সেন্ট সেমভেল তার মাকে  
বলবেন কেন? সেন্ট সেমভেল, গ্যাসিক লেভন কোন লোকটাকে এঁটে  
উঠতে পারেনি? তাদের প্রতিপক্ষ অপ্রতিরোধ্য সেই লোকটা কে? সেন্ট  
সেমভেল, রাফায়েল সবাই তো খৃস্টান। মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কোন  
কিছুর সাথে জড়িত। এদের সাথে তার মায়ের সম্পর্ক কেন? উত্তর না  
জানা এই সব সাংঘাতিক প্রশ্নে বিপর্যস্ত শিন সেনগার নিজেকে হারিয়ে  
ফেলেছিল। এরই মধ্যে মোবাইলে তার মায়ের বিদায়ী কথাটা তার কানে  
এল, 'ও.কে. খ্রিস্ট আমাদের সফল করুন।' কথাটা শিন সেনগারের মাথায়  
বাজ পড়ার মত আওয়াজ করে উঠতে যাচ্ছিল। শিন সেনগার মনের সমস্ত  
শক্তি একত্র করে দু'হাতে মুখ চেপে ধরে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ছুটে  
বাইরে বেরিয়ে এল। মায়ের কাছে তার ধরা পড়া যাবে না। মা তাহলে  
বিব্রত হবেন, হয়তো ক্রুদ্ধ ও হতে পারেন। আড়ি পেতে কথা শোনার মধ্যে  
তার কোন যুক্তি নেই।

শিন সেনগার ছুটে এসে লিভিং রুমের এক অঙ্ককার কোণের এক  
সোফায় ধপ করে বসে পড়ল। তার মা খ্রিস্টের সাফল্য চাইলেন কেন?  
তার মা খৃস্টান? আকস্মিক এক বজ্রাঘাতে তার জীবনের সবকিছু যেন  
ধ্বংস হয়ে গেল। নিভে গেল যেন তার জীবনের সব আলো। জ্ঞান, বুদ্ধি  
সব যেন ভোঁতা হয়ে গেল তার। সোফার উপর আচ্ছের মত পড়ে রইল  
কিছুক্ষণ। এক সময় বিপর্যস্ত, বিস্মিত, আচ্ছন্ন অবস্থার পাশে রাজ্যের ভয়  
এসে তার মনে প্রবেশ করল। মা কি দিভিনের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতার  
সাথে জড়িত? সর্দার আসতি আওয়াতদের টেলিফোনে সাড়া না পেয়েই

মা কি করে বলল তারা কেউ বেঁচে নেই? তাহলে কি তাদের হত্যার কোন ঘড়্যন্ত হয়েছে, যা তার মা জানত। যাদের সাথে তার মা কথা বলল তারাই কি সেই ঘড়্যন্তকারী? তার মা কি তাদের সাথে শামিল? শিন সেনগারের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। একি ভাবছে সে? কিন্তু তার মা দিভিনের বিরংক পক্ষ না হলে সেন্ট সেমভেল, রাফায়েলরা আসতি আওয়াতদের লাশ দেখার জন্যে তার মায়ের সাথে কেন কথা বলল?

তার মায়ের কঠ এ সময় তার চিন্তার ছেদ ঘটল। তার মা 'রাফায়েল' বলে সন্মোধন করে বললেন, আপনারা নিচে যাচ্ছেন? কয়েক মুহূর্তের বিরতি। তারপর তার মায়ের কঠ আবার কাউকে দাঁড়াতে বললেন এবং বললেন তিনি নিচে নামছেন।

তার মানে তার মা নিচে নামছেন। এটা শোনার সাথে সাথেই শিন সেনগার উঠে দাঁড়াল। ছুটল তার মায়ের ঘরের দিকে। কিন্তু লিভিং রুমের দরজায় গিয়েই দেখল, তার মা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছেন।

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল শিন সেনগার। মাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল সে। মা হয়তো বিব্রত হবেন, মাকে বিব্রত করতে চায় না সে। সিদ্ধান্ত নিল গোপনে তার মায়ের পিছনে পিছনে যাবে। অড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখবে কি হচ্ছে।

শিন সেনগারের মা ত্রিফা বেক্রিন সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। দরজা সে বন্ধও করল না।

শিন সেনগার সতর্ক পায়ে নিঃশব্দে নামল সিঁড়ি দিয়ে। গিয়ে দাঁড়াল দরজার পাশে দেয়ালের আড়ালে।

তিনজন লোক দাঁড়িয়েছিল। তার মা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গেট থেকে জায়গাটা খুব কাছেই। তাদের সব কথাই শোনা যাচ্ছে।

তার মা বলছিল, 'মি. রাফায়েল আপনারা শুনুন, আজকের মিশন ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। পয়জন বোমায় যদি তারা মরে গিয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে এক ঐতিহাসিক জয় আমাদের হাত দিয়ে হয়েছে। কিন্তু লাশ হাতে পাওয়ার আগে বলা যাবে না, জয় আমাদের হয়েছে। লোকটি

হাজারো ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসা লোক। আমাদের চেয়ে বউগুণে  
শক্তিধররা তার সাথে এঁটে উঠতে পারেনি। সুতরাং আমাদের সাবধান  
হতে হবে। সাতজনের যে দলটিকে পাঠানো হয়েছে, ওখানে কি ঘটেছে  
তা দেখার জন্যে। তাদের আপনারা ফলো করুন। তাদের আপনারা  
নিরাপত্তা দেবেন। তারা কোন কারণে ব্যর্থ হলে আপনারা ফাইনাল  
আঘাত হানার জন্যে তৈরি থাকবেন। মনে রাখবেন আজকের মিশন  
আমাদের সফল করতে হবে। অন্তত ঐ লোকটিকে হত্যা করতে হবে।  
আসতি আওয়াতরা কোন ফ্যান্টের নয়। যখন ইচ্ছা তখন আমরা ওদের  
শেষ করতে পারি।'

মায়ের কথা শুনে শিন সেনগারের দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।  
ভয়-উদ্দেগে ঘামতে শুরু করেছে সে। তার মায়ের কি হলো? এসব কি  
বলছে সে?

ত্রিফা বেফিন থামার সংগে সংগেই বলে উঠল রাফায়েল, 'ম্যাডাম  
আপনি লোকটিকে সাংঘাতিক গুরুত্ব দিলেন, একেবারে আকাশস্পর্শী  
করে তুলেছেন তাকে। আসলে কে সে? এটা এখনও আমরা জানতে  
পারিনি। আমাদের তাড়াহড়া করে পাঠানো হয়েছে হেলিকপ্টারে করে।  
শুধু বলা হয়েছে, এটা ভিভিআইপি মিশন। যেকোন মূল্যে সফল করতে  
হবে। ম্যাডাম ত্রিফা তোমাদের সহযোগিতা করবে। উভরে আমার কিছু  
বলার সুযোগ হয়নি।'

'তার নাম শুনতে চান। চমকে উঠবেন না তো? ভয় পাবার মত নামটা  
কিন্তু।' বলল ত্রিফা বেফিন। গম্ভীর তার মুখ।

'ম্যাডাম ত্রিফা বেফিন, আমি 'ব্ল্যাক আর্মেনিয়ান টাইগার'-এর কমান্ডো  
নেতা। বিশ্বিখ্যাত কমান্ডো কলিন কোহেনসহ পৃথিবীর শীর্ষ কমান্ডোদের  
সাথে আমি কাজ করেছি। দিভিনে কে একজন এসেছে তাকে ভয় করব?  
রাফায়েল বলল।

হাসল ত্রিফা বেফিন। বলল, 'ধন্যবাদ রাফায়েল। তাঁর নাম আহমেদ  
মুসা।'

সত্যিই চমকে উঠল রাফায়েল। বলল দ্রুতকষ্টে, 'ফোন আহমদ মুসা? যাকে আমরা বিষ্ণের আস বলি, সে অবশ্যই নয়।'

'অবশ্যই। সেই আহমদ মুসাই। আপনি যাকে আস বলছেন, দুনিয়ার মজলুমরা তাকে বলে রক্ষক।' বলল ত্রিফা বেক্রিন।

'ও গত!' বলে বসে পড়ল রাফায়েল। বলল, 'আপনি ম্যাডাম আমাকে তব দেখাচ্ছেন না তো? সেই আহমদ মুসা এই অথ্যাত দিভিনে কেন আসবে?'

'শুধু তব গোওয়া নয়, একেবারে যে বসে পড়লেন মি. রাফায়েল! উঠুন সময় বেশি নেই।' বলল ত্রিফা বেক্রিন।

উঠল রাফায়েল। তার মুখ তখনও বিশ্বয়ে আচ্ছন্ন। বলল, 'আপনার ইনফরমেশন ঠিক আছে তো? সত্যিই তিনি আসল আহমদ মুসা?'

'ইনফরমেশনে কোন তুল নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সব সূত্র কনফার্ম করেছে, আহমদ মুসা আমেরিয়ায় এসেছে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এখানে এসেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের গোয়েলা সূত্র জানিয়েছে, ওআইসি ও রাবেতার অনুরোধে তিনি দিভিনে এসেছেন।' বলল ত্রিফা বেক্রিন।

'ঠিক আছে ম্যাডাম আর সময় নষ্ট আমরা করাছি না। যাই আমরা। আমাদের জন্যে একটা বড় সুযোগ হলো, আহমদ মুসা আমাদের পয়জন বোমা থেকে বেঁচেছে বলে মনে হয় না। বাঁচলেও তারা আমাদের এই প্রস্তুতির কথা জানে না। অসতর্ক অবস্থায় তাকে শেষ করতে হবে।' রাফায়েল বলল।

'ঠিক আছে! তবে হাতে সময় কম। আপনারা যান। খ্রিষ্ট আপনাদের সাথে আছেন। গুড বাই।' বলে ত্রিফা ঘুরে দাঁড়াল বাড়ির দিকে।

রাফায়েলরা তখন হাঁটা শুরু করেছে। নেমে যাচ্ছে তারা বাড়ি থেকে।

মাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে শিন সেনগার আড়াল থেকে সিডির দিকে হাঁটল। বিড়ালের মত নিঃশব্দে এক দৌড়ে উঠে গেল তিনি তলায়, একেবারে নিজের ঘরে।

মায়ের মুখ থেকে এসব কথা শুনে খুব কষ্ট লাগল শিন সেনগারের।  
যে মা তার সব আস্থা, সব ভালোবাসার কেন্দ্র, সেই মা যেন হঠাত অনেক  
দূরে সরে গেল। না যেন হঠাত করেই ভয় ও আতঙ্কের বন্ধ হয়ে  
দাঁড়িয়েছে তার কাছে। তার মা কেন তার ধর্ম পরিচয় গোপন রেখেছে?  
তার মা কবে খৃষ্টান হলো? খৃষ্টান হওয়ার চেয়ে তার কাছে বড় মনে  
হচ্ছে, দিভিনকে ধ্বংস করা। দিভিনকে যারা ধ্বংস করতে চাচ্ছে, তাদের  
একজন নেতা হয়ে গোলন কি করে তার মা! এমন হলেন কেন মা? কি  
হলো তার? এখন কি করবে সে? কি তার করণীয়? আহমদ মুসাকে  
হত্যার জন্যে ওরা পাগল হয়ে উঠেছে। আহমদ মুসা কে? বুঝা গেছে খুব  
বড় কেউ, জগৎ জোড়া যার, নাম। রাষ্ট্রযোগীরা তাকে সাংঘাতিক ভয়  
করে। মা তাকে বলেছেন মজলুমদের রক্ষক। ওআইসি ও রাবেতার  
আহবানে সে দিভিনে এসেছে আমাদের সাহায্য করার জন্যে। পয়জন  
বোমায় সে হয়তো মরেই গেছে। বেঁচে থাকলে আজকেই হয়তো তার  
শেষ রাত। ভাবতে গিয়ে শিন সেনগারের মন হুহু করে কেঁদে উঠল। সে  
আহমদ মুসাকে জানে না, চেনে না, কিন্তু সে মজলুম মানুষের বন্ধু,  
দিভিনের বন্ধু! সে তো নিজের কোন স্বার্থ নিয়ে এখানে আসেনি, এসেছে  
মানুষের কাজে। সে জানতে পেরেছে তার মহাবিপদের কথা, কিন্তু কিছু  
করার তো ক্ষমতা তার নেই। জানতে পারাই তার এখন বড় যন্ত্রণা। মনে  
পড়ল এরদেলানের কথা। সংগে সংগে কেঁপে উঠল তার মন। সেও কি  
বেঁচে নেই?

এবার বাঁধভাঙ্গা অশ্রু নেমে এল তার দু'চোখ দিয়ে। হৃদয়টা তার  
হাহাকার করে উঠল। সবচেয়ে কাছের যে, সেই মা এখন তার কাছে  
নেই। হৃদয়ের মণিকোঠায় যার অধিষ্ঠান, সেই থাকল না?

শিন সেনগারের চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল মেশিনগান, সাব-  
মেশিনগারের একটানা শব্দে।

চমকে উঠে বসল শিন সেনগার।

ছুটে বেরিয়ে এল তার দক্ষিণের বারান্দায়।

শব্দ আসছে এরদেলানদের বাড়ির খুব কাছাকাছি জায়গা থেকে ।

বুক কেঁপে উঠল শিল সেনগারের ।

রাফায়েলদের লোকরা কি আক্রমণ করল আহমদ মুসা ও আমাদের লোকদের? তাহলে আহমদ মুসারা কি বেঁচে আছে? তাদের সাথেই কি সংঘাত, না রাফায়েলরা এক একতরফা আক্রমণ করেছে? প্রায় মিনিট খানেক ধরে মেশিনগান, সাব-মেশিনগানের শব্দ থেমে থেমে শোনা গেল ।  
তারপর সব চুপচাপ ।

চুপচাপ কেন সব? সব কি শেষ হয়ে গেল? আহমদ মুসা, এরদেলানরা, সর্দার আসতি আওয়াতরা কি সবাই শেষ হয়ে গেল? ব্যাকুল হয়ে উঠল শিল সেনগারের হন্দয় । মন জুড়ে নামল রাজ্যের হতাশা ।  
ভেতরটা তার কাঁপছে, শরীরটা ও যেন কাঁপছে তার সাথে সাথে ।

টলতে টলতে ঘরে এসে নিজেকে ছেড়ে দিল বিছানায় । আর সে ভাবতে পারছে না । তার পরিচিত পৃথিবীটা যেন ছোট হয়ে আসছে ।  
চারদিকের নিঃসীম আঁধারে সে যেন একা । অঙ্ককারের পুরু চাদর যেন তার অঙ্গুত্বকেও ঢেকে দিয়েছে ।

তার দু'কানে সেই দক্ষিণ থেকেই আরার গুলির শব্দ ভেসে এল ।  
একটানা চলল কিছুক্ষণ । হয়তো একমিনিট বা তার কম ।

এই শব্দ শিল সেনগারের হতাশা আরও বাড়িয়ে দিল ।  
শয়ে থাকতে পারছিল না সে । উঠে দাঁড়াল । কিছু করতে হবে তাকে । কি করবে সে?

কৃষ্ণপক্ষের রাত । শেষ রাতের চাঁদটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে ।  
রাত কৃষ্ণপক্ষের হলেও আকাশ মেঘ ও কুয়াশামুক্ত হবার কারণে  
অঙ্ককারটা সে রকম গাঢ় নয় ।

আহমদ মুসা রাস্তার পাশ দিয়ে অনেকটা হামাঞ্চি দেয়ার স্টাইলে  
এগোচিল । পেছনে আসছিল এরদেলান । এরদেলানদের বাড়ি থেকে

প্রাইভেট রাস্তাটা নেমে উত্তর-দক্ষিণ সড়কের সাথে যেখানে মিশেছে, সে মোড়ের কিছুটা উত্তরে এগিয়ে সড়কটার উপর চোখ রাখা তাদের লক্ষ। আহমদ মুসার বিশ্বাস আসতি আওয়াতদের বাড়িতে খোঁজ নিতে যারা আসবে, তারা নিশ্চয় উত্তরের কোন স্থান থেকে আসবে। রাতের অভিযানে আসতি আওয়াতের বাড়িতে যারা এসেছিল, তারাও এসেছিল উত্তর দিক থেকে।

মোড় পেরিয়ে এসেছে আহমদ মুসারা।

রাস্তা থেকে দশ বারো ফিট দূর দিয়ে ক্রলিং করে এগোচ্ছে আহমদ মুসারা। আগে আহমদ মুসা, পেছনে এরদেলান।

হঠাতে সামনে ও পেছনে একটা পাথরের সাথে একটা ধাতব কিছু ঠুকে যাওয়ার এবং একটা শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ হলো। আহমদ মুসার সমগ্র সন্তান চিন্তার একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল, ‘আমরা ঘেরাও হয়ে পড়েছি।’ চিন্তার সংগে সংগেই মেশিন রিভলবার বাগিয়ে চিৎ হয়ে গেল। চিৎ হয়েই সে দেখতে পেল চারদিক থেকে পাঁচ ছয় জনের মত লোক উঠে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে পাওয়া এবং আহমদ মুসার রিভলবার যেন একসাথে কাজ করল। তার রিভলবার থেকে তিনপাশে চারটি গুলি বেরিয়ে গেল।

গুলি করেই আহমদ মুসা চোখের পলকে নিজের দেহকে ডান দিকে গড়িয়ে নিল। ঠিক সে সময়েই মাথার দিকে একটা গুলি এসে আহমদ মুসার মাথা যেখানে ছিল, সেখানে এসে বিন্দ হলো। আহমদ মুসা গড়িয়ে গিয়েই মাথার পেছন দিক থেকে আসা গুলির শব্দ লক্ষে গুলি করল। গুলির সাথে সাথে আহমদ মুসার চোখটিও চলে গেল মাথার পেছনের দিকে। দেখল আহমদ মুসার দিকে রিভলবারের নল ঘুরিয়ে নেয়া একজন লোক গুলি খেয়ে পড়ে গেল।

আতঙ্কিত এরদেলান উঠে বসতে, যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা নিষেধ করে বলল, ‘ওদের আরও লোক থাকতে পারে।’  
আহমদ মুসার চোখে নাইটভিশন গগলস। একটা বড় পাথরে মাথা  
রেখে আহমদ মুসা চারদিকে চোখ রাখছে। চারদিক নীরব, নিঝুম।

সময় বজ্জে যাচ্ছে পল পল করে ।

নিঃশব্দে কেটে গেল মিনিট পাঁচক সময় ।

আহমদ মুসার চোখ উত্তর দিক দিয়ে ঘূরে আসছিল, হঠাৎ দু'টি অবয়ব  
আহমদ মুসার গগলসে ধরা পড়ল । দু'টি মানুষ ক্রলিং করে এদিকে  
এগিয়ে আসছে । তাদের দু'জনের হাতেই একটি করে রিভলবার ।  
তাদেরও চোখে নাইটভিশন গগলস ।

আহমদ মুসা তার মাথা পাথরের সাথে সেঁটে রেখে রিভলবার বাড়িয়ে  
ধরে পাথরের মত ছির হয়ে রইল ।

ওরা আসছে বিড়ালের মত নিঃশব্দে ।

অনেকবারি কাছে এসে গেছে ওরা ।

আহমদ মুসার মাথার পেছনে যে লোকটি গুলি খেয়ে মারা পড়েছে,  
তাকে ওরা দেখতে পেরেছে বলে মনে হলো আহমদ মুসার কাছে ।

ওদের গগলস চারদিকে ঘূরছে । ওরা যেন আরও সতর্ক হয়েছে ।  
রিভলবারের ট্রিগারে ওদের হাত ।

ওরা আসছে ওদের সাথীর কাছে মৃত না আহত তা দেখার জন্যে ।  
ওরা দু'জন এসে গেছে ।

একজন পরীক্ষার জন্যে ঝুঁকে পড়েছে তার সাথীর উপর । অন্যজন  
হাঁটু গেত্তে বসে রিভলবার বাগিয়ে চোখ রাখছে চারদিকে । নাইটভিশন  
গগলস তার চোখে ।

এরদেলান সম্ভবত এদিকে প্রথম তাকাল এবং দেখতে পেল  
লোকটিকে রিভলবার হাতে । সংগে সংগেই সে চাপা কষ্টে 'স্যার' বলে  
তেকে উঠল ।

এরদেলানের গলার শব্দ পাওয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার চোখ  
পেছনে সরে গিয়েছিল । চোখের পলকেই আবার তা সামনে ফিরে এল ।  
আহমদ মুসা দেখল, লোকটি গুলি ছুড়ছে এরদেলান লক্ষ্যে ।

আহমদ মুসার রিভলবার সামনে তাক করাই ছিল । ট্রিগার টিপল  
আহমদ মুসা সংগেই ।

দুটি গুলির শব্দ হলো দুই এক সেকেন্ডের ব্যবধানে।  
আহমদ মুসার গুলি প্রতিআক্রমণের হলেও তার গুলি আগেই বেরিয়ে  
গিয়েছিল। লোকটি গুলিবিন্দ হওয়া ও ট্রিগার টেপা একসংগেই ঘটল।  
শেষ মুহূর্তে তার হাতটা ঝুঁকে গিয়েছিল গুলির আঘাতে। বসে থাকা  
এরদেলানের মাথায় গুলিটা না লেগে তা বিন্দ করল তার ডান কাঁধকে।  
আহমদ মুসা এরদেলানের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল।

লোকটি মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা চোখ ফেরাতে যাচ্ছিল এরদেলানের দিকে। কিন্তু তার  
চোখে পড়ল, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঝুঁকে পড়া অবস্থা থেকে উঠে বসেছে। তার  
হাতে উদ্যত রিভলবার। লক্ষ্য আহমদ মুসা। তার হাত চিন্তার মতই দ্রুত  
ঘুরে এল, সাথে সাথে তার মাথা দ্রুত নিচে নেমে গেল। স্থির ডান হাতের  
রিভলবার থেকে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। ওদিক থেকে আরেকটা গুলি  
তার হাতের উপর দিয়ে চলে গেল মুহূর্ত কয়েক পরেই। নামিয়ে না নিলে  
তার মাথাটা ছাতু হয়ে যেত। অন্যদিকে আহমদ মুসার গুলি এ লোকটিরও  
মাথা গুড়িয়ে দিয়েছে। মিনিট খানেক অপেক্ষা করল, ওদিক কিংবা আর  
কোন দিক দিয়ে গুলি আসে কিনা তা দেখার জন্যে।

গুলি এল না। কোন নড়াচড়াও কোন দিক দিয়ে দেখা গেল না।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে মাথা তুলল। ‘দেখল দ্বিতীয় লোকটিও ছিটকে  
পড়ার মত পড়ে আছে।

আহমদ মুসা দ্রুত ক্রিলিং করে এগোলো এরদেলানের দিকে।

কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘এরদেলান কোথায় গুলি লেগেছে?  
কেমন আছ তুমি?’

‘আমি ভালো আছি। কাঁধের উপরে গুলি লেগেছে। ওদিকের কি  
অবস্থা?’ এরদেলান বলল।

‘মনে হচ্ছে ওরা সাতজনই মারা গেছে। গুলি তোমার কাঁধের ভেতরে  
চুকেছে মনে করছ?’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝতে পারছি না স্যার।’ এরদেলান বলল।

‘কাঁধের ভেতরটা কি ভারি মনে করছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘না। কাঁধের মাথাটায় তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে।’ এরদেলান বলল।  
‘হাজার শোকর আল্লাহর। তোমার কাঁধে গুলি নেই মনে হচ্ছে।  
আলহাম্দুলিল্লাহ...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই যেখানে তিনটি লাশ পড়ে আছে,  
সেখান থেকে মোবাইল বেজে উঠার শব্দ শুনতে পেল।

‘এরদেলান তোমার কষ্ট হচ্ছে, একটু অপেক্ষা কর।’  
বলেই আহমদ মুসা দ্রুত ক্রলিং করে এগোলো মোবাইলের রিং যেদিক  
থেকে আসছে সেদিকে। সেখানে পৌছল আহমদ মুসা।

তার মাথার পেছনে তিনটি লাশের মধ্যে যে লোকটি প্রথম মারা  
গিয়েছিল, তার পকেটের মোবাইলটিই বাজছে।

আহমদ মুসা তার পকেট থেকে মোবাইল বের করে নিল। দ্রিনের  
দিকে তাকাল। ‘রাফায়েল’ নামের একজন লোকের কল।

আহমদ মুসা মোবাইলটা ধরল ওপারের কথা শোনার জন্যে।  
ওদিক থেকে রাফায়েলই সম্ভবত পাগলের মত চিৎকার করছে,  
‘সারজেই গ্যারিক কথা বলছ না কেন? ওদিকের খবর কি? গোলাগুলি  
কেন? গ্যারিক কি হলো, কথা বল, কথা বল...।’

একটু থেমেই রাফায়েল নামক লোকটি পাশের কাউকে বলল,  
‘ব্যাপারটা খুবই বিদ্যুটে লোভেন। কল ওপেন হলো, অথচ কেউ কথা  
বলছে না। চল আমরা ওদিকে এগোই।’

উভয়ে একটা কষ্ট বলল, ‘কিছুই যখন জানা যাচ্ছে না, তখন সামনে  
এগিয়ে দেখাই দরকার। হতে পারে কল ওপেন করলেও কথা বলার  
পর্যায়ে নেই সে। তাদের সাহায্যে এগোনো দরকার আমাদের।’

আবার রাফায়েলের গলা শোনা গেল। বলল, ‘তাদের সাথে গোলাগুলি  
কারা করল। ওরা যদি সবাই মরে গিয়ে থাকে, তাহলে কার এমন সাহস  
হতে পারে যে গুলি চালাতে যাবে! দিভিনের লোকদের এমন সাহস কোন  
দিন হয়নি!\*

‘চলুন আমরা এগোই !’ বলল একটা নতুন গলা ।

‘হ্যাঁ, এগোতেই হবে । চল !’ বলল রাফায়েল ।

ওদিকের কথা থেমে গেল ।

‘তাহলে ওরা এদিকে আসছে ।’ মনে মনে বলল আহমদ মুসা ।

আহমদ মুসা আবার দ্রুত সরে এল এরদেলানের কাছে । তাকে উচু একটা পাথরের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেল । বলল, ‘এরদেলান রিডিং তোমার বন্ধ হয়নি । বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে । আমাদের আরও কিছুটা সময় এদিকে অপেক্ষা করতে হবে ।’

আহমদ মুসা এরদেলানের শার্ট ছিঁড়ে ফেলল । জ্যাকেটের পকেট থেকে এক খণ্ড ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ বের করল । দ্রুত রক্ত মুছে নিয়ে ব্যান্ডেজটা আটকে দিল এরদেলানের আহত জায়গাটায় । বলল আহমদ মুসা এরদেলানকে, ‘তুমি এখানে থাক । আমি ওদিকে দেখছি । ওদের আরও লোক আছে কিনা ।’

‘স্যার, তখন ঐভাবে আমার কথা বলে ওঠা ঠিক হয়নি ।’ এরদেলান বলল ।

‘এসব নিয়ে ভেব না । যা ঘটবার তাই ঘটেছে । সব সময় আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে ।’ বলে আহমদ মুসা ওদিকে ফিরল ।

ফিরেই দেখতে পেল তিনটি স্টেনগান তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে । স্টেনগানের পেছনে তিনজন ওরা যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে ।

ওরা আহমদ মুসার দেখে পড়ার সাথে সাথে সে চোখের পলকে গড়িয়ে চিৎ হয়েই পা দুটা আকাশের দিকে তুলে সামনের দিকে ছুড়ে দিল । তার দেহটা শূন্যে একবার সম্পূর্ণ পাক খেয়ে আবার চিৎ হলো এবং তার ছুটে চলা পা দুটা প্রচণ্ড গতিতে আঘাত করল পাশাপাশি দাঁড়ানো দু'জনকে । ওদের দু'জনের দেহ পেছন দিকে ছিটকে পড়ল । তৃতীয় জন তখনও বিমৃঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে ।

আহমদ মুসার দেহও পড়ল গিয়ে মাটিতে। দেহটা মাটিতে পড়ার  
সময়ই আহমদ মুসা তার ডান হাতের রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ল দাঁড়িয়ে  
থাকা লোকটিকে।

তৃতীয় লোকটি তখন দেড় গজ দু'গজের মধ্যে, মাথাটা তার আহমদ  
মুসার পড়ত দেহ থেকে ৪৫ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে। সুতরাং আহমদ  
মুসার নিষ্কিপ্ত গুলি লোকটার কঠনালির পাশ দিয়ে গিয়ে মাথা এফোঁড়  
ওফোঁড় করে দিল।

আহমদ মুসার দেহ যেমনটা মাটিতে পড়েছিল, তেমনটাই পড়ে  
থাকল।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি সামনে প্রসারিত, ওরা দু'জন যেখানে  
পড়েছিল সেদিকে। তার রিভলবারও সেদিকেই তাক করা আছে।

লোক দু'টি ছিটকে পড়ার সময় তাদের হাত থেকে স্টেনগানও ছুটে  
গিয়েছিল। ওরা মাটিতে পড়েই উঠে বসেছিল এবং পকেট থেকে বের  
করছিল টেবিলটেনিস বলের মত গোলাকার বস্ত।

আহমদ মুসাকে শোয়া অবস্থা থেকে উঠতে না দেখে ওরা আশান্তিত  
হয়েছিল যে, হয়তো আহমদ মুসা মারাত্মকভাবে আহত কিংবা সংজ্ঞা  
হারিয়ে ফেলেছে। এ কারণে সংগে সংগে ওরা বোমা ছুঁড়েনি।

কিন্তু ওরা আহমদ মুসার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল উদ্যত  
রিভলবার।

চোখের পলকেই ওদের হাত উপরে উঠেছিল এবং হাতের বোমা  
ছুঁতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা এই সময়েরই অপেক্ষা করছিল। তার রিভলবার থেকে  
জোড়া গুলি বেরিয়ে গেল লোক দুটির উদ্দেশ্যে। তাদের হাত থেকে বোমা  
দু'টি খসে পড়ল। তাদের দেহ পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। এগোলো এ তিনজনের দিকে। দাঁড়াল  
গিয়ে ওদের তিনজনের লাশের সামনে। মনে মনে বলল, এদেরই একজন  
রাফায়েল। তিনজনের পকেট সার্চ করল সে। কাগজপত্র কিছু পেল না।

পেল তিনটি মোবাইল, তিনটি মানিব্যাগ, তিনটি রিভলবার। মানিব্যাগ  
ওদের পকেটে রেখে দিয়ে তিনটি মোবাইল ও তিনটি রিভলবার পকেটে  
পুরল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতেই দেখল এরদেলান পেছনে দাঁড়িয়ে  
রয়েছে।

‘পাশের পাথরটায় বসা এরদেলান। আমরা এখানে দশ মিনিট  
অপেক্ষা করব। তারপর তোমাদের বাসার দিকে যাব।’

বলে আহমদ মুসা আরেকটা পাথরের উপর বসল।

আহত কাঁধের বাহটা চেপে ধরে এরদেলান পাশের পাথরে বসল।

বসেই বলল, ‘স্যার, একটা কথা, আপনি তিনটি উদ্যত স্টেনগানের  
মুখ যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তখন যদি গুলি হতো।’

‘গুলি হবে না বলেই তো ঝাঁপ দিয়েছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেমন করে বুবালেন?’ এরদেলান বলল।

‘ওরা তিনজন স্টেনগানধারী হওয়ায় এবং আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায়  
পাওয়ায় তাদের আভাস এতটাই ছিল যে, আমাকে দেখামাত্র  
আক্রমণের তারা প্রয়োজন দেখেন। তৎক্ষণাৎ আমি ভাবলাম যখন আমি  
ওদের উপর হঠাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তখন ওরা কিছু সময়ের জন্যে বিশ্রাম  
হয়ে পড়বে। সেই সুযোগে আমিই প্রথমে আক্রমণে যেতে পারব। এই  
সব বিবেচনা আমার সামনে ছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এত বিবেচনার জন্যে সময় কোথায় পেলেন আপনি?’ এরদেলান  
বলল।

‘আল্লাহর দেয়া মস্তিষ্কের ক্ষমতা যে কত তা বিজ্ঞান নিরূপণ করতে  
পারেন। মৃহূর্তে এই মাথা ভয়ানক সব জটিলতার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত  
দিতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা এরদেলানকে বলল, ‘তুমি হাঁটতে  
পারবে?’

‘পারব। কেন?’ এরদেলান বলল।

‘তোমাকে বাড়িতে যেতে হবে। ওরা নিশ্চয় বাড়িতে এসেছে।  
এদিকের গোলাগুলির শব্দ সবার কানে গেছে। সবাই নিশ্চয় উৎকর্ষার  
রধ্যে আছে। তুমি সবাইকে নিশ্চিত থাকতে বলো। আর একটা কথা,  
ত্রিফা বেফিনের কোন খৌজ নিতে পার কিমা দেখ?’

‘কি খৌজ স্যার।’ এরদেলান বলল।

‘রাতে তিনি কেমন ছিলেন, রাতে অ্যাটেনডেন্ট হিসাবে কেউ তার  
কাছে ছিল কিনা? ইত্যাদি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আংকেল তো নেই। আমি তার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে পারি  
স্যার।’ বলল এরদেলান।

‘আমি বাড়ি গিয়ে মোবাইল নিয়ে তাকে টেলিফোন করবো স্যার।’  
এরদেলান বলল।

এরদেলান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘স্যার, আপনি কি আরও  
কিছুক্ষণ এখানে থাকবেন? শক্রু কেউ এদিকে আছে বলে সন্দেহ  
করছেন?’

‘ঠিক সন্দেহ নয় এরদেলান, একটু সাবধানতা অবলম্বন করছি। আর  
একটু এখানে থেকে যেতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আছে স্যার। আমি চলছি। আশ্চর্য হাফেজ।’ এরদেলান বলল।  
চলে গেল এরদেলান।

আহমদ মুসা হামাগুড়ি দিয়ে সড়কের পাশে পৌছল। একটা পাথরের  
আড়ালে বসল সে, যেখান থেকে উত্তর দিকে সড়কের অনেক দূর পর্যন্ত  
দেখা যায়।

পকেট থেকে রাফায়েলের মোবাইলটা বের করল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা ভাবছিল, রাফায়েল নেতা গোছের কেউ হবে। সেই তো  
টেলিফোনে তার লোকদের খৌজ নিছিল। তারপর রাফায়েলরাই তো  
কেট এসেছে তাদের লোকদের খৌজ-খবর নিতে বা উদ্ধার করার জন্যে।  
আহমদ মুসার মোবাইল কললিস্টে পাওয়া যাবে তারা অপারেশনে এসে কার বা  
তাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। আহমদ মুসার প্রয়োজন লোকাল কারও

নাম। দিভিন এলাকার কার সাথে তাদের যোগাযোগ আছে, এটা জানা  
খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাফায়েলের কললিস্ট ওপেন করতেই প্রথমেই ত্রিফা বেফ্রিনের নাম  
পেয়ে গেল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা খুব বিস্মিত হলো না। তার  
সন্দেহ পাকাপোক্ত হওয়ায় সে বরং খুশিই হলো। দিভিনে শক্রদের একটা  
লিঙ্ক পাওয়া গেল। কললিস্ট পরীক্ষা করে আহমদ মুসা দেখতে পেল,  
গত পৌনে এক ঘন্টার মধ্যে রাফায়েল ও ত্রিফা বেফ্রিনের মধ্যে দুইবার  
যোগাযোগ হয়েছে। তাদের মধ্যে কি কথা হয়েছে তা জানা না গেলেও  
যোগাযোগের ব্যাপারটা প্রমাণ হিসাবে মূল্যবান।

রাফায়েলের মোবাইলটা আহমদ মুসা পকেটে পুরে পাথরের আড়ানে  
বসেই ফজরের নামাজ পড়ে নিল।

নামাজ পড়ে উঠে আহমদ মুসা সড়ক বরাবর উত্তর দিকে তাকাল  
কিছু দূরে এই সড়কের পশ্চিম পাশে ত্রিফা বেফ্রিনদের বাড়ি।

ত্রিফা বেফ্রিনদের বাড়ি যাবে কিনা, ভাবতে লাগল আহমদ মুসা।  
এদিকে এত ঘটনা ঘটছে, রাফায়েলরা মারা গেছে! অবশ্যই তার ঘূমিয়ে  
থাকার কথা নয়। কি করছে সে? দিভিন নিরোধী ষড়যন্ত্রের সাথে সে  
কতটা জড়িত? দিভিনবাসী হয়ে কেন সে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেবে? তার  
কি অন্য কোন পরিচয় আছে? ত্রিফার বাড়িতে যাবার কথাই অবশ্যে চিন্তা  
করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় দেখল কে একজন উত্তর  
দিকের রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছে।

রাতের অন্ধকার আর নেই। পুবের আকাশ একদম ফর্সা হয়ে গেছে  
চারদিকের সবকিছু এখন দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, একজন তরুণী ছুটে আসছে সড়ক দিয়ে  
পরনে তার রাতের পোষাক। মাত্র একটা ওড়না জড়ানো মাথায়। ছুটিং  
আর পেছনে তাকাচ্ছিল সে।

তরুণীটি আহমদ মুসা বরাবর এসে পড়েছে।

আতঙ্কের দিভিন উপত্যকা ৬৬

উন্নর দিক থেকে একটা গাড়ির শব্দ পেল আহমদ মুসা। তাকাল  
সেদিকে। দেখল আহমদ মুসা একটা গাড়ি তীরবেগে ছুটে আসছে।

গাড়ির দিকে চোখ পড়তেই তরংণীটি আরও জোরে ছুটার চেষ্টা করল।  
কিন্তু গাড়িটি পাগলের মত ছুটে এসে তরংণীটিকে ওভারটেক করে  
তরংণীটির পথ রোধ করে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে দ্রুত নামল একজন মহিলা।

মহিলাটি ত্রিফা বেফিন, দেখেই চিনতে পারল আহমদ মুসা। তার  
হাতে ব্যান্ডেজ। এই অবস্থায়ও সে গাড়ি চালিয়ে এসেছে! তরংণীটি কে?  
তার মেয়ে?

আহমদ মুসা যে পাথরের আড়ালে বসে রয়েছে, সেখান থেকে ওরা  
খুব কাছেই বলা যায়।

ত্রিফা বেফিন গাড়ি থেকে নেমেই বলল তরংণীটিকে, ‘শিন সেনগার  
গাড়িতে উঠ’।

‘না আমাকে সরদারের ওখানে যেতে হবে। আমি যাব।’ বলল  
জোরের সাথে শিন সেনগার।

‘তোমাকে অনেক বুঝিয়েছি। আর নয়। তিনি পর্যন্ত গুনব, এর মধ্যে  
গাড়িতে উঠবে। না উঠলে আমার মেয়ে বলে কেউ দুনিয়াতে থাকবে না।’  
বলল ত্রিফা বেফিন। কঠোর তার কঠ।

আহত হাতেই রিভলবার উঠে এসেছে ত্রিফা বেফিনের। শিন সেনগার  
লক্ষ্ম উঠে এল তার রিভলবার। ‘এক...’ গুনতে শুরু করল ত্রিফা  
বেফিন।

তীষ্ণ ধাঁধায় পড়েছে আহমদ মুসা। কি নিয়ে মেয়ের সাথে বিরোধ!  
তার কারণে নিজ হাতে মেয়েকে হত্যা করবে? এর অর্থ, হয় মেয়ে তার  
কথা শুনবে, না হয় মেয়েকে মরতে হবে। কেন? মেয়ে কি তার বিপদের  
কারণ? কি বিপদ? মেয়ের কাছে কি তার পরিচয় ধরা পড়ে গেছে?

আহমদ মুসার চিন্তা আর এগোতে পারল না।

গুলছে ত্রিফা বেফিন। তার কঠে ‘তিন’ শব্দ উচ্চারিত হবার সংগে  
সংগে শিন সেনগারের চিঙ্কার করে বলল, ‘তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পার  
মা, তবে আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না।’

শিন সেনগারের কথা শেষ করার আগেই ত্রিফা বেফিনের তর্জুনি  
রিভলবারের ট্রিগারের উপর চেপে বসতে শুরু করেছিল।

আহমদ মুসা ত্রিফার আঙুলের উপর নজর রেখেছিল। তার গুলি করা  
নিশ্চিত হবার সংগে সংগেই আহমদ মুসার রিভলবার গর্জন করে উঠল।

ত্রিফার হাত আহত হয়েছিল আগেই। এবার আহমদ মুসার টার্গেট  
ছিল ত্রিফার হাতের রিভলবার।

আহমদ মুসার রিভলবারের গুলি ত্রিফার রিভলবারে লাগায় তার গুলি  
লক্ষ্যষ্ট হয়ে গেল। গুলিটা শিন সেনগারের বাম বাহুর কিছুটা ছাঁয়ে বেরিয়ে  
গেল। আর্তনাদ করে উঠে শিন সেনগার ডান হাত দিয়ে বাম বাহু চেপে  
ধরেছিল।

আহমদ মুসা গুলি করেই দৌড়ে গেল ওদের কাছে। দাঁড়াল গিয়ে  
ত্রিফা বেফিনের সামনে। বলল, ‘মিসেস ত্রিফা আপনাদের কি হলো?  
আপনার মেয়েকে সামান্য কারণে হত্যা করছিলেন কেন?’

আহমদ মুসার দিকে তাকাল ত্রিফা বেফিন। তার দু'চোখে আগুন।  
কিন্তু কিছু বলল না। তাকাল আবার শিন সেনগারের দিকে। বলল, ‘তুমি  
বাসায় যাবে কিনা শিন সেনগার? আমার শয়ারটা ভালো নয়।’

‘না মা, আমি এখন যাব না। সরদার আসতি আওয়াতের ওখানে  
আমার যেতে হবে। তারপর বাসায় ফিরব মা।’ শিন সেনগার বলল।

‘না আগে বাসায় ফিরবে। এস।’ বলল ত্রিফা বেফিন।  
‘মিসেস ত্রিফা বেফিন, আপনার মেয়ে ফিরছে তো একটু পরেই।  
যেতে দিন ওকে সরদার সাহেবের বাড়িতে। চলুন আমি আপনাকে  
আপনার বাড়িতে পৌছে দেব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আবার আগুনে দৃষ্টিতে ত্রিফা বেফিন আহমদ মুসার দিকে তাকাল।  
বলল, ‘আপনি কে? আমাদের মধ্যে আসছেন কোন্ অধিকারে? আপনিই

তো এর আগে আমার হাতে গুলি করেছেন। এখন আবার গুলি করলেন।  
কিছুক্ষণ আগে এখানে দশ বারোজন আমেনীয় মানুষ নিহত হয়েছে।  
তাদের হত্যা তাহলে আপনিই করেছেন। আপনাকে বিশ্বাস করব কেন?’

‘আমাকে অবাক করলেন মিসেস ত্রিফা বেফ্রিন। যদি মেরে থাকি,  
তাহলে আপনার ও দিভিনের শক্রকে মেরেছি। আপনার তো আমাকে  
আরও বেশি বিশ্বাস করা দরকার।’ আহমদ মুসা বলল।

ত্রিফা বেফ্রিন কোন জবাব দিল না। তাকাল শিন সেনগারের দিকে।  
ঠিক সে সময়েই শিন সেনগার বলল, ‘মা আমি চললাম।’

বলে চলা শুরু করল শিন সেনগার।

ত্রিফা বেফ্রিন ‘শিন সেনগার’ চিংকার করে উঠল এবং সেই সাথে  
গলার চেনের লকেটটা কামড়ে ধরল।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে চেন ধরে টাল দিয়ে মুখ থেকে লকেটটা বের  
করতে চাইল। কিন্তু হলো না। চেনটা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল।

ত্রিফা বেফ্রিনের দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

শিন সেনগার ছুটে এল মায়ের কাছে। বলল, ‘কি হলো মায়ের?’

আহমদ মুসা বলে পড়ে ত্রিফা বেফ্রিনের নাড়ী পরীক্ষা করছিল। মাঝে  
তুলে তাকাল সে শিন সেনগারের দিকে। বলল, ‘স্যারি শিন সেনগার।  
তোমার মা আর নেই। উনি গলার লকেটে লুকিয়ে রাখা পটাশিয়াম  
সায়নাইড খেয়েছেন।’

শিন সেনগার চিংকার করে মায়ের লাশের উপর আছড়ে পড়ল।

সকাল হয়ে গেছে। সরদার আসতি আওয়াতের বাসা থেকে সবাই এল  
সেখানে। প্রথমে এসেছিল ইভা নারিন।

এরদেলানের কাছ থেকে আগের খবর সবাই তারা জেনেছিল। শিন  
সেনগার ও ত্রিপা বেফ্রিনের ঘটনাও তারা জানল।

সব বিষয় থানায় জানাবার নির্দেশ দিল আহমদ মুসা ।  
চুটল কয়েকজন থানার দিকে ।  
অবশিষ্টরা বসে অপেক্ষা করতে লাগল পুলিশের ।

### ৩

দিভিনের সরদার আসতি আওয়াতের স্তীর লাশ দাফন করে মসজিদে  
জোহরের নামাজ পড়ে সবাই এসে বসেছে আসতি আওয়াতের  
বৈঠকখানায় ।

দিভিনের প্রধান শাইখ ও প্রধান জুমআ মসজিদের ইমাম আব্দুল হক  
আল মাদানী আল আজহারীসহ দিভিনের অন্য মসজিদের ইমামরাও  
এসেছেন । এসেছেন দিভিনের সব সমাজপ্রধান । তাদের সবাইকে  
দাওয়াত করেছেন সরদার আসতি আওয়াত ।

‘আহমদ মুসা ও ইভা নারিন তখনও আসেননি । আহমদ মুসা মসজিদ  
থেকে এসে তার কামে গেছেন ।

‘সরদার সাহেব আমি মেঢ়ি থেকে সকালে এসে পৌছেছি । এসেই সব  
শুনলাম । বিশ পঁচিশজনের মত লোক নিহত হয়েছে গত রাতেই । তাদের  
কেউ নাকি দিভিনের নয় । যিনি মেরেছেন তিনি দিভিনের নন । একজন  
লোক এতজনকে মারলেন কি করে? থানা কি বলছে এসব নিয়ে? শুনলাম  
দিভিনের গুরুত্বপূর্ণ একজন মোহাম্মাদ বেহেজের স্তীও নাকি মারা পড়েছে  
তাঁর হাতে । আমি কিছু বুঝতে পারছি না । এমনিতেই আমাদের দিভিন  
বিপদগ্রস্ত । এসব নিয়ে কি ঘটতে যাচ্ছে, সেটা চিন্তার বিষয় ।’ বলল  
শাইখ আব্দুল হক আল মাদানী । শাইখের বয়স তিরিশের বেশি নয় ।

‘চিন্তার বিষয় অবশ্যই শাইখ । কিন্তু জনাব, যা ঘটেছে তা ঘটাই  
ছিল । কারো কিছুই করার ছিল না ।’

বলে সরদার আসতি আওয়াত গত সন্ধ্যারাতে দিভিনের কঢ়িগিরি  
কেন্দ্রের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে শুরু করে রাতে দশ-বারোজন সশস্ত্র  
আক্রমণকারীর আক্রমণ, জীবন বিধ্বংসী গ্যাস বোমার আক্রমণ এবং  
ভোর রাতে পুনরায় শক্রদের আগমন বিষয়ে সংক্ষেপে সবকিছু জানিয়ে  
বললেন, ‘লোকটি আল্লাহর ফেরেশতা হিসাবে এসেছেন। তিনি না এলে  
শক্রদের হয়তো একজন লোকও মরত না, কিন্তু আমাদের কত লোক  
মরা যেত জানি না।’

‘সরদার সাহেব, আপনি যা বললেন তা অবশ্যই সত্য এবং ঘটনা যা  
ঘটেছে তাও সত্য। কিন্তু সবকিছু অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এমন মানুষ  
কোথাকে এল। আর বাড়িতে গ্যাস বোমা ফেলা হবে, সেটা আন্দাজ  
করলেন কিভাবে? ম্যাডাম ত্রিফা বেফ্রিনের টেলিফোন এবং গ্যাস মাস্ক  
হারিয়ে যাওয়া থেকে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু তিনি  
বলেছেন এবং ঘটনাও ঘটেছে। বাড়ির সব ছাগল, ভেড়া ও ঘোড়ার মৃত্যু  
প্রমাণ করে কতটা ভয়াবহ ছিল গ্যাস বোমা। আপনাদের সবার একই  
অবস্থা হতো, যদি তার কথা শুনে আপনারা সরে না যেতেন। তবে আমি  
মনে করি বেহেজ সাহেবের স্তুর মৃত্যুর ব্যাপারটা ভালো করে দেখা  
দরকার।’ বলল, শাইখ আব্দুল হক।

‘হ্যাঁ, মুহতারাম শাইখ। ম্যাডাম ত্রিফা বেফ্রিনের মেয়ে সিন সেনগার  
সবকিছু জানেন এবং দেখেছেন। তার কাছ থেকেও সব জানা যাবে।’  
বলল সরদার আসতি আওয়াত।

সরদার আসতি আওয়াতের কথার শেষ দিকে এরদেলান, আহমদ  
নেবেজ, শেগল আহমদ মুসা ও ইত্তা নারিনকে নিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ  
করল।

শাইখ আব্দুল হক সরদার আসতি আওয়াতের দিকে তাকিয়েছিল।  
কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসারা তাদের সামনে চলে গিয়েছিল।

একটা বিশেষ সোফায় বসেছিলেন আসতি আওয়াত। তাঁর পাশে  
আরেকটি বিশেষ সোফা সেট করা হয়েছিল শাইখের জন্যে। এ দু'টি

সোফা ছিল পাশাপাশি। এই দুই সোফা থেকে একটু ব্যবধানে সরদার আসতি আওয়াতের বাম পাশে একটা সোফা নির্দিষ্ট ছিল আহমদ মুসার জন্যে। আর শাইখের বাম পাশে একটু ব্যবধানে বসেছিলেন দিভিনের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি এবং দিভিনের সাবেক সরদার অ্যালান ফারহাদ। অন্যরা বসেছিলেন সবাই সামনে। ইভা নারিনের জায়গা হয়েছিল শেপজ ও শিন সেনগারের সাথে।

সরদার আসতি আওয়াতকে সামনের দিকে চোখ ফেরাতে দেখে শাইখ আব্দুল হকও তাকাল সামনে। চোখ পড়ল আহমদ মুসার উপর। ভূত দেখার মত চমকে উঠে দাঁড়াল শাইখ আব্দুল হক।

আরেকটু ভালো করে দেখেই শাইখ আব্দুল হক এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে। সালাম দেয়ার সাথে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাঢ়িয়ে দিয়ে বলল, ‘স্যার আপনি? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? কিভাবে সন্তুষ্ট আপনি দিভিনে?’

আহমদ মুসা সালাম নিয়ে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘আপনি ভুল দেখছেন কি না, তা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমি জনাবকে চিনতে পারলাম না।’

‘আপনি আমাকে দেখেননি, চিনবেনও না স্যার আমাকে। মদীনা শরীফে এক অনুষ্ঠানে আপনাকে আমি দেখেছি। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মসজিদে নববীর কর্মচারী-কর্মকর্তারা আপনাকে সম্মর্ধনা দিয়েছিল। চীফ গেস্ট ছিলেন মদীনার গভর্নর। গভর্নরের পাশে আপনি বসেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।’

বলেই শাইখ আব্দুল হক আহমদ মুসাকে টেনে নিয়ে নিজের আসনে বসাল। পাশে দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এমন এক মহান ভাইয়ের দেখা আমরা পেয়েছি, যার দেখা পাওয়া, হ্যান্ডশেক করা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। আরেকটা কথা আমি বলছি, আল্লাহ আমাদের দিভিনের দুঃখের দিনের শেষ করেছেন।’

বলে শাইখ আব্দুল হক সামনে অন্য কয়েকজন ইমামের পাশে গিয়ে  
বসলেন।

সরদার আসতি আওয়াতসহ সকলের চোরে মুখে বিস্ময়! তারা  
একবার তাকাছে আহমদ মুসার দিকে, আবার তাকাছে শাইখ আব্দুল  
হক আল মাদানীর দিকে। শাইখের বয়স বেশি নয়, কিন্তু জ্ঞান, বিদ্যা ও  
আমলে প্রবীণ। তিনি শুধু আর্মেনিয়া অঞ্চলে নন, আরব বিশ্বেও  
বিশেষভাবে সমানিত। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে তার অভিমতকে  
উচ্চমূল্য দেয়া যায়। সেই শাইখ অতিথিকে স্যার বলছেন, তাকে নিজের  
আসন ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে এসেছেন মানে শুরুর জন্য ছাত্র যা করে।

সরদার আসতি আওয়াত শাইখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মুহতারাম  
শাইখ, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি দয়া করে বলুন আমাদের  
অতিথির কি পরিচয় আপনি জানেন।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মুহতারাম সরদার আসতি  
আওয়াত, উনি যা বলবেন, সেটা আমিই বলছি।’

শাইখ আব্দুল হক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘স্যার স্যার, আমি জানতাম  
না যে, আপনি আপনার পরিচয় গোপন রাখতে চান। আমি মনে করি,  
আপনি যা চাইবেন তার মধ্যে নিশ্চয় আল্লাহ সবার কল্যাণ রেখেছেন।  
আপনার পরিচয় বলার দরকার নেই।’

‘ধন্যবাদ মুহতারাম শাইখ! আপনি এবং উপস্থিত সবাইকে বলছি,  
আমার পরিচয় গোপন করার কারণ হলো, শক্তকে অঙ্কারে রাখা, কম  
ঝামেলায় শক্তকে খুঁজে বের করার সুযোগ নেয়া এবং দিভিনকে বাড়তি  
বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা। আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে  
দিভিনের জন্যে কাজ করা আমার জন্যে কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এই  
ধরনের অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে নাম গোপন রেখে কাজ করতে হয়।  
এখানেও তাই করেছি।’ বলে একটু থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই উঠে দাঁড়াল শিন সেনগার। বলল, ‘মুহতারাম  
সরদার আমি কিছু বলতে চাই, অনুমতি পেলে।’

‘নিশ্চয় বল মা’  
সেই সাথে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এ আমাদের মোহাম্মদ  
বেহেজ ও রিফা বেহিরের একমাত্র মেয়ে। নাম শিন সেনগার’  
আবার শিন সেনগারের দিকে ফিরে ‘তাকাল সবদার আশুতি  
আওয়াত। বলল, ‘বল মা’

‘মুহাম্মদ স্যার, আপনার সব পরিচয় শুনেরা জেনে পেছে।  
আপনাকে অপ্রতিরোধ্য বিশ্বাস বলে মনে করে ওরা। আপনার অবস্থান  
জানতে পারার পর আপনাকে মারার জন্মেই ওরা বিবাহ গ্যাস আঞ্চলিক  
করেছিল। মরেছেন কিনা, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল না। একদিকে  
‘সন্ধান জানা, অন্যদিকে বেঁচে থাকলে অতর্কিং হামলায় আপনাকে ইত্যার  
জন্মে তোর রাতেই পরপর দুটি অভিযান তারা চালিয়েছিল। ওদের আশা  
ছিল গত রাতটাই হবে আপনার শেষ রাত। আপনি সোজা আমেরিকা  
থেকে এখানে এসেছেন এবং রাবেতা আসমে আল ইসলামী এবং  
ওআইসি দিভিনকে সাহায্যের জন্মে আপনাকে তেকে এসেছেন, এবংও  
তারা জেনে গেছে।’ ধামল শিন সেনগার।

‘তুমি তাদের এ বিষয়গুলো কি করে জানলে?’ বলল আতঙ্কস মুসা।  
‘আমার মায়ের সাথে ওদের আলোচনা আমি আঢ়ি পেতে শুনেছি আজ  
তোর রাতে।’ শিন সেনগার বলল।

‘আলোচনায় আর কি শুনেছ? তোমার মা ও ওদের সম্পর্কে আর কি  
জানতে পেরেছ?’

‘আমার মা জন্মগত খৃস্টান অথবা কন্তারটোত খৃস্টান ছিলেন। তাঁর  
যোগাযোগ ছিল সেন্ট সেমভেসের সাথে। ওরা দ্রাক আর্মেনিয়ান  
‘চাইগার’-এর কর্মাত্তা ছিল। ওদের অপারেশন কমান্ডার গ্যাসিক লেভেল  
আপনাকে অটিকাতে ব্যর্থ হয়েছে। তার ভাই একজন জেনারেল। সেও  
আপনার হাতে নিহত হয়েছে। এই কথাগুলোই আমার মনে আছে।’ শিন  
সেনগার বলল।

‘শিন সেনগার, যা জানার তুমি সবই জানিয়েছ। ধন্যবাদ তোমাকে।  
তুমি মূল্যবান তথ্য আমাদের দিয়েছ। যড়যন্ত্রটা এখন আমার কাছে  
পরিষ্কার।’ বলল আহমদ মুসা।

তাকাল আহমদ মুসা ইভা নারিনের দিকে। বলল, ‘ঠিক কিনা মিস  
ইভা নারিন?’

‘ঠিক বলেছেন।’ সন্দেহটাই সত্য প্রমাণ হলো। শিন সেনগার  
আমাদের কাজ অনেক কমিয়ে দিয়েছে। ধন্যবাদ শিন সেনগার।’ ইভা  
নারিন বলল।

‘শিন সেনগার, তুমি সরদার সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটছিলে কেন?’  
বলল আহমদ মুসা।

‘আমি এরদেলানের খোঁজে আসছিলাম। তাকে কিংবা যাকেই পাব  
আমি যা জেনেছি তাকে তা জানাতে চেয়েছিলাম। মা এটা হতে দিতে  
চাচ্ছিল না। স্যার, আপনি না এসে পড়লে মা আমাকে গুলি করে মেরে  
ফেলত। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।’

‘আমাকে যা বললে কাউকে বলেছ?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

শিন সেনগার একটু মাথা নিচু করল। বলল, ‘এরদেলানকে সব কথা  
বলেছি।’

আহমদ মুসার মুখে অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল,  
ঠিক আছে শিন সেনগার। আচ্ছা, বল তো তুমি তোমার মাকে খৃস্টান  
বলছ কেন?’

‘মা ওদের সাথে কথা শেষ করে বলেছিলেন, ‘খ্রিস্ট আমাদের রক্ষা  
করছন।’ এই কথা একজন খৃস্টান ছাড়া কোন মুসলমানের পক্ষে বলা সম্ভব  
নয়।’ শিন সেনগার বলল।

‘ধন্যবাদ শিন সেনগার।’

বলেই তাকাল আহমদ মুসা সরদার আসতি আওয়াতের দিকে। বলল,  
‘মোহাম্মাদ বেহেজের স্ত্রী খৃস্টান, তিনি শক্তি পক্ষের একজন এটা কি করে  
সম্ভব?’

‘হতেও পারে। এ আলোচনা পরে করা যাবে জনাব।’ বলল আসতি  
আওয়াত।

‘হাজার শোকর আল্লাহ তায়ালার কাছে। গত রাত এখন এক  
ঐতিহাসিক রাত, যখন দিভিন প্রথমবারের মত শক্রকে কঠিন একটা  
আঘাত হানতে পেরেছে। যার সবটা কৃতিত্ব আল্লাহর পরে আমাদের  
সম্মানিত মেহমানের উপর বর্তায়। কিন্তু সম্মানিত মেহমানের নামটাও  
আমাদের জানা হয়নি। মুহতারাম শাইখ তার সম্পর্কে যা বলেছেন,  
তারপর তার নাম না জেনে থাকতে পারছি না।’ দিভিনের সাবেক প্রধান  
এবং দিভিনের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিত্ব অ্যালন ফরহাদ বলল।

‘শিন সেনগার, তোমার মা এবং দিভিনের শক্ররা কি আমার নাম  
বলেছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘নাম বলেছে স্যার। আমি বুঝেছি, আপনার নামই তারা বলেছে।’  
শিন সেনগার বলল।

‘নামটা বল। শক্ররা যদি নামটা জেনেই থাকে, তাহলে তা গোপন  
রাখার প্রয়োজন নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা নামটা বলেছে ‘আহমদ মুসা।’ শিন সেনগার বলল।

নামটা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে সকলের দৃষ্টি গিয়ে আছড়ে পড়ল  
আহমদ মুসার মুখের ওপর।

চোখ দু’টি বিক্ষারিত হয়ে উঠেছে সরদার আসতি আওয়াতের। সোজা  
হয়ে বসেছে ইভা নারিন। একরাশ রক্তিম উজ্জ্বলতা বাঁপিয়ে পড়েছে তার  
চোখে-মুখে। শেপল, এরদেলান, আহমদ নেবেজদের চোখে-মুখে  
রাজ্যের বিস্ময় এবং তা আনন্দে টাইটমুর।

সরদার আসতি আওয়াত উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, ‘আমি আল্লাহর  
অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। পরম দয়ালু আল্লাহ আর্মেনিয়ার সন্তানদের  
প্রতি খুবই সদয়। এর আগে আমাদের পরম সম্মানিত মেহমান আহমদ  
মুসা দুইবার আর্মেনিয়ায় এসেছেন। দুই সংকট থেকে আর্মেনিয়ার  
মুসলমানদের বাঁচিয়েছেন। আবার তাকে স্বাগত জানাবার পরম সৌভাগ্য

আদ্বাহ দিভিনবাসীকে দিলেন। আমরা আমাদের মূহতারাম ভাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবার দিভিনবাসীর জীবন থেকে আদ্বাহ কাল রাতের অবসান ঘটাবেন আশা করছি।'

সরদার আসতি আওয়াত কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে এসে তার চেয়ারে বসে পড়ল।

আসতি আওয়াত বসে পড়ার সাথে সাথে চারদিক থেকে আননকগুলো কঠ কথা বলে উঠল। মানা রকম প্রশ্ন আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে।

'আমার সম্পর্কে কোন প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। যা জেনেছেন যেটে। আমি আমেনিয়ায় নতুন নই।'

একটু থামল আহমদ মুসা। কথা শুরু করল আবার, 'আমাদের বেশ কিছু জরুরি কাজ বাকি আছে।'

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে থেমেছিল। সেই ফাঁকে স্বয়ং আসতি আওয়াত বলল, 'ম্যাডামের পরিচয় কিন্তু জানা হয়নি।'

আমি তাঁর পরিচয় আপনাদের জানাব জনাব।' বলল আহমদ মুসা।

আবার একটু থামল আহমদ মুসা। একটু ভাবল। বলল, 'জরুরি তিনটা কাজ— এক. এখনি কাউকে শিন সেনগারের সাথে ত্রিফা বেফ্রিনের বাড়িতে পাঠিয়ে তার পার্সোনাল কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল এবং তার পার্সোনাল ফাইল সরিয়ে আনতে হবে। দেরি হয়ে গেছে। দরকার ছিল এটা সংগে সংগেই করা। দুই. শক্রদের এক বা একাধিক লোক দিভিনে থাকতে পারে। এ বিষয়ে সাবধান থাকা। তিনি দিভিনের এন্ট্রাঙ্গগুলোতে গোপনে পাহারা বসানো। শক্রদের পরবর্তী আঘাত কি হবে আমরা জানি না। সতর্ক থাকতে হবে।'

সরদার আসতি আওয়াত কিছু বলতে যাচ্ছিল। বলা হলো না। একটা বিফোরণের শব্দ এল উত্তর দিক থেকে। আহমদ মুসাসহ সবাই উৎকর্ণ হলো।

আহমদ নেবেজ ও শেপল উঠে দাঁড়িয়েছে বাইরে বেরোবার জন্যে।

একজন দৌড়ে প্রবেশ করল বৈঠকখানায়। বলল, ‘বিষ্ণোরণ  
মোহাম্মদ বেহেজ সাহেবের বাসায় ঘটেছে।’

‘আমাদের বাসায়?’ বলে উঠে দাঁড়াল শিন সেনগার। দ্রুত মোবাইলে  
একটা কল করল।

ওপার থেকে কল ধরলে ও বলল, ‘আমি শিন সেনগার, কি ঘটেছে  
বাড়িতে?’

ওপার থেকে কথা শুনে বলল। ‘তোমরা সবাই এখন বাড়ির বাইরে?  
আমি আসছি।’

কল অফ করে দিয়ে বলল আহমদ মুসার দিকে লক্ষ করে, ‘স্যার,  
বিষ্ণোরণে আমার বাবা ও মায়ের ঘর পুড়ে গেছে। মুখোশধারী  
করেকজন লোক অন্ত্রের মুখে বাড়ির কর্মী কয়েকজনকে আটক করে  
রেখে বাবা ও মায়ের ঘর থেকে কিছু জিনিস নিয়ে ঘর দু'টি পুড়িয়ে  
দিয়েছে। আগুন দেয়ার পর ঘর দুটির পুড়ে যাওয় নিশ্চিত করে ওরা চলে  
গেছে।’

‘কোন দিকে গেছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘স্যারি, এটা আমি জিজ্ঞাসা করিনি। শিন সেনগার বলল।

‘ঠিক আছে তুমি যাও। শেপল তোমার সাথে যাবে।’ বলল আহমদ  
মুসা।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমি আসছি।’

বলে শিন সেনগার শেপলের সাথে চলতে শুরু করল।

‘জনাব আপনি বলতে বলতেই ঘটনা ঘটে গেল।’ বলল আসতি  
আওয়াত।

‘তারা আরও আগে এ ঘটনা ঘটানোর কথা। তারা এই চিন্তা অবশ্যই  
করে থাকবে যে, আমরা তো সকালে গিয়ে ত্রিফার ঘর সার্চ করতে পারি।  
তারা দেরি করল কেন? সম্ভবত আশেপাশে তাদের আর সে রকম লোক  
ছিল না। বাইরে থেকে লোক আনতে হয়েছে। কিন্তু আমরা বাড়ি সার্চ  
করিনি, সেটা তারা জানতে পারল কি করে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘দিভিন থেকে নিশ্চয় তারা জেনেছে যে বাড়িটা সার্ট করা হয়নি,  
কেউ যায়নি সেখানে। এই রিপোর্ট তারা কন্টিনিউআসলি পেয়েছে  
আমার ধারণা।’ বলল ইভা নারিন।

‘তাহলে ওদের এক বা একাধিক লোক এদিকে আছে।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল সরদার আসতি আওয়াতের দিকে।  
বলল, ‘মোহাম্মাদ বেহেজের খবর কি?’

‘উনি সকালেই টেলিফোন করেছিলেন। বাড়ির লোকদের কাছে  
টেলিফোন করে উনি সবকিছু জেনেছেন। মেয়ে কোথায় জিজ্ঞাসা করে  
মেরেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন তাড়াতাড়ি। আমি মনে  
করেছিলাম বেহেজ বাড়িতে একা আছেন সে যাক। কিন্তু বেহেজ যখন  
বললেন তার কাছে সবকিছু না জেনে মেয়েকে কোথাও যেতে দেয়া যাবে  
না, তখন মেয়েকে আর পাঠাইনি। এদিকে আমার স্তৰীর দাফন শেষ  
হয়েছে, এই সময় তার আবার টেলিফোন পেয়েছিলাম। মেয়ের কথা  
জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন মেয়েকে ছাড়া কাউকে যেন  
বাড়িতে চুকতে না দেয়া হয়, আমি না আসা পর্যন্ত পুলিশকেও নয়।  
আমি বলেছিলাম, নিরাপত্তার কথা ভেবে তার মেয়েকে একা বাড়িতে  
পাঠানো হয়নি। দেখা যাক, পুলিশ কি বলে সেটা শুনে নিরাপত্তার একটা  
ব্যবস্থা করে তাকে পাঠাব। আর বলেছিলাম, বেহেজ বাড়িতে ফিরলে  
পরে যা সিদ্ধান্ত হয় তা করা হবে।’ সরদার আসতি আওয়াত বলল।

‘ঘটনা সম্পর্কে তিনি বিশদ জানতে চাননি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না, জিজ্ঞাসা করেননি। মনে হলো তিনি সব জানেন। বাড়িতে  
টেলিফোন করে আগেই সব জেনে নিয়েছেন।’ সরদার আসতি আওয়াত  
বলল।

আহমদ মুসার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন আবার এসে জমা হলো।  
বাড়ির কর্মশৈলির লোকেরাই তো সব জানার কথা নয়, তারা জানাল কি  
করে? সকালেই তিনি মেয়েকে বাড়িতে পাঠাতে চাচ্ছিলেন কেন?  
মুখোশধারীদের অপারেশনের সময় সে থাকলে নির্বাত মারা পড়ত। সে

আসার আগে দিভিনের কেউ কিংবা পুলিশ তার বাড়িতে চুক্ত তা তিনি  
চাহিছেন না কেন?

আহমদ মুসা প্রশ্নগুলো সরদারের কাছে তুলতে চাইল না। একটা  
নাম-পরিচয়হীন সন্দেহ তার মনে প্রবলভাবে মাথা তুলতে চাচ্ছে।

‘আচ্ছা জনাব, ত্রিফা বেফ্রিন সম্পর্কে কিছু কথা আছে বলেছিলেন,  
সেটা কি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভালোই হলো, শিন সেনগার নেই। কথাগুলো তার না শোনাই  
ভালো। ত্রিফা বেফ্রিন দিভিনের বৎশধারার মেয়ে নয়। সে জর্জিয়ার এক  
মুসলিম পরিবারের মেয়ে। আমাদের মোহাম্মাদ বেহেজ আর্মেনিয়ার  
গোয়েন্দা বিভাগে যোগ দেয়ার কিছু দিন পর অসুস্থ হয়ে পড়লে  
ইয়েরেভেনের এক হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। সেই  
হাসপাতালের একজন নার্স হিসাবে ত্রিফা বেফ্রিন অন্য হাসপাতাল থেকে  
ট্রান্সফার হয়ে আসে এবং মোহাম্মাদ বেহেজের নার্স ছিল সে। ত্রিফা র  
আর্মেনিয়ায় ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় ছিল না, তার উপর সে মুসলিম মেয়ে।  
অনেকটাই অসহায় অবস্থা তার। এক পর্যায়ে মোহাম্মাদ বেহেজ তাকে  
বিয়ে করে ফেলেন। বছর খানেক পরে মোহাম্মাদ বেহেজের চাকরি চলে  
যায় মুসলিম হওয়ার কারণে। সে দিভিনে ফিরে আসে। এক সময় তার  
গোয়েন্দা ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্যে তাকে দিভিনের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া  
হয়।’

থামল সরদার আসতি আওয়াত।

‘জর্জিয়ার সেই মুসলিম পরিবারে ত্রিফার যোগাযোগ ছিল কিংবা  
আপনাদের কারো তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল?’ বলল  
আহমদ মুসা।

‘ত্রিফা কিংবা কারো সাথে জর্জিয়ার তার পরিবারের যোগাযোগ ছিল  
বা হয়েছিল, এ ধরনের কোন কথা আমার কানে আসেনি। তবে ত্রিফা  
কোন কোন সময় ইয়েরেভেন কিংবা অন্য কোনও স্থানে কয়েকদিনের  
জন্যে যেত। কিন্তু ত্রিফা যে তার পিতার পরিবারে যেত, এমন কথা  
আতঙ্কের দিভিন উপত্যকা ৮০

মোহাম্মদ বেহেজও কোনদিন বলেনি।' সরদার আসতি আওয়াত  
বলল।

'ত্রিফা বেক্রিন তো কুর্দি নাম। নার্স হিসাবে তার এটাই কি নাম  
ছিল?' বলল আহমদ মুসা।

'না তার নাম ছিল 'আশিরা ইফরাত'। সে নামটা বদলে কুর্দি নাম  
'ত্রিফা বেক্রিন' রাখা হয়।

'কিন্তু জনাব জর্জিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে তো এমন নাম প্রচলিত  
নেই!' বলল আহমদ মুসা।

'হয়তো তারা কেউ পুরোপুরি একটা আরবী নাম রেখেছে, প্রচলিত  
ধারার বাইরে গিয়ে।'

'জনাব নামের শব্দগুলো আরবীর মত শোনালেও শব্দগুলো আরবী  
নয়, পুরোপুরিই হিন্দু, ইহুদিদের প্রাচীন ধরনের নাম।'

সরদার আসতি আওয়াত সোজা হয়ে বসল। বলল, 'সত্যি এটা হিন্দু  
নাম? তাহলে শিন সেনগার তো ঠিকই বলেছে, তার মা মুসলমান নয়।  
কিন্তু সে যা বলল তাতে তার মা খস্টান। নাম তো দেখছি ইহুদি!'

'মুসলমানদের বিরক্তে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একশ্রেণির মতলববাজ  
ইহুদি খস্টান হয়ে থাকে। ত্রিফা বেক্রিনের ক্ষেত্রে নিশ্চয় এটাই ঘটেছে।'  
বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ জনাব আপনাকে। এসব আমাদের মাথায় আসতো না  
কোনভাবেই। এখন আমাদের কি করণীয়, সেটাই ভাবতে হবে।'  
সরদার আসতি আওয়াত বলল।

'সেটা তো ভাবতেই হবে। মোহাম্মদ বেহেজের বাড়িতে বিফোরণ  
থ্যাপ করছে, ওরা বসে নেই, বসে থাকবে না। তবে এখন উঠা যাক।  
কিছু কাজ আছে। পরে আবার বসা যাবে।'

সবাইকে সালাম ও ধন্যবাদ দিয়ে সরদার আসতি আওয়াত উঠে  
দাঁড়াল।

তার সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল।

এশার নামাজ পড়ে এসে শয়ে পড়ল আহমদ মুসা। সারাদিন নানান কাজে, নানান ঘুরাঘুরিতে বিশ্বামের কোন সুযোগ হয়নি তার। ত্রিফা বেফিনের বাড়িতে যাওয়া ছাড়াও গোটা দিভিন সে ঘুরে বেড়িয়েছে। সাথে ছিল ইত্তা নারিন, আহমদ নেবেজ, শেপল এবং মসজিদের ইমাম শাইখ আন্দুল হক। অধিকাংশ বাড়ির নাম-পরিচয়ও জানার চেষ্টা করেছে আহমদ মুসা। বিশাল এলাকা দিভিন। অনেক পরিশ্রম হয়েছে ঘুরতে। ইত্তা নারিন ও শেপল কয়েকবার গাড়ি থেকে নামতেই চায়নি ক্লান্তির কথা বলে। খুশি হয়েছে আহমদ মুসা। দিভিন সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা সে লাভ করেছে। আরেকটা বড় কাজ হয়েছে। আহমদ মুসা সরদার আসতি আওয়াতকে বলেছিল, দিভিনের উল্লেখযোগ্য সব লোকের টেলিফোন নাম্বার এবং তাদের জন্মস্থান আজকের মধ্যে তাকে দেবার জন্যে। বিকেলেই সেটা হাতে পেয়েছে আহমদ মুসা। কয়েক হাজার লোকের জন্মস্থান ও টেলিফোন নাম্বার। বিকেলেই তালিকায় চোখ বুলিয়েছে আহমদ মুসা।

রাফায়েলের মোবাইলের কল লিস্টে যে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছে, সেই নাম্বারটাও এ তালিকাতে আছে। রাফায়েল ত্রিফা বেফিনের সাথে কথা বলার পর এই টেলিফোন নাম্বারেও কথা বলেছে প্রায় ৫ মিনিট সময় নিয়ে। আহমদ মুসার সন্দেহ সত্য প্রমাণ হয়েছে। কয়েক হাজার লোকের জন্মস্থানের মধ্যে মাত্র একজনের জন্মস্থানই শুধু আর্মেনিয়ার বাইরে। ইরানে। এ লোকটিই ঐ টেলিফোন নাম্বারের মালিক। সন্দেহ এতে আরও পাকাপোক হয়েছে আহমদ মুসার। খুশি হওয়ার সাথে সাথে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। ত্রিফা বেফিন এবং তার স্বামী মোহাম্মাদ বেহেজ

দু'জনকেই দেখা যাচ্ছে একই ষড়য়ঙ্গের সাথে যুক্ত থাকতে। আগেই জানা গেছে ত্রিফা বেফ্রিন দিভিনের মেয়ে নয়। এমনকি এ বংশেরও নয়। কিন্তু মোহাম্মাদ বেহেজের বিষয়টা কি? ইরানে জন্ম হলেই যে এই বংশের হবে না, তা তো নয়। এ সম্পর্কে জানতে হবে। তবে সে যে শক্রপঙ্কের সাথে যুক্ত আছে সে বিষয়ে সন্দেহ আর থাকল না। আজ সকালে ত্রিফার বাড়িতে মোহাম্মাদ বেহেজের সাথে আহমদ মুসার দেখা হয়েছে। সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানালেও তার আনন্দের আড়ালে ছিল জমাট অঙ্ককার। সেটা তার চোখ-মুখের চেহারা দেখেই বুঝা গেছে। আহমদ মুসা তাকে জিজাসা করেছিল তার স্ত্রী সম্পর্কে। কখনো স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ করার মত বা তাকে প্রশ্ন করার মত কিছু সে দেখেছে কিনা। সে বলেছে, কখনই কিছু সে আঁচ করতে পারেনি। সে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে, সে দিভিনের নিরাপত্তা প্রধান, আর তার বাড়িতেই শক্র লুকিয়েছিল! এটা ঠিক বাধের ঘরে ঘোগের বাসার মত। আহমদ মুসা তাকে জিজাসা করেছিল, আপনি আসার আগে আপনাদের ঘরে কাউকে চুক্তে নিষেধ করেছিলেন কেন?

‘শুরুত্বপূর্ণ দলিল ও কাগজপত্র হারিয়ে যেতে বা নষ্ট হতে পারে বলে।’ বলেছিল মোহাম্মাদ বেহেজ।

‘কিন্তু এখন তো সবই শেষ হয়ে গেছে মোহাম্মাদ বেহেজ?’ আহমদ মুসা বলেছিল।

‘আমি যা রোধ করতে চেয়েছিলাম, সেটাই ঘটেছে।’ বলেছিল মোহাম্মাদ বেহেজ।

আহমদ মুসা কোন উত্তর দেয়নি। ‘কে জানে, হয়তো আপনি এটাই চেয়েছিলেন।’ সন্দেহ বশেই মনে মনে আহমদ মুসা এটা বলেছিল। সেই সন্দেহ এখন পাকাপোক হয়েছে। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। রাত দশটা। মিটিং শুরু হতে আর আধাঘণ্টা বাকি। এ মিটিং ডাকার জন্যে মোহাম্মাদ বেহেজ অনুরোধ আতঙ্কের দিভিন উপত্যকা ৮৩

করেছে সরদার আসতি আওয়াতকে । এ মিটিং-এ ডাকা হয়েছে দিভিনের উল্লেখযোগ্য সবাইকে । দিভিনের নিরাপত্তা নিয়ে এখানে আলোচনা হবে এবং নিরাপত্তার নানান বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে । আহমদ মুসা সরদার আসতি আওয়াতকে বলেছিল, নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনা এত দোককে নিয়ে হ্যানা । যারা সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে দায়িত্বশীল, তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্যে উপযুক্তদের মধ্যে দায়িত্ব বটন করে দিতে পারে । সরদার আসতি আওয়াত আহমদ মুসার সাথে একমত হয়ে বলেছে, এটাই ঠিক । তবে মিটিং যখন ডাকা হয়েছে, তখন মিটিংটা হয়ে যাক । পরিস্থিতির উপর মানুষকে একটা ব্রিফিং দিয়ে দিলেই চলবে । কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হবে না । সরদার দুঃখ প্রকাশ করে এও বলেছে, ‘আহমদ মুসাকে না জানিয়ে এটা করা তার ঠিক হয়নি । ভবিষ্যতে আর এমন হবে না । আহমদ মুসা আর কথা না বাঢ়িয়ে বলেছে— ঠিক আছে, ডাকা যখন হয়েছে তখন মিটিং হয়েই যাক ।

আহমদ মুসা পাশ ফিরল । নতুন করে আরেকটা ভাবনা তার মাথায় এল । মোহাম্মাদ-বেহেজ এ ধরনের বিশাল মিটিং ডাকার জন্য অনুরোধ করল কেন? তার তৎপরতা শো করার জন্যে, না অন্য কিছু রয়েছে তার মাথায়! কি থাকতে পারে?

আহমদ মুসার দরজায় নক হলো ।

দ্বিতীয়বার নক হতেই আহমদ মুসা বুঝল, ইভা নারিন নক করছে ।

‘এস ইভা নারিন! ’ বলল আহমদ মুসা ।

আহমদ মুসা ইভা নারিনকে সম্মোধনে ‘তুমি’তে নেমে এসেছে এবং তা ইভা নারিনের অনুরোধেই ।

আহমদ মুসার পরিচয় প্রকাশ হওয়ার পর ইভা নারিন আহমদ মুসাকে বলেছে, ‘আর তো আমাকে ‘আপনি’ বললে আমি মানব না । আমরা যারা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করি, শুধু আর্মেনিয়ার নয় গোটা দুনিয়ার, তারা অনেকেই আপনার মুখোমুখি হওয়াকে ভয় করে । আবার অনেকে আপনাকে ভালোবাসে । যারা আপনাকে ভয় করে,

তাদেরও অনেকে আপনাকে ভালোবাসে এই জন্যে যে, এ পর্যন্ত  
আপনার যত কাজ সবই ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, কল্যাণের  
পক্ষে। আরেকটি বিষয় হলো, আপনার সব কাজই নিঃস্বার্থ, ব্যক্তিগত  
কোন স্বার্থ তাতে জড়িত নেই। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, ব্যক্তিগত না  
হলেও জাতির স্বার্থে আপনি কাজ করেন। যেখানে মুসলমানদের  
বিপদ সেখানেই আপনি ছুটে যান। এ অভিযোগেরও জবাব পায়  
তারা। জাতি হিসাবে মুসলমানরা সত্যই মজলুম। উপনিবেশিক শাসন  
থেকে মুক্ত হবার পর তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগেই একবার  
ঠাভায়ুক্ত তারা পিট হয়েছে। আবার ঠাভায়ুক্ত শেষ হবার পর লিখাস  
ফেলার আগেই মুসলমানরা জাতিগত বৈরিতার শিকার। পূর্ব-পশ্চিম,  
উত্তর-দক্ষিণের কিছু ষড়যন্ত্র তাদের জাতিগত স্বার্থে মুসলমানদের  
জাতিগত উত্থানকে পিষে ফেলতে বন্ধপরিকর। এই সংকটে আহমদ  
মুসা মুসলমানদের যে সাহায্য করেছে, তাকে মুসলমানদের পক্ষে না  
বলে, মজলুমের পক্ষে বলাই যুক্তিসংগত। যদি খৃষ্টান; ইহুদিরাও  
এমন মজলুম হয়, তাহলে আহমদ মুসা নিশ্চয় তাদের সাহায্যেও ছুটে  
যাবেন। এর বড় প্রমাণ আহমদ মুসা কোন জালেম মুসলমানের  
সাহায্যে এখনো যায়নি।'

ইভা নারিন এক নিশ্চাসে কথাগুলো বলে একটু স্নান হেসেছিল।  
বলেছিল, ‘গোয়েন্দারা যারা আপনার কাজকে ভালোবাসে, তাদের মধ্যে  
আমি একজন এবং সেটা গোয়েন্দা বিভাগে সক্রিয় হবার আগে থেকেই।  
ক'দিন থেকে আপনার কাজ দেখে আমার মনে হচ্ছিল, তাহলে দ্বিতীয়  
আহমদ মুসা দুনিয়াতে আছে। মনটা আমার খারাপ হয়েছিল। যখন  
জানলাম আপনিই আহমদ মুসা, তখন মনটা আনন্দে ভরে গিয়েছিল।  
সুতরাং আমি আহমদ মুসার ভক্ত একজন গোয়েন্দা কর্মী ছাড়া আর কিছু  
নই। আমাকে আপনি ‘আপনি’ বলবেন না প্রিজ।’

‘বিষয়টা পারস্পরিক হওয়া প্রয়োজন। তাহলে তুমি ও আমাকে ‘তুমি’  
বলতে হয়।’ আহমদ মুসা বলেছিল।

‘না, তা হয় না। আপনি কিছু না হলেও বয়সে বড়। সুতরাং আপনি  
আমাকে ‘তুমি’ বলতে পারেন। আমি সেটা বলব কোন অধিকারে? সে  
রকম কোন অধিকার আমার নেই।’ বলেছিল ইভা নারিন। তার মুখ হঠাৎ  
স্নান হয়ে গিয়েছিল। কঠিও অনেকটা শুক্ষ।

আহমদ মুসা ইভা নারিনের স্নান মুখ ও শুক্ষ কঠের অর্থ কিছুটা আঁচ  
করতে পেরে বিষয়টাকে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার জন্যে বলেছিল,  
পরিচয়ও মানুষকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বাঁধে এবং ‘তুমি’র সম্পর্কে তারা  
নেমে আসে।

‘একটু হেসেছিল ইভা নারিন। বলেছিল, সন্মাট ও সাধারণের মধ্যে  
বন্ধুত্ব হয় না। তাদের মধ্যকার দূরত্ব টপ আর বটমের মত।’

‘ইভা নারিন, এ ক’দিনে তাহলে আমি প্রমাণ করেছি, আমি সন্মাট আর  
তুমি সাধারণ।

‘ওটা উদাহরণের কথা। ক’দিনে অন্তত একথা প্রমাণ হয়ে গেছে  
সংঘাত মোকাবেলা ও গোয়েন্দা কর্মে আপনি শিক্ষক আর আমি ছাত্রের  
মত। এ সম্পর্কটা ভক্তি ও সম্মানের। মাফ করবেন, কোন আকাশকুসুম  
কথা এটা নয়। এ সম্পর্কেই আমাকে খুশি থাকতে দিন।’

আহমদ মুসা আর কথা বাড়ায়নি। অন্য প্রসংগে চলে গিয়েছিল সে।  
আহমদ মুসা অনুমতি দেয়ার সংগে সংগেই ইভা নারিন দরজা ঠেলে  
ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরে ঢুকেই ইভা নারিন ঠেলে দরজা বন্ধ করে দিল।

‘আবার দরজার প্রতি অবিচার করছ ইভা নারিন। দরজা খোলা থাক।  
বলল আহমদ মুসা।

হেসে উঠল ইভা নারিন। বলল, ‘স্যারি, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করাই  
আমাদের অভ্যাস। তাই বারবার ভুল হয়।’ দরজা খুলে দিল ইভা  
নারিন এবং বলল, ‘কিন্তু বলুন তো, আমরা এ কয়দিনে একে অপরকে  
যতটুকু চিনেছি, তাতে কারো প্রতি কি অনাস্থা বা ভয়ের কোন সুযোগ  
আছে?’

‘আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, এটা ভয় বা অনাস্থার বিষয় নয়, এটা একটা নীতির বিষয়। মানুষের যিনি স্রষ্টা, তিনিই এ বিধান দিয়েছেন তার রাসূল স.-এর মাধ্যমে। এ বিধান মানব কি মানব না, এটাই নীতিগত প্রশ্ন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘প্রত্যেক আইনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে। স্রষ্টার এই বিধানেরও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। সেটা কি অনাস্থা বা ভয়ের বিষয় নয়?’ ইভা নারিন বলল।

‘স্রষ্টার ক্ষেত্রে তার সৃষ্টির ব্যাপারে ‘অনাস্থা’ ও ‘ভয়’ শব্দের প্রয়োগ মানায় না, সংগত এবং সত্যও নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ নারী ও পুরুষকে জন্মগত কিছু ফেতরাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন ফেতরাতের কিছু দারি আছে। সে দাবি প্রতিরোধ্য ও অপ্রতিরোধ্য দুই-ই হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে শয়তান, যে মানুষের ক্ষতি করতে, পথভ্রষ্ট করতে সব সময় সচেষ্ট, কুমক্ষণা দিয়ে সেই দাবিকে অপ্রতিরোধ্য করে যেকোন সময় পারে অঘটন ঘটাতে। সেই সুযোগ যাতে শয়তান না পায়, এজন্যেই এমন সব বিধানের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝালাম, এটা সাধারণভাবে সকলের জন্যে প্রযোজ্য একটা সাবধানতা বা প্রতিরোধ্যমূলক বিধান। ধন্যবাদ।’

বলে সোফায় নড়ে-চড়ে বসল ইভা নারিন।

‘কিছুক্ষণ পরেই তো মিটিং। ওদিকে না গিয়ে এদিকে যখন এসেছে, কিছু বলবে নিশ্চয়ই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি মিটিংটা চাইছিলেন না কেন?’ ইভা নারিন বলল।

‘হ্যা, সরদার আসতি আওয়াতকে এটা বলেছিলাম। কিন্তু তুমি জানলে কি করে? তুমি তো সেখানে ছিলে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘শেপল আমাকে এটা বলেছে। আপনি বলার পর তার বাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার মনেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।’ ইভা নারিন বলল।

‘সকলকে নিয়ে মোহাম্মদ বেহেজ এধরনের মিটিং-এর অনুরোধ কেন করেছে, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কয়েকটা কারণে মোহাম্মদ বেহেজ সন্দেহের তালিকায়। সে জন্মেই  
কি? দিভিনের নিরাপত্তা প্রধান হিসেবে এতবড় ঘটনার পর সবাইকে নিয়ে  
একটা মিটিং ডাকার অনুরোধ সে করতেই পারে।’ ইভা নারিন বলল।

‘আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেছে ইভা নারিন। সে সন্দেহের তালিকায় নয়  
এখন। সে দিভিনের নিশ্চিত শক্তি।’ বলেই বেহেজের জনস্থান ও টেলিফোন  
নাম্বার মিলে যাবার বিষয়টা ইভা নারিনকে জানল আহমদ মুসা।

উদ্বেগে হৈয়ে গেল ইভা নারিনের মুখ। বলল, ‘তাহলে এ মিটিং  
মোহাম্মদ বেহেজ কেন ডাকল? আপনি জোর দিয়ে মিটিং বন্ধ করলেন  
না কেন?’

‘আমি শুধু মিটিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি সরদার আসতি আওয়াতের কাছে।  
মিটিং বন্ধ করতে আমি চাইনি। মিটিং থেকে মোহাম্মদ বেহেজ কি পেতে  
চায়, সেটা আমি দেখতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি চাইতে পারে?’ জিজ্ঞাসা ইভা নারিনের।

‘সেটাই এখন জানার চেষ্টা করতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বাবা আমাকে সন্ক্ষয় টেলিফোন করেছিলেন। বললেন, ‘য্যাক  
আমেরিকান টাইগার’-এর একটা মেসেজ গোয়েন্দা বিভাগ ডিকোড  
করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ‘আমাদের TA-এর যতগুলো ডট নিউ  
ডেভিল মুছে দিয়েছে, তার কয়েক হাজারগুণ ডট ডিভি থেকে আমাদের  
মুছে ফেলতে হবে। আমাদের পরবর্তী কাজ হলো নিউ ডেভিলকে দেশ  
থেকে একদম মুছে ফেলা। ইতিমধ্যে তাকে মুছে ফেলার কাজ শুরু  
হয়েছে। আগামী কালের সূর্যোদয়ের আগে এর বাস্তবায়ন অবশ্যই হতে  
হবে।’ এই মেসেজের ব্যাখ্যায় বাবা ও বলেছে, আমিও বলছি, এই  
নির্দেশটা দিভিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই।’ ইভা নারিন বলল।

‘তাই হবে। TA-এর অর্থ নিশ্চয় ‘টাইগার আর্মেনিয়ান।’ ডট অর্থ  
মানুষ। আর ডিভি অর্থ দিভিন।’

বলে আহমদ মুসা তার মাথা একটু নিচু করল। তার চোখে-মুখে  
গভীর ভাবনার ছাপ। ভাবতে গিয়ে আঁতকে উঠল আহমদ মুসা। এটা তো-

গণহত্যার পরিকল্পনা । মনের এ কথাটা একটু উচ্চকর্তৃত হয়ে গেল ।  
শুনতে পেল ইভা নারিন ।

‘একে আপনি গণহত্যার পরিকল্পনা বলছেন? কেন?’ ইভা নারিন  
বলল ।

‘তুমি তোমার আবার মেসেজটা আরও একবার ভালো করে পড় ।’  
বলল আহমদ মুসা ।

মেসেজটিতে আবার চোখ বুলাল ইভা নারিন । তাকাল আহমদ মুসার  
দিকে । বলল, ‘হ্যাঁ, দশঙ্গ ডট মুছে ফেলার অর্থ তো এটাই । কিন্তু এটা  
কখন, কিভাবে? তবে সে নির্দেশনাটা এই মুহূর্তের জন্যেও হতে পারে,  
আবার একদিন দুইদিন পরেও হতে পারে । সবচেয়ে খারাপটাই ধরে নিতে  
হবে আমাদের ।’ বলল আহমদ মুসা ।

‘তার মানে নির্দেশটা তাংক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, আপনি  
মনে করছেন?’ ইভা নারিন বলল ।

‘এটাই ধরে নিতে হবে ।’ বলল আহমদ মুসা ।

ইভা নারিনের চোখে-মুখে কিছুটা উদ্বেগ নেমে এল । বলল,  
‘তাংক্ষণিক এই আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে কিভাবে আসবে? এর আগে  
ওরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণও করেছে, বিশাঙ্ক গ্যাস বোমাও ফেলেছে,  
এবার কি ঘটবে?’

‘বাইরে থেকে আক্রমণ করে ওরা লাভ করতে পারেনি । এবার ওরা  
নতুন কিছু ভাবার কথা ।’ বলল আহমদ মুসা ।

‘আসন্ন মিটিংটা তো ভেতরের ব্যাপার । ডেকেছেনও শক্তির লোক ।  
ওটা নিয়েই কি কিছু ভাবছেন?’ ইভা নারিন বলল ।

‘হ্যাঁ, এ বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলাম ইভা নারিন । তারা কি করবে, কি  
করতে পারে, এটাই ভাবনার বিষয় ।’

একটু থামল আহমদ মুসা । আবার দ্রুতই বলে উঠল, ‘শিন সেনগার  
এখন বাড়িতে নিশ্চয়? মিটিং-এ আমন্ত্রিতদের তালিকায় তার নাম  
দেখিনি । ইভা নারিন তাকে একটা কল করত ।’

‘আচ্ছা।’ বলে মোবাইল হাতে নিয়ে কল করল ইত্তা নারিন। ওপার  
থেকে শিন সেনগারের গলা পেতেই ইত্তা নারিন বলল, ‘তুমি আহমদ মুসা  
স্যারের সাথে কথা বল।’

‘স্যার আমার সাথে কথা বলবেন? সৌভাগ্য আমার! দিন তাকে।’  
আহমদ মুসা মোবাইল হাতে নিয়ে সালাম দিয়ে বলল, ‘শিন সেনগার  
তুমি মিটিং-এ আসছ তো?’

‘আমাকে তো সরদার বলেননি।’ শিন সেনগার বলল।  
‘তার পক্ষ থেকে আমি তোমাকে দাওয়াত করছি। তুমি কিছু ঘটনার  
প্রত্যক্ষদর্শী। তোমার আসা প্রয়োজন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আছে স্যার, আমি আসছি।’ শিন সেনগার বলল।  
‘তোমার বাবা কি বেরিয়েছেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।  
‘এই তো ক’মিনিট আগেই তিনি বেরিয়েছেন।’ শিন সেনগার বলল।  
‘একা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘জি, একা?’ শিন সেনগার বলল।  
‘বিকেলে বা সন্ধ্যার পরে তোমাদের ওখানে কেউ যায়নি?’ বলল  
আহমদ মুসা।

‘কেউ কি আসার কথা ছিল? তেমন তো কেউ আসেনি! তবে দিভিনের  
দু’জন এসেছিল। একজন সন্ধ্যার আগে, অন্যজন আবরা যাবার কিছুক্ষণ  
আগে।’

‘কারা তারা?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘বিকেলে যে এসেছিল, বাইরের চতুর থেকে বাবার সাথে কথা বলেই  
সে চলে গিয়েছিল। দিতীয়জন সন্ধ্যার পরে বাবার কক্ষে এসেছিল।  
দিতীয়জনকে আমি দেখেছি। বাবার টিমের সদস্য। নাম হেদি হোয়ারি।’  
শিন সেনগার বলল।

‘তোমার বাবার শোবার ঘরে তার টিমের সদস্যরা আসেন?’ জিজ্ঞাসা  
আহমদ মুসার।

‘এমনটা কোন দিন দেখিনি। মি. হেদি হোয়ারি কোন প্রকার জানান  
দেয়া ছাড়াই বাড়িতে চুকেছিলেন এবং বাবার অনুমতি না নিয়েই তার ঘরে  
প্রবেশ করেছিলেন।’ শিন সেনগার বলল

‘তার ইঁটার ধরনটা কি দ্রুত ছিল, না স্বাভাবিক ছিল।’ বলল আহমদ  
মুসা।

‘নিঃশব্দ ও দ্রুত ছিল।’ শিন সেনগার বলল।

‘আশেপাশে তিনি তাকিয়েছিলেন কি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাকাননি। সামনে স্থির চোখ রেখে হন হন করে গিয়ে চুকেছে বাবার  
কক্ষ। কিন্তু স্যার, এসব খোঁজ নিচেন কেন? কিছু ঘটেছে স্যার?’ শিন  
সেনগার বলল।

‘কিছু ঘটেনি। আর যাতে না ঘটে সেজন্যে খোঁজখবর নিছি! তুমি  
এসব কথা আর কাউকে বলো না, তোমার বাবাকেও নয়। ধন্যবাদ শিন।  
তুমি এস।’

‘অবশ্যই স্যার। ধন্যবাদ টেলিফোনের জন্যে। আমি আসছি।’ শিন  
সেনগার বলল।

সালাম বিনিময়ের পর তাদের মোবাইল অফ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা কল অফ করতেই ইভা নারিন বলল, ‘কিছু পেলেন বলে  
মনে হচ্ছে?’

‘পেলাম একটা নতুন সন্দেহ। এখন দেখতে হবে, সন্দেহটা সত্য  
পর্যন্ত পৌছায় কিনা।’

একটু থেমেই আহমদ মুসা বলল, ‘আজ দু’ঞ্জন লোক দেখা করতে  
গিয়েছিল মোহাম্মাদ বেহেজের সাথে। তাদের একজনের নাম হেদি  
হোয়ারি। বেশি সন্দেহভাজন এই লোকটিই। দ্বিতীয়জন বাইরে থেকে  
বেহেজের সাথে কথা বলে চলে গেছে। ইভা নারিন, তুমি একটু শেপলকে  
বল খুঁজে দেখতে এই হেদি হোয়ারি মিটিং-এ এসেছে কিনা। না এসে  
থাকলে বাড়ির বাইরে থেকেই তাকে ধরতে হবে। আর এসে থাকলে  
আমাকে জানাও। এখনি তার সাথে আমি কথা বলব।’

ইভা নারিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘মিটিং-এই কি কিছু ঘটতে যাচ্ছে?’

‘আপাতত মিটিং-ই ওদের টার্গেট হতে পারে, যেহেতু মিটিং-এর খোদ আয়োজক ওদের লোক। এ বিষয়টাই নিশ্চিত হতে হবে এবং জানতে হবে কি ঘটতে যাচ্ছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক জনাব। আমি দেখছি।’ বলে বেরিয়ে গেল ইভা নারিন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইভা নারিনের টেলিফোন এল। বলল, ‘হেন্দি হোয়ারি এইমাত্র এসে পৌছল। সে বাইরের বৈঠকখানায় বসে মোহাম্মদ বেহেজের জন্যে অপেক্ষা করছে।

‘ঠিক তোমরা চলে এস। আমি তাকে নিয়ে আসছি।’ আহমদ মুসা উঠল।

মিটিং শুরু হবার আর মাত্র ৫ মিনিট বাকি। এখনি বেহেজ এসে পড়বে।

আহমদ মুসা দ্রুত বাইরের বৈঠকখানায় গিয়ে দেখতে পেল হেন্দি হোয়ারিকে। সেখানে কেউ ছিল না। দু'চার জন যারা এসেছে তারা সরাসরি মিটিংর মে চলে গেছে।

‘হোয়ারি, মোহাম্মদ বেহেজের দেরি হচ্ছে কেন আসতে? জান কিছু?’  
বৈঠকখানায় পৌছেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

হেন্দি হোয়ারি উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, ‘স্যার, উনি এখনি এসে পড়বেন। বলেছিলেন আসার আগে একটু ল্যাবে যাবেন তিনি।’

‘ল্যাবে যাবেন।’ কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করল আহমদ মুসা।  
অজান্তেই মেন তার মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হলো। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন কথা না তুলে আহমদ মুসা। বলল, ‘হোয়ারি তুমি আমার সাথে একটু এস।’

বলে আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল।

নীরবেই হেন্দি হোয়ারি ধরনুসরণ করল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসার কফের সামনে দাঁড়িয়েছিল ইভা নারিন ও শেপল।  
আহমদ মুসাকে হেন্দি হোয়ারিসহ আসতে দেখে ওরা দু'জন চলে যাচ্ছিল।

‘যেও না তোমরা। দরজার সামনে একটু দাঁড়াও। কেউ আসতে চাইলে বলো আমি একটু ব্যস্ত আছি।’ ওদের দু'জনকে লক্ষ করে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা হোয়ারিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা ও হোয়ারি মুখোমুখি সোফায় বসল।

হেদি হোয়ারি সোফায় বসতে ইতস্তত করছিল। আহমদ মুসা তাকে টেনে এনে সোফায় বসিয়ে দিল।

‘হোয়ারি তোমার বাপ-দাদা সবাই দিভিনের তাই ন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘স্যার, আমাদের পরিবার শত শত বছর ধরে দিভিনে। আমর দিভিন পরিবারের একজন।’ হোয়ারি বলল।

‘তুমি দিভিনকে ভালোবাস অবশ্যই?’ বলল আহমদ মুসা।

হেদি হোয়ারি বলল। একটু চুপ থেকে বলল, ‘অবশ্যই ভালোবাসি স্যার।’

‘দিভিন যে আজ বিপদে পড়েছে, এ সম্পর্কে তুমি কি ভাব?’ বলল আহমদ মুসা।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল হোয়ারি। তারপর এদিক-ওদিক তাকাল। বলল, ‘বিপদে ফেলা হয়েছে স্যার।’

মাথা নিচু করল হোয়ারি।

আহমদ মুসা ভাবছিল। বুঝল সে, হোয়ারি ত্রিফা ও বেহেজদের মত নয়। তার ভেতরে একটা অনুত্তাপের আঞ্চন আছে। তার কথা তার আচরণ, সেটাই প্রমাণ করছে।

আহমদ মুসা এবার সরাসরি কথায় এল। বলল, ‘হোয়ারি আজ সন্ধ্যায় তুমি কি নিয়ে বেহেজের কাছে গিয়েছিলে?’

চট করে মুখ তুলে তাকাল হোয়ারি আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার দিকে তার বিক্ষারিত চোখ। মুখে তার কোন কথা নেই।

‘বল হোয়ারি, বেহেজকে কি দিয়ে এসেছ বা খবর দিয়েছ তাকে?’  
বলল আহমদ মুসা।

হোয়ারি তার মুখ নিচু করল মুহূর্তের জন্যে। মুখ তুলেই বলল, ‘একটা  
প্যাকেট পৌছে দিয়েছি।’

‘প্যাকেটে কি ছিল?’ বলল আহমদ মুসা।

‘সেটা জানি না স্যার। তবে প্যাকেটটা খুব বড় নয়। শক্ত,  
বর্ণাকৃতির। খুব সাবধানে আনতে হয়েছে। কোন প্রকার নড়ানো, বাঁকি  
লাগানো নিষেধ ছিল।’ হোয়ারি বলল।

‘প্যাকেট তোমাকে কে দিয়েছিল?’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেউ দেয়নি স্যার। আমাদের দিভিন উপত্যকার বাইরে আরও কিছু  
উভরে কাপান-আগারাক রোডের উপর একটা জীপ গাড়ির সিটের উপর  
প্যাকেটটা ছিল। সেখান থেকে আমি ওটা নিয়ে এসেছি। আমাকে এ  
রকমই নির্দেশ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ বেহেজ স্যার।’

‘বাইরের বৈঠকখানায় তুমি জনাব বেহেজের জন্যে অপেক্ষা করছিলে,  
কিছু নির্দেশ আছে কি তোমার উপর?’

‘আছে স্যার। মিটিং চলাকালে আমাকে এই বৈঠকখানায় অপেক্ষা  
করতে হবে। একটা মোবাইল তিনি আমাকে দিয়ে যাবেন। মিটিং  
চলাকালে সে মোবাইলে একটা মিসকল আসবে। সংগে  
মিটিংর মের দরজায় গিয়ে মোবাইলটি তাকে দেখাতে হবে। মোবাইল  
ধরার জন্যে তিনি বেরিয়ে আসবেন। এটুকুই আমার উপর আদেশ।’

‘ধন্যবাদ হেদি হোয়ারি। তুমি বাইরের বৈঠকখানায় গিয়ে তোমার মত  
করে বসে থাক। আমাদের সাথে যেসব কথা হলো, তা কাউকে তুমি  
বলবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

চোখ তুলল হেদি হোয়ারি। তার চোখ অশ্রুসজল। বলল, ‘স্যার,  
আমি যা করছি, আমি তার বিরক্তদে। যে দিভিনকে ভালোবাসি, সেই  
দিভিনের আমি সর্বনাশ করছি। নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচানোর জন্যে  
এটা আমি করতে বাধ্য হচ্ছি স্যার। তার অবাধ্য হওয়ার কারণে এর  
আগে দুটি পরিবারকে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন।’ কানাজড়িত কণ্ঠ  
হোয়ারির।

‘যাও তোমার আর ভয় নেই। আল্লাহ চাহে তো তোমার কেউ ক্ষতি  
করতে পারবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

সালাম দিয়ে চলে গেল হোয়ারি। ঘরে চুকল ইভা নারিন এবং শেপল।

‘বলল ধন্যবাদ জনাব। বুলেট তো দূরের কথা, একটা ধমকেরও  
ব্যবহার করতে হয়নি আপনাকে। মোজানা কাজই হাসিল করে  
নিয়েছেন।’ ইভা নারিন বলল।

‘আসলে দিভিনের লোকগুলো খুব ভালো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু ত্রিফা বেফিন ও মোহাম্মাদ বেহেজ আংকেলও তো দিভিনের  
লোক?’ শেপল বলল।

‘ত্রিফা ও বেহেজ- কেউই দিভিনের লোক নয়। হঁয় তাদের দিভিনে  
বসানো হয়েছে, নয়তো তারা দিভিনের লোক না হওয়ার কারণে শক্রুরা  
তাদের হাত করতে পেরেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বেহেজ আংকেলও দিভিনের বাইরের লোক?’ শেপল জিজ্ঞাসা করল।

‘পশ্চিম ইরানের ছোট্ট যে শহরে তার জন্ম সেখানে শিয়া মুসলমানদের  
বসবাস খুবই কম। খৃস্টান ও ইহুদিরাই সেখানে মেজরিটি। বেহেজের  
পরিবার সেখান থেকে কোথায় গেল আর যুবক বেহেজ কি করে সে শহর  
থেকে পরিবার ছাড়া হয়ে সরাসরি দিভিনে চলে এল, এ বিষয়টা এখনো  
অদ্বিতীয়।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘থাক এ প্রসঙ্গ। কাজের কথায়  
আসা যাক। হোয়ারির কাছে সব পরিকার হয়ে গেছে। শুধু একটা বিষয়  
অস্পষ্ট রয়ে গেছে। সেটা হলো, যে ধরনের বোমাই হোক, সেটা  
এখনকার কেউ ফাটাবে, না বাইরে থেকে ফাটানো হবে রিমোট  
কন্ট্রোলের মাধ্যমে।’

‘জি, সেটাই বড় প্রশ্ন। মিসকল দিয়ে মোহাম্মাদ বেহেজকে বের করে  
নিয়ে যাওয়া হবে মিটিং থেকে। তারপরই বোমাটা বা বোমাগুলো  
ফাটাবে।’ ইভা নারিন বলল।

আহমদ মুসা ভাবছিল। বলল, ‘ঠিক বলেছ ইভা নারিন। এখন  
আমাদের করণীয় নিয়ে ভাবতে হবে।’

কথা কয়তি বলেই মুখ তুলে আহমদ মুসা তাকাল ইভা নারিনের  
দিকে। বলল, ‘তোমরা যাও। মিটিং-এ যাবার জন্যে রেডি হও। মিটিং  
শুরুর আগেই তোমাকে আরও কিছু কথা বলব ইভা নারিন।’

‘মিটিং-এ কিন্তু লোক এসে গেছে স্যার।’ বলে শেপল ও ইভা নারিন  
আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে ঘরের বাইরে যাবার জন্যে পা বাঢ়াল।

‘ইভা নারিন, এটা কি তোমার প্রথম সালাম?’ পেছন থেকে বলল  
আহমদ মুসা।

ইভা নারিন থমকে দাঁড়াল। পেছন দিকে তাকিয়ে বলল, ‘প্রকাশ্যে  
এটা প্রথমই বটে।’

‘অপ্রকাশ্যে তো সালাম নেই।’ বলুল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।  
‘চর্চা অপ্রকাশ্যে চলতে পারে।’ ইভা নারিন বলল।

ক’দিন থেকে তোমার পোষাকেও পরিবর্তন এসেছে। ফুলহাতা  
ফুলড্রেস, মাথা থেকে গায়ে ওড়না জড়ানো। এটা কি দেখাদেখি ব্যাপার,  
না ‘সালাম’-এর সাথে এরও সম্পর্ক আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘চোখ নয়, মন আমাকে গাইড করে।’ ইভা নারিন বলল।  
‘কন্থ্যাচুলেশন ইভা নারিন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এই কন্থ্যাচুলেশন আপনার প্রাপ্য। অন্য কাউকে যদি দিতে হয়  
তাহলে সেটা প্রাপ্য আমা এলিনার। সে আপনার অঙ্গ ভঙ্গ। আপনি তার  
মডেল। মডেলের ধর্ম তার ধর্ম হয়ে গেছে। বাবা মাকে হাফ কন্ডার্ট  
বানিয়ে ফেলেছে। প্রতিদিনই সে আমার খৌজ নেয়। আমি কি করি  
বলুন?’ ইভা নারিন বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘কিছু করার না পেয়েই কি ইসলাম গ্রহণ  
করেছ?’

‘ওটা আমার একটা উপলক্ষের কথা বলেছি। বলছি না যে,  
কন্থ্যাচুলেশন আপনার প্রাপ্য। হাজার পাতা লেখা, হাজার ঘন্টার  
উপদেশের চাইতে এক ঘন্টার জীবন্ত দৃষ্টান্ত অনেক বেশি শিক্ষা দেয়,  
অনেক বেশি আকর্ষণ করে। যে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমা এলিনাকে অঙ্গভঙ্গ

বানিয়েছে, সে জীবন্ত দৃষ্টান্ত তো আমার সামনেও! আমার মনটা তো ঘৃত  
নয়।'

বলেই ইভা নারিন ঘর থেকে বের হবার জন্যে হাঁটা শুরু করল।

'শেপল সরদার সাহেবকে বলে দিও মিটিং-এ যেতে আমার একটু  
দেরি হবে।' পেছন থেকে শেপলকে লক্ষ করে বলল আহমদ মুসা।

ওরা বেরিয়ে যেতেই সোফায় গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা। রিল্যাক্স  
মুডে এসে মাথাকে নির্ভার চিন্তার সুযোগ দিল। চোখ বন্ধ হয়ে এল  
আহমদ মুসার।

কয়েক মুহূর্ত পর সোজা হয়ে বসল সোফায়। টেলিফোন করল  
আহমদ নেবেজকে। বলল আহমদ মুসা সালাম দিয়ে, 'তুমি কি  
মিটিংরুমে'

'জি হ্যাঁ স্যার।' আহমদ নেবেজ বলল।

'সংক্ষেপে কিছু বল।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার নির্দেশমত মিটিং শুরুর ১ ঘন্টা আগে থেকে আমি পাশের  
রুমে ছিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জনাব মোহাম্মদ বেহেজ মিটিংরুমে  
ঢোকেন। তিনি চেয়ারের স্টেটিং দেখেন। কে কোথায় বসছে, সে নেম  
প্লেটও দেখেন। যারা অডিয়োসের মুখোমুখি বসবেন, নিজের চেয়ারসহ  
তাদের চেয়ারগুলো উল্টে-পাল্টে দেখেন। তাছাড়া সারা হলঘরই তিনি  
ঘুরেন। মাঝে মাঝে কয়েকটি চেয়ারেও তিনি বসেন। কোন কোন চেয়ার  
উল্টে-পাল্টেও দেখেন। পরে বেরিয়ে চলে যান। তিনি চলে যাবার  
আধাঘণ্টা পর জনাব সরদার আসতি আওয়াত এরদেলানকে নিয়ে  
মিটিংরুমে ঢোকেন। একটু ঘুরে ফিরে দেখে ৫ মিনিটের মধ্যেই চলে  
যান। মিটিং-এর নির্দিষ্ট সময়ের ৫ মিনিট আগে জনাব মোহাম্মদ বেহেজ  
আবার আসেন। তার চেয়ারে তিনি কিছুক্ষণ বসে আপনার চেয়ারে আরও  
কিছুক্ষণ বসেন। আবার তিনি ফিরে আসেন নিজের চেয়ারে। ইতিমধ্যে  
মিটিং-এ আমন্ত্রিতদের দু' একজন করে আসা শুরু হয়ে যায়।' দীর্ঘ বক্তব্য  
দিয়ে থামল আহমদ নেবেজ।

‘মিটিংরুমের ভেতরের কাজ তোমার শেষ। এখন বাইরে যাও।  
দেখবে বাইরের বৈঠকখানায় হেদি হোয়ারি বসে আছে। আড়াল থেকে  
তার দিকে চোখ রাখবে। তার কাছে কে যায়, কারা কথা বলে তা লক্ষ  
রাখবে। ম্যাডাম ইভা নারিনের কথামত কাজ করবে।’ পকেটে লোডেড  
রিভল্যুর আছে তো? প্রয়োজনে ওটার ব্যবহারে যেন দেরি না হয়।’ বলল  
আহমদ মুসা।

‘ও,কে স্যার?’ আহমদ নেবেজ বলল  
আহমদ মুসা মোবাইল টেবিলে রেখে মিটিং-এ যাবার জন্যে পোষাক  
পাটে নিল।

আহমদ মুসা তৈরি হয়ে বাইরে এল।  
ঠিক এই সময়েই ইভা নারিন ও শেপল মিটিং-এ যাওয়ার পথে তার  
দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

‘ধন্যবাদ তোমাদের ইভা নারিন। তোমার উপর দায়িত্ব হলো  
মোহাম্মাদ বেহেজ মিটিংরুম থেকে বেরিয়ে কোন মোবাইলেই যেন কথা  
বলতে না পারে এবং হেদি হোয়ারির মোবাইল যেন সে হাতে না পায়।’  
বলল আহমদ মুসা।

‘ওটা কি তাহলে রিমোট কন্ট্রোলও?’ ইভা নারিন বলল।  
‘হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে ডবল রিমোট কন্ট্রোল থাকতে পারে।  
বাইরে থেকেও বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।’

‘তাহলে তো পরিস্থিতি বিপজ্জনক! আমরা কি লোকটিকে এখনি  
আটক করে বোমাগুলো নিন্দ্রিয় করতে পারি না?’ বলল ইভা নারিন।

‘বোমা বা বোমাগুলো কোথায়, আদৌ আছে কিনা আমরা জানি না।  
কি অবস্থায় আছে তাও জানি না। হিতে বিপরীত হোক, সেটাও আমাদের  
এড়াতে হবে। মিটিং-এ আমরা না বসা পর্যন্ত চিন্তা আমাদের পরিগত  
হতে পারছে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে আমরা এখনও অনিচ্ছিতের মধ্যে আছি। এটা তো ভয়ের  
কথা।’ ইভা নারিন বলল।

‘আমি যে দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছি ইতা নারিন, তা ঠিকভাবে পালন  
করলে তামের সিংহভাগ চলে যাবে। শুধু একটা ভয়ই থাকবে। সেটা হলো  
ওরা বেহেজের কল না পেয়েই যদি ওদের রিমোটে ফায়ার করে দেয় এবং  
রিমোটের শক্তি যদি খুব বেশি হয়? যাক, কিছু তো ঝুকি থাকবেই,  
তোমরা চিন্তা করো না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনিও তো বেহেজের সাথে বেরিয়ে আসতে পারেন।’ ইতা নারিন  
বলল।

‘না ওখানেও আমার একটা বড় কাজ আছে।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমরা যাচ্ছি।’  
বলে ইতা নারিন ও শেপল মিটিংরুমের দিকে পা বাঢ়াল।

আহমদ মুসা ওদের বিদায় দিয়ে পকেট থেকে বের করল তার নতুন  
মোবাইলটা। ইয়েরেভেনে আসার পর এ মোবাইলটা তাকে গিফ্ট করেছে  
সেখানকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তিনি জর্জ আব্রাহাম জনসনের বন্ধু।  
মোবাইলটা একই সাথে টেলিফোন, ট্রান্সমিটার, বিস্ফোরক ও মেটাল  
ডিটেক্টর এবং জ্যামিং মেশিন হিসাবে কাজ করে। দশ বগামিটার  
রেডিয়াসের মধ্যে যেকোন বোমা-বিস্ফোরকের অবস্থান চিহ্নিত হয় এর  
ক্রিনে। এর জ্যামিং মেশিন বোমাকে নিক্রিয় করতে পারে না। তবে  
রিমোট কন্ট্রোলের ইলেক্ট্রনিক কমান্ডকে আটকে ফেলতে পারে জ্যাম  
শৃষ্টি করে। মোবাইলটার আজকেই প্রথম পরীক্ষা হবে। আল্লাহর সাহায্য  
চাইল আহমদ মুসা।

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে মিটিংরুমের দিকে হাঁটতে শুরু করল  
আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার চেয়ারে বসেই তার মোবাইল ক্রিনের দিকে তাকিয়ে  
চমকে উঠল।

মোবাইল ক্রিনে হলরুমের আয়তাকার একটা ক্ষেত্র ফুটে উঠেছে।  
ক্ষেত্রে পাঁচটি জায়গা ফ্লাসিং রেড ডট হচ্ছে। চারটা চার প্রাণ্টে এবং  
পঞ্চমটি মধ্যে, হয় সরদার আসতি আওয়াতের চেয়ার অথবা আহমদ  
মুসার চেয়ারের নিচে।

প্রবল অস্থিতিতে পড়ল আহমদ মুসা। মঞ্চ মিটিংরুমের এক প্রাণ্টে।  
তার মোবাইলের জ্যামিং পাওয়ার দশ রেডিয়াস মিটার, যা মিটিংরুমের  
মাঝ বরাবর যাবে। তার মানে দুইটি বোমা জ্যামিং-এর বাইরে থাকছে।  
ক্রিনে বোমার স্পেসিফিকেশন কলামে বোমার যে ক্ষমতার কথা লেখা  
হয়েছে তা শিউরে উঠার মত। পঞ্চাশ গ্রামের একটা বোমা পঁচিশ  
রেডিয়াস মিটার এলাকার সব স্থাপনাকে ধূলায় পরিণত করতে পারে।  
সেই বোমার পাঁচটি পাতা হয়েছে এই মিটিংরুমে। কত হিস্ট্রি  
পরিকল্পনা!

মিটিং তখনও শুরু হয়নি। আহমদ মুসার জন্যেই অপেক্ষা করা  
হচ্ছিল। আহমদ মুসা মিটিংরুমে প্রবেশের পর মিটিং শুরুর আয়োজন শুরু  
হয়ে গেল।

আহমদ মুসা চেয়ার থেকে উঠে সরদার আসতি আওয়াতের কাছাকাছি  
হয়ে বলল, 'জনাব এই মিটিং আপনাদের নিজস্ব প্রয়োজনে। আমি এই  
সারিতে এখন বসতে চাচ্ছি না, আমি দশক সারিতে গেলাম। প্রিজ এটা  
আমার সিদ্ধান্ত।'

সরদার আসতি আওয়াত তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার  
কথা তার কাছে অমোঘ আদেশের মত মনে হলো। বিবেধিতা করতে  
পারল না। উঠে দাঁড়াল আসতি আওয়াত। বলল, 'আপনার কথার বাইরে  
আমার কোন কথা নেই।'

'ধন্যবাদ জনাব।'

বলে আহমদ মুসা মিটিংরুমের বিভিন্ন প্রাণ্ট ঘুরে মাঝখানের একটা  
চেয়ারে গিয়ে বসল। তার হাতে তখন ছিল মোবাইল। এরদেলান এসে  
আহমদ মুসার পাশে বসল।

সবাই বিস্মিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চোখে-মুখে প্রশ্ন  
তাদের।

সরদার আসতি আওয়াত সকলের উদ্দেশ্যে বলল, ‘আগামের নেতা,  
আমাদের সম্মানিত মেহমান, আমাদের প্রাণপ্রিয় ভাই আহমদ মুসা মনে  
করেন আজ মিটিং-এ তার বলার কিছু নেই, তাই তিনি দর্শক সারিতে  
বসতে চাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা আমাদেরও ইচ্ছা। আসুন আমরা মিটিং-এর  
কাজ শুরু করি।

মিটিং-এর প্রথম বিষয় হিসাবে কুরআন তেলাওয়াত শুরু হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা এরদেলানের কানে কানে বলল, ‘তুমি পাঁচজন চৌক্স  
লোক ঠিক কর। আমি যখনই বলব, তখনই পাঁচজনকে পাঁচটি চেয়ার এই  
কক্ষের পেছন দরজা দিয়ে দ্রুত বাইরে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ঢালে ছুড়ে  
ফেলে দিতে হবে। আর তুমি এখনই পেছনের দরজাটা খুলে দিয়ে এস।’

এরদেলান তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে রাজ্যের বিস্ময়।  
কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেল না। উঠে গিয়ে পেছনের দরজাটা খুলে দিল  
এরদেলান। তারপর ঐখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন অ্যাটেন্ডেন্টকে  
দিয়ে তার বাছাই করা পাঁচজনকে একে একে ডেকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে  
দিল।

মিটিং চলছে। উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন সরদার আসতি আওয়াত।

তার বক্তৃতার মাঝাখানে হেদি হোয়ারি এসে মিটিংর মের দরজায়  
দাঁড়াল এবং হাতের মোবাইলটা মোহাম্মাদ বেহেজকে দেখাল। সংগে  
সংগে বেহেজ চেয়ার থেকে উঠে সরদার আসতি আওয়াতের কানে কানে  
বলল, ‘জনাব একটা কল এসেছে। ধরে আসছি।’

কথার মধ্যেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সরদার আসতি আওয়াত।

মোহাম্মাদ বেহেজ বাইরে চলে গেল।

‘এরদেলান পেছন দিক থেকে তৃতীয় সারির তৃতীয় ও দশম চেয়ার,  
সামনে থেকে দ্বিতীয় সারির তৃতীয় ও দশম চেয়ার এবং জনাব সরদার  
আসতি চেয়ার অর্থাৎ এই পাঁচটি চেয়ারের কাছে তোমার লোকদের যেতে

বল। বাইরে একটা গুলির শব্দ হবে এবং আমিও হাত তুলব। সংগে সংগে  
খুব সাবধানে চেয়ারগুলো নিয়ে তোমার লোকদেরকে পাহাড়ের ঢালে ছুড়ে  
দিতে বলবে।'

এরদেলান দ্রুত উঠে পাঁচজনকে ইশারা করল। তারা এলে পাঁচটি

চেয়ার দেখিয়ে দিল। বিষয়টা আবারও তাদের বুবিয়ে বলল।

লোক পাঁচজন গিয়ে চেয়ারের কাছে দাঁড়াতেই পরপর তিনটি গুলি

হলো।

প্রথম গুলির শব্দ পেতেই আহমদ মুসা হাত তুলেছিল। ওরা পাঁচজন  
সাথে সাথেই চেয়ারগুলো সাবধানে নিয়ে ছুটল বাইরের দিকে।

অন্যদিকে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আপনারা চুপ করে বসুন,  
কোন ভয় নেই।’ বলেই ছুটল সে ঘর থেকে বাইরে বেরবার জন্যে।

আহমদ মুসা সবে দরজায় পৌছেছে, এই সময় মিটিংরুমের পেছনের  
দক্ষিণ দিক থেকে পরপর চারটি আকাশ ফাটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো।  
কেঁপে উঠল সমস্ত মিটিংরুম, গোটা টিলা।

আহমদ মুসা পেছন ফিরে বলল, ‘এরদেলান, তুমি একটু দেখ,  
চেয়ারগুলো ঠিকমতো ফেলতে পেরেছে কি না, ভাইরা ঠিকঠাক আছে  
কিনা।’

‘যাচ্ছ স্যার।’ বলে ছুটল এরদেলান ঘরের পেছন দিকে। তার পেছনে  
পেছনে ছুটল বিস্ফোরিত চোখে শিন সেনগার।

বিস্ফোরিত চোখ তখন মিটিংরুমের সব মানুষেরই। তাদের সকলের  
চেহারা ভয় ও উদ্বেগে আড়়ষ্ট।

সরদার আসতি আওয়াত পাথরের মত বসে আছে।

আহমদ মুসা মিটিংরুম থেকে বেরিয়ে এল। করিডোর ঘুরে পৌছল  
চতুরের মুখে। দেখল হাতে ও কাঁধে গুলিবিন্দ অবস্থায় মোহাম্মাদ বেহেজ  
মাটিতে পড়ে আছে। রিভলবার তাক করে তার সামনে ইভা নারিন  
দাঁড়িয়ে আছে। ইভা নারিনের বাম হাতে বড় সাইজের একটা মোবাইল।  
আহমদ মুসা বুঝল, মোহাম্মাদ বেহেজ হেনি হোয়ারির কাছ থেকে

মোবাইলটা নেবার আগেই ইভা নারিন শুটা হোয়ারিয় কাছ থেকে নিয়ে  
নিয়েছিল। এটা নিয়েই শুরু হয় গোলাঞ্চি। চতুরের মাঝখানে বাহতে  
গুলিবিজ হয়ে পড়ে আছে আহমদ নেবেজ। তার বাছটা চেপে ধরে তার  
পাশে বসে আছে শেপল।

'ধন্যবাদ, ইভা নারিন। ঠিক ঠিক কাজটা তুমি করেছ।' বলল আহমদ  
মুসা।

'ধন্যবাদ আহমদ নেবেজকে দিন। সে মোহাম্মাদ বেহেজকে গুলি না  
করলে আমাকেই বেহেজের গুলি থেতে হতো। যখন আমি হোয়ারিয় হাত  
থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিচ্ছিলাম তখন আমি দুর্বাতেই পারিনি যে,  
মোহাম্মাদ বেহেজ এতটা যাবে, আমাকে গুলি করবে।' ইভা নারিন বলল।

'আহমদ নেবেজ গুলি খেল কিভাবে?' বলল আহমদ মুসা।

'মোহাম্মাদ বেহেজ গুলি খেয়েই ডান হাতের রিভলবার বাম হাতে  
নিয়ে গুলি করে আহমদ নেবেজকে। আমিও সংগে সংগে গুলি করি  
মোহাম্মাদ বেহেজের বাম হাত লক্ষ্য। কিন্তু তার আগেই বেহেজ তার  
রিভলবারের ট্রিগার চেপে দিয়েছিল।' ইভা নারিন বলল।

'কিছুই বুবতে পারছি ন আমি জনাব আহমদ মুসা, কোথা দিয়ে কি  
সব হয়ে গেল।' বলল সরদার আসতি আওয়াত।

সরদার আসতি আওয়াতসহ কয়েকজন প্রবীণ, এরদেলান, শিন  
সেনগার ও অনেকেই প্রায় আহমদ মুসার পিছে পিছে এসে একটু দূরত্বে  
দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিশ্বয় উঘেগে তারা বাকরুক্ত। শিন সেনগারের চোখে  
বিশ্বয় নয়, বেদনা আছে। নিজের অজান্তেই যেন সে এরদেলানের হাত  
আঁকড়ে ধরেছিল।

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে সরদার আসতি আওয়াতদের সামনে  
নিয়ে এল। বলল, 'জনাব আপনি ইভা নারিনের কথা থেকে এখানকার  
ঘটনাটা জেনেছেন।'

'হেদি হোয়ারিয় কাছ থেকে মোবাইল নেয়া থেকে দেখছি এই ঘটনা  
ঘটল।' সরদার আসতি আওয়াত বলল।

‘ওটা শুধু মোবাইল নয়, রিমোট কন্ট্রোলও। মোবাইলে মোহাম্মদ বেহেজের জন্যে একটা মিসকল এসেছিল। হেদি হোয়ারি এই খবরটা মোহাম্মদ বেহেজকে দেবার জন্যে গিয়েছিল। বেহেজ বেরিয়ে এসেছিল টেলিফোনটা করার জন্যে। কলটা করতে পারলেই বেহেজ বোমার বিক্ষেপণ ঘটাবার কোড নাম্বারটা জানতে পারতেন। ওটা তিনি জানতে পারলেই রিমোটের একটা বোতাম টিপেই মিটিৎকমের পাঁচটা বোমার বিক্ষেপণ ঘটাতে পারতেন। যাতে তা করতে না পারেন এই জন্যেই মোহাম্মদ বেহেজ মোবাইলটা হোয়ারির কাছ থেকে নেবার আগেই ইভা নারিন নিয়ে নিয়েছিল।’

‘আল্লাহর হাজার শোকর। ধন্যবাদ আহমদ মুসা, ধন্যবাদ ম্যাডাম ইভা নারিন।’

কান্না জড়িত কষ্টে কথা কয়তি বলতে বলতে মেঝেয় বসে পড়ে সরদার আসতি আওয়াত।

আহমদ মুসাও আসতি আওয়াতের সামনে বসে পড়ল। বলল, ‘জনাব দুঃখ করা, ভেঙে পড়ার সময় এটা নয়, এটা শুকরিয়া আদায়ের সময়।’

‘ওদের কি ভয়ানক ঘড়িযন্ত্র ছিল। উপস্থিত একজন লোকও তে আমরা বাঁচতাম না। বুঝতে পারছি না আমরা কার কি ক্ষতি করেছি! কি দোষ আমাদের যে মোহাম্মদ বেহেজ, ত্রিফা বেফিনের মতো আমাদের সমাজের মাথারাও শক্ত পক্ষে যোগ দিল?’

আহমদ মুসা বলতে যাচ্ছিল কিছু। এরই মধ্যে শিন সেনগার চিৎকাৰ করে উঠল, ‘দেখুন, বাবাৰ যেন কিছু হলো। ঢলে পড়েছেন মাটিতে।’

আহমদ মুসা উঠে ছুটে গেল তার কাছে। দেখল মোহাম্মদ বেহেজের দেহ হিঁর। তার বাম হাতের অনামিকার পুরোটাই বেহেজের মুখের মধ্যে। চোখ-মুখের চেহারাও প্রমাণ দিচ্ছে সে পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়েছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মোহাম্মদ বেহেজের মৃত্যু ঘটেছে। ত্রিফাৰ মত সেও পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়েছে।’

ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ପିତାର ଦେହର ଉପର ଆହୁଡ଼େ ପଡ଼େ ଡୁକରେ କେଂଦ୍ରେ ଉଠିଲ ।  
ଏରଦେଲାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ପାଶେ ବସେ ପଡ଼ିଲ । ସନ୍ଧ୍ୟ ବାବା-ମା ହାରା, ସବ  
ଅବଲମ୍ବନ ହାରା ଏକଜନ ତରୁଣୀର ତୋ ଏକଟା ଅବଲମ୍ବନ ଚାଇ!

‘ତ୍ରିକାର ମତ ଏକଇ ପରିଣତି ହବେ ବେବେଜେର ଏଟା ଆମି କଥେକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ  
ଆଗେଓ ଆଶା କରିନି । ନିଃସନ୍ଦେହେ ମେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଗେଲ, ମେ କୋନ ସୃଷ୍ଟିଯତ୍ର  
ବା ବିଭାସ୍ତିର ଶିକାର ହୟାନି, ମହାଶକ୍ତି କ୍ରିମିନାଲଦେର ମେଓ ଏକଜନ ।’ ଉଠେ  
ଦାଁଡ଼ାତେ ଦାଁଡ଼ାତେ ବଲଲ ସରଦାର ଆସତି ଆଓୟାତ ।

‘ଦିଭିନେର ଏଟା ଏକଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜନାବ । କିଛୁଇ କରାର ନେଇ । ପୃଥିବୀତେ  
ବଡ଼ ବଡ଼ ସେସବ ବିପର୍ଯ୍ୟ ସଟେଛେ, ତାର ଅଧିକାଂଶେର ପେଛନେ ରଖେଛେ  
ବିଶ୍ୱାସ୍ୟାତକଦେର ଭୂମିକା ।’

ଏକଟୁ ଥେମେଇ ଆହମଦ ମୁସା ସରଦାର ଆସତି ଆଓୟାତକେ ବଲଲ, ‘ଜନାବ,  
ଆପନାରା ମିଟିଂରମେ ବସୁନ । ଆମରା ଆସଛି । ଆହମଦ ନେବେଜେର ରକ୍ତକ୍ଷରଣ  
ବନ୍ଦ ହୋଯାର ଜନ୍ୟ ଓକେ ଏକଟା ଫାସଟ ଏଇଡ ଦିତେ ହବେ । ଡାଙ୍କାରଓ ଡାକତେ  
ହବେ । ଆର ଦେଖୁନ ପୁଲିଶ ସ୍ଟେଶନେ କାଦେର ପାଠାନୋ ଯାଯ ।’

‘ଆପନାରା ଆସୁନ ।’ ବଲେ ଆସତି ଆଓୟାତରା ମିଟିଂରମେର ଦିକେ  
ହାଁଟତେ ଶୁରୁ କରଲ ।

ଆସତି ଆଓୟାତରା ଚଲେ ଯେତେଇ ହେଦି ହୋଯାରି ଆହମଦ ମୁସାର କାଛେ  
ଏସେ ମାଥା ନିଚୁ କରେ ବଲଲ, ‘ଆମି କି କରବ ସ୍ୟାର?’

‘ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଯାରି, ତୁମି ମିଟିଂରମେ ଯାଓ । ଆଜ୍ଞା, ହୋଯାରି ତୁମି ଯା  
ଘଟଲ ତାତେ ଖୁଶି ନା ବେଜାର ?’ ବଲଲ ଆହମଦ ମୁସା ।

‘ଦିଭିନ ବେଚେଛେ, ଆମି ମରେ ଗେଲେଓ ଖୁଶି ହତାମ ସ୍ୟାର ।’ ହୋଯାରି  
ବଲଲ ।

‘ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଯାରି, ତୁମି ଯାଓ ।’ ବଲଲ ଆହମଦ ମୁସା ।

ମାଥା ନିଚୁ କରେ ହୋଯାରି ହାଁଟତେ ଶୁରୁ କରଲ ମିଟିଂରମେର ଦିକେ ।

ଶେପଲ ଆହମଦ ନେବେଜକେ ନିୟେ ଆହମଦ ମୁସାର କାଛେ ଏଲ । ବଲଲ,  
‘ସ୍ୟାର, ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ବନ୍ଦେର ଜନ୍ୟେ ଆପାତତ ଏକଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କି ଆହମଦ  
ନେବେଜକେ ବେଂଧେ ଦେବ ?’

‘ঠিক আছে দাও। মনে হচ্ছে বাহু আহত করে বুলেটটা বেরিয়ে  
গেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার আমারও মনে হয়েছে আহত জায়গায় বুলেট নেই। মোটামুটি  
একটা ব্যান্ডেজ হলেই চলে।’ আহমদ নেবেজ বলল।

‘দেখ, ডাক্তাররা নিজের চিকিৎসা করেন না। ব্যান্ডেজ কেমন হবে সেটা  
শেপলের উপর ছেড়ে দাও।’ বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমে আহমদ নেবেজের পিঠ চাপড়ে বলল, ‘তুমি গুলিটা ঠিক  
সময়ে করেছিলে। ধন্যবাদ আহমদ নেবেজ।’

‘আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন স্যার? আপনাকে কে ধন্যবাদ দেবে?  
আজও আপনি দিভিনের প্রায় অর্ধশত শীর্ষ মানুষকে বাঁচিয়ে দিভিনকে  
রক্ষা করেছেন। কিছুতেই মাথায় আসছে না, এত সব কথন আপনি  
বুঝলেন, অসাধ্য সাধনটা করলেন কিভাবে! আমি তো গুলি করেছি, কিন্তু  
সে গুলিটা আপনিই করতে বলেছিলেন। তার মানে আপনি জানতেন,  
এমনটা ঘটবে এবং আমাকে গুলি করতে হবে। আপনাকে ধন্যবাদ দেবার  
মতো কোন ভাষা আমার জানা নেই স্যার।’ আহমদ নেবেজ বলল। তার  
দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচিল। শেষে তার কণ্ঠ কান্দায় রুক্ষ হয়ে  
গিয়েছিল।

‘আহমদ নেবেজ, এটা যুদ্ধক্ষেত্র। ইমোশনাল হয়ে না।’ বলল  
আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তাকাল শেপলের দিকে। বলল, ‘শেপল, ব্যান্ডেজটা  
ডাক্তার হিসেবে বেঁধে দাও। ইমোশন বা কষ্টকে প্রশ্রয় দেবে না।’

শেপলের মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, ‘স্যার, আপনি পরশ পাথর।  
আমরা আর সেই আগের আমরা নেই। চিন্তা করবেন না স্যার।’

‘ধন্যবাদ। পরশ পাথর বলে কিছু নেই। আছে আল্লাহর দ্বিনের  
প্রাকৃতিক শক্তি। আসি। তোমরা এস।’

বলে আহমদ মুসা মিটিংক্রমের দিকে পা বাঢ়িয়েও ঘুরে দাঁড়াল শিন  
সেনগারের দিকে। সে পিতার পাশে বসেছিল। অশ্রুধোয়া তার মুখ।  
এরদেলান তার পাশে নির্বাক বসে আছে।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল শিন সেনগারের দিকে। আন্তে করে একটা  
হাত শিন সেনগারের মাথায় রেখে বলল, ‘স্যারি বোন’

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেবলে উঠল শিন সেনগার।

আহমদ মুসা তার পাশে বসল। বলল, ‘অসীম বেদনা চোখে অশ্রু  
জোয়ার আনবে অবশ্যই, কিন্তু এখন আমাদের সামলে তাকাবার সময়  
বেন। যে চোখ সামনে তাকাবে তাতে অশ্রু থাকলে চলবে না।’

শিন সেনগার চোখ থেকে হাত সরাল। অশ্রুতে তার দুই গও ভেসে  
যাচ্ছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে রশমাল বের করে শিন সেনগারের হাতে  
দিল।

শিন সেনগার মুখ থেকে অশ্রু মুছে ফেলল। বলল, ‘স্যারি স্যার।  
মায়ের কাছে যত ভালোবাসা পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসা  
পেয়েছি বাবার কাছে। মা আমার ধার্মিকতাকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু  
বাবা আমাকে বলতেন, যেমনটা তোমার পছন্দ তুমি সেভাবেই গড়ে ওঠ।  
দিভিনের স্বেচ্ছাসেবক দলে আমি যোগ দিয়েছিলাম। মায়ের তরফ থেকে  
আমি বাধা পেয়েছি। কিন্তু বাবা দিভিনের প্রতি আমার ভালোবাসাকে,  
দিভিনের মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসাকে কোন দিন নিরুৎসাহিত  
করেননি। আমার সেই বাবার এমনটা হলো কেন?’

শেষের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে গেল শিন সেনগারের।

‘ধীরে ধীরে সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। আমি  
উঠছি, তোমার এস। লাশ যেমন আছে, পুলিশ আসা পর্যন্ত তেমনই  
থাকবে।’

বলে আহমদ উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে লাগল মিটিংরমের উদ্দেশ্যে।

ইভা নারিনও আহমদ মুসার সাথে হাঁটতে লাগল।

‘ইভা নারিন, আমার মনে হয় তোমার বাবাকে এবং খানায় তোমার  
টেলিফোন করা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমারও মনে হচ্ছে এ দুটো টেলিফোন করা, বিশেষ করে বাবাকে  
টেলিফোন করা দরকার।’ ইভা নারিন বলল।

‘থানাতেও টেলিফোন করা দরকার। তাহলে চল, বাইরের বৈঠকখানায় বসে টেলিফোন কর’ বলল আহমদ মুসা।

বাইরের বৈঠকখানা উন্মুক্ত। অঙ্গুষ্ঠী দেয়াল ফোল্ড করে রাখা হয়েছে।

ইতা নারিন একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। কল করা শুরু করল।

আহমদ মুসা এদিক-ওদিক পায়চারি করতে লাগল।

দুটো টেলিফোন শেষ করতে বেশ সময় লাগল ইতা নারিনের।

টেলিফোন শেষ করে বেরিয়ে এল ইতা নারিন। বলল আহমদ মুসাকে, ‘বাবা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পুলিশ গোয়েন্দারা গত কয়েক বছরে যে সজ্ঞাসীদের টিকির সকান পায়নি, আপনি দেড় দিনে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন, তাদের মুখোশও খুলে দিয়েছেন। পুলিশের পক্ষেও কিছু করার এখন সুযোগ হয়েছে।’ একটু থামল ইতা নারিন।

‘ধন্যবাদের বিষয়টা বাদ দাও। কাজের কথা কি হলো সেটা বলো।’  
বলল আহমদ মুসা।

‘আমি বাবাকে সব বলেছি। তিনি খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করে সব জেনেছেন। তিনি বিশ্বয় প্রকাশ করেছেন। আহমদ মুসা এই জন্যেই আহমদ মুসা। অসাধ্য সাধন করাই তার কা...।’

আহমদ মুসা ইতা নারিনকে বাধা দিয়ে বলল, ‘আবার সেই ব্যক্তিগত কথা। প্রিজ বল, উনি কাজের কথা কি বলেছেন?’

‘সেটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম। বাবা বলেছেন, পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ‘র্যাক আমেনিয়ান টাইগার’কে ফলো করার জন্যে। তিনি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন সেট আর্থির আলেক্স সেমভেল’ কে কি কোথায় তা খুঁজে বের করার জন্যে। আরেকটা তথ্য তিনি দিয়েছেন, তা কোন কাজের নাও হতে পারে। সেটা হলো, আমেনিয়ান আর্মির সাউথ আমেনিয়া কমান্ডের একজন শীর্ষ অফিসার আমাদের গোয়েন্দাকে বলেছে, ‘আলট্রা খস্টান’ নামের একটা গোপন সংস্থা আমেনিয়ায় কোন কাজে একটা সেনা ইউনিটের সাহায্য চাচ্ছে। তারা সেনা গোয়েন্দা সৃত্রে এটা জেনেছে।

তবে কোথায়, কোন্ কাজে তা জানতে পারেননি। শেষ কথা হলো, সাউথ  
আর্মেনিয়ার পুলিশ প্রধানকে বাবা দিভিনের ব্যাপারে ত্রিফ করেছেন।  
থানায় টেলিফোন করেও এটা আমি বুবলাম। থানার অফিসার ইনচার্জ  
বললেন, একটা সন্ত্রাসী সংস্থা দিভিনে বারবার আক্রমণ করছে, এ  
ব্যাপারে পুলিশকে তৎপর হওয়ার জন্যে উপর থেকে নির্দেশ এসেছে।  
আজকের খবর পুলিশ স্টেশন আগেই পেয়েছে, তারা যাসছে।'

'ধন্যবাদ ইভা নারিন, অনেকগুলো ভালো খবর দিয়েছ। ধন্যবাদ  
তোমার বাবাকে, না চাইতেই তিনি সাহায্য এগিয়ে এসে ছেন।' বলল  
আহমদ মুসা।

'বাবা আপনাকে সাহায্য করছে না বরং আপনিই বাবাকে সাহায্য  
করছেন। এ কাজ তো বাবার ছিল। বাবা চারজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে  
হারিয়ে কিছু করতে পারেননি। বাবা আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এ  
কারণেই।' ইভা নারিন বলল।

'সবাই আমরা মানুষ। সবাই আমরা মানুষকে সাহায্য করছি। এখানে  
আমি তুমি বলে কিছু নেই। সবাই আমরা সবার তরে, এমন সামাজিক  
সম্পর্কই আমাদের স্বষ্টা মহান আল্লাহ চান। যাক, চল মিটিংর মে, দেরি  
হয়ে গেল।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ও ইভা নারিন মিটিংর মে প্রবেশ করল। শেপল, আহমদ  
নেবেজ, শিন সেনগার, এরদেলানরাও এসে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা সরদার আসতি আওয়াতের পাশে তার চেয়ারে গিয়ে  
বসল। ইভা নারিন গিয়ে বসল শেপল, শিন সেনগারদের পাশে।

আহমদ মুসা বসার কিছু সময় পরেই দিভিন কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম  
ও দিভিনের শাইখ আব্দুল হক উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমাদের বুর্জুর্গ  
মেহমান, সম্মানিত ভাই আমি একটা প্রশ্ন করব যদি তিনি অনুমতি দেন।'  
তার মুখে হাসি।

'মিটিং শুরু হয়নি, প্রশ্ন করতে পারেন সম্মানিত শাইখ।' বলল আহমদ  
মুসা।

‘আমাদের ভাই আহমদ মুসা তখন বসেছিলেন ঘরের মাঝখানে  
শ্রেতার চেয়ারে গিয়ে, এখন তিনি তাঁর চেয়ারে ফিরে এসেছেন। কারণ  
আমরা বুবতে পারছি না?’ শাহিখ আব্দুল হক বলল।

তাকাল আহমদ মুসা সরদার আসতি আওয়াতের দিকে।  
‘জনাব উভর দিতে পারেন, যদি বলার মত হয়।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘একটা জরুরি বিষয়ের প্রয়োজনে  
অভিনয়টা করতে হয়েছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম মিটিংর মে বোমা পাতা  
হয়েছে। কয়টা বোমা, কোথায় পাতা হয়েছে জানতাম না। এসে আমার  
চেয়ারে বসার পরেই আমার ডিটেকটরের ক্লিনে দেখলাম ঘরের চারদিকে  
চারটা এবং কামাদের এই সারির মাঝখানে একটা, এই পাঁচটা বোমা  
পাতা আছে। বোমাগুলোর সবই রিমোট কন্ট্রোলড। আমার কাছে  
রিমোটের কমান্ড জ্যাম করার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা মাত্র দশ রেডিয়াসের  
মধ্যে কাজ করে। এতে ঘরের অর্ধেক পর্যন্ত কভার হয়। সুতরাং ঘরের  
সবগুলো বোমা জ্যামিং-এর আওতায় আনতে হলে আমাকে ঘরের  
মাঝখানে বসতে হবে। আমি একটা কারণ দেখিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে  
বসেছিলাম।’

কথা শেষ করে আহমদ মুসা চেয়ারে ফিরতে যাচ্ছিল তখন আর একটি  
প্রশ্ন তার দিকে ছুটে এল। ‘বোমা পাতা হয়েছে, বেহেজ বোমা পেতেছে’  
এই বিষয়টা কিভাবে জানতে পারলেন আপনি জনাব।’ প্রশ্নটি এবার এল  
স্বয়ং আসতি আওয়াতের কাছ থেকে।

‘ধন্যবাদ জনাব। সেদিন ভোররাতে শক্রদের যারা নিহত হয়,  
তাদের নেতা রাফায়েলের মোবাইলটা আমি নিয়ে নেই। রাফায়েল এই  
মোবাইলে দুইবার ত্রিফার সাথে কথা বলে। দ্বিতীয়বার কথা বলার  
কাছাকাছি সময়ে সে আরেকটি টেলিফোনে দীর্ঘ কথা বলে। পরে প্রমাণ  
হয় টেলিফোন নাস্তারটি মোহাম্মাদ বেহেজের। তখনই তার প্রতি সন্দেহ  
আমার নিশ্চিত হয়। এরপর তার গতিবিধি নজরে রাখার চেষ্টা করি।  
শিন সেনগারের কাছ থেকে জেনেছি দু’জন লোক বেহেজের সাথে দেখা

করতে যায়। সেনগারের কথা শুনে বুঝেছি, সন্ধ্যায় যে যায়, তাকে সন্দেহজনক মনে হয়। তার নাম শিন সেনগারের কাছ থেকেই জেনেছিলাম। তাকে ডেকে কথা বললাম। সে শীকার করল, সে একটা প্যাকেট এনে বেহেজকে দিয়েছিল। প্যাকেটের বিবরণ শুনে বুবলাম, ওটা বোমার প্যাকেট। তারপরেই আমি পরিকল্পনা করলাম, কি করে ওদের বোমার বিক্ষোরণ ঠেকানো যায়। বেহেজ মিটিং থেকে বেরিয়ে যাতে হোয়ারির মোবাইল হাতে না পায় আর কারও কাছে যেন টেলিফোন না করতে পারে এবং ওটা রিমোট হিসাবে যেন ব্যবহার করতে না পারে, এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিলাম ইভা নারিনকে। অন্যদিকে আরও রিমোট কারও হাতে থাকলে, তারা যাতে বোমার বিক্ষোরণ ঘটাতে না পারে, সেজন্যে বেহেজ বাইরে যাওয়ার সাথে সাথে চেয়ারসমেত বোমা টিলার নিচে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করলাম।' আহমদ মুসা থামল।

সংগে সংগেই আরেকটা প্রশ্ন করা হলো, 'বোমাগুলো ফেলে দেয়ার ক্ষেত্রে বাইরে থেকে শুলির শব্দ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন কেন?' প্রশ্নটি এরদেলানের।

'বাইরে শুলির শব্দ পাওয়ার অর্থ হলো, রিমোট-মোবাইলটা বেহেজ হাত করতে পারেনি, বাইরে কারো কাছে টেলিফোনও করতে পারেনি এবং বোমা বিক্ষোরণ কোড নাষ্টারও সে পায়নি। তখনই ভাবলাম এটাই বোমাগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে তা ধ্বংস করার উপযুক্ত সময়। তাই করা হয়েছে।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই শেপল বলল, 'যদি এই সময় বাইরে থেকে বিকল্প রিমোট দিয়ে কেউ বিক্ষোরণ ঘটাতো?'

'বেহেজের টেলিফোন না পাওয়া পর্যন্ত তার সন্তাবনা ছিল না।' বলল আহমদ মুসা।

আর কোন প্রশ্ন এল না। সবাই আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ জানাল।  
মিটিং-এর কাজ শুরু করার কথা বলল শাইখ আব্দুল হক।

আ য়ান  
সম  
জা  
জন  
কট  
জা  
সাত  
লুট  
উপ  
স্থান  
আত  
তা ও  
তার  
করে  
যীতি  
নিজে  
স্বার্থ  
তাই  
আরব  
কষ্ট f  
চিন্তা,  
আমা  
আওয়া  
জানা  
আমা

‘মিটিং-এর কাজ তো শুরু হয়েই গেছে। এগুলোও তো আমাদের জানার বিষয় ছিল। দুটো প্রশ্ন এখন আমাদের সামনে বড় হয়ে রয়ে গেছে। একটি হলো— এই বিপদ আমাদের উপর কেন? আমাদের দোষ কি? আমরা আর্মেনিয়ার সবচেয়ে শান্তিবাদী সম্পদায়। দ্বিতীয় বিষয় হলো, সংকট যে অবস্থায় পৌছেছে, সেখান থেকে আমাদের উদ্ধার কিসে, কিভাবে?’

একটু থামল সরদার আসতি আওয়াত। একটু দম নিয়ে বলল, ‘অসহায় দিভিনের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত আমাদের বুজর্গ তাই জনাব আহমদ মুসাকে অনুরোধ করছি, এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘সরদার সাহেব যে দুটি প্রশ্ন তুলেছেন, তা আজকের সময়ের মৌলিক প্রশ্ন। আজকের সংকটের উৎস ও সমাধান এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।’ থামল আহমদ মুসা।

মিটিংক্রমের সকলের চোখ আহমদ মুসার দিকে নিবন্ধ।

আবার কথা শুরু করল আহমদ মুসা। বলল, প্রথম প্রশ্ন হলো, কেন দিভিনের মানুষের উপর এই বিপদ। কোন গ্রাম, এলাকা বা জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক, অপরাধমূলক কারণে বৈরিতা, হিংসা-প্রতিহিংসার শিকার হতে পারে। দিভিন সেরকম কোন কিছুর সাথে জড়িত নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন সামনে এসেছে যে, তাহলে দিভিনের উপর বিপদ কেন? এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজে দেখার আগে আপনাদের কাছে আমার কিছু জানার আছে। আপনারা যারা দিভিনে একসাথে বাস করছেন, তাদের পরিচয় সম্পর্কে আপনারা কি জানেন? আপনারা কোন্ত বংশের অধস্তন বা উত্তরসূরি হতে পারেন? আর সেটা কোন বংশ?’ থামল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে সরদার আসতি আওয়াত বলল, ‘দয়িত্বের দিক থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমাকেই দিতে হয়। কারও বাড়তি কিছু জান থাকলে আমাকে সাহায্য করবেন।’

একটু থামল সরদার আসতি আওয়াত। একটু ভাবল, সম্ভবত কথা গুছিয়ে নিল। বলল সরদার আসতি আওয়াত, ‘আমাদের সম্মানিত তাই

আমাদের বংশপরিচয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, তা আমরাও জানি না, যদি বিশেষ তেমন কিছু থাকে। আমাদের কয়েক পুরুষ আগের অতীত সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এই দিভিন উপত্যকা আমার মূল বসতির জায়গা নয়। আর্মেনিয়ার প্রাচীন রাজধানী দিভিন আমাদের এই কবিলার জন্মস্থান, মূল বসতির জায়গা। শত শত বছর ধরে আমরা সেখানে বাস করেছি। দিভিনের পূর্ব কোন ইতিহাস আমাদের আছে কিনা আমরা তাও জানি না। দিভিনের অতীত ইতিহাসও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। ১৯২৫ সালে দিভিনে আমাদের উপর সোভিয়েত হামলা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটরাজের মুখে আমাদের দাদু-দাদিরা সব হারিয়ে দিভিন থেকে এই উপত্যকায় পালিয়ে এসেছিলেন। দিভিন তাদের জন্মস্থান, ভালোবাসার স্থান ছিল বলে এই উপত্যকারও নাম রেখেছিলেন দিভিন। সোভিয়েত আক্রমণ আমাদের দিভিনের ইতিহাস এবং আগের কিছু পরিচয় থাকলে তাও মুছে দিয়েছে। সুতরাং আমাদের পরিচয় সম্পর্কে যা জানতে চাচ্ছেন, তার কিছু আমরা জানি না। অনেকেই আমাদের কুর্দিদের সাথে শামিল করেন, কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের বাগ-দাদারা কুর্দিদের রাজনীতি, রাজনীতি, সামাজিকতার সাথে কখনো একাকার হয়ে যাননি। তারা নিজেদেরকে আলাদা মনে করতেন এবং সব সময় আলাদা থাকতেন। শ্বার্থবাদী, কল্যাণিতির সাথে কোন সময়ই মিলিত হতে চাননি। তাই বলে আমরা রাজনীতি বিমুখ নই। এক সময়ের মেসোপটেমিয়া, আরব, ফিলিস্তিন, আনাতোলিয়ার মুসলমানদের শতধাবিভক্তি আমাদের কষ্ট দিয়েছে। এর সমাধান এক্য শক্তি উত্থান ও প্রতিষ্ঠা। এটা আমাদের চিন্তা, কিন্তু বাস্তবে আমাদের ক্ষমতা নেই, সামর্থ্যও নেই। এর বেশ আমাদের পরিচয় নিয়ে আমার কোন কথা নেই।' থামল সরদার আসতি আওয়াত।

'এই পরিচয় থেকে দিভিন প্রাণঘাতী বৈরিতার শিকার হওয়ার কারণ আমা যায় না। অনেক গাছের ভিত্তে ছেট গাছে ঝড় লাগে না, ঝড়ের আঘাতের শিকার হয় বড় গাছ। সেই দিভিনবাসীদের বড় একটা ইতিহাস

আছে, বৃড় একটা পরিচয় আছে। এই পরিচয়, এই ইতিহাসটি  
দিভিনবাসীদের বিপদের কারণ। দিভিনবাসী আজ যাকে তাদের দুর্ভাগ্য  
বলছে, সেই দুর্ভাগ্য তাদের পরম সৌভাগ্যের কারণেই। সে পরম  
সৌভাগ্যটা হলো দিভিনবাসীরা ইতিহাসের মহান এক চরিত্র, কুসেও  
বিজীৱী বীৱ গাজী সালাহউদ্দীন আইযুবীর একমাত্র জীবিত বৎশধৰ  
থামল আহমদ মুসা।

ঘরে বাজ পড়লেও যতটা চমকে উঠত না মানুষ, তার চেয়ে বেশি  
চমকে উঠল মিটিংকুমের সব মানুষ। চমকে উঠা ভাব মুছে যেতেই বিশ্বয়  
নেমে এল তাদের চোখে-মুখে। এরদেলাল, শেপল, আহমদ নেবেজ, শিন  
সেনগারের মত তরুণদের চোখে-মুখে বিশ্বয়ের ও আনন্দের ঝলক।

সরদার আসতি আওয়াত হা করে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার  
দিকে। সে যেন সম্মিত হারিয়ে ফেলেছে।

এক সময় সরদার আসতি আওয়াত স্বপ্নোথিতের মত বলল, ‘আপনার  
এ তথ্য ঠিক জনাব? এমন দাবি কিন্তু প্রমাণ চায়। কিভাবে প্রমাণ করবো  
আমরা?’

‘আমি কথা শেষ করিনি জনাব। এক কথায় আমি আপনাদের  
পরিচয়টা বলেছি। পরিচয়ের পেছনের ইতিহাসটা বলিনি এখনও।’ বলল  
আহমদ মুসা।

আবার বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, ‘দিভিনের জনগোষ্ঠি’ যে গাজী  
সুলতান সালাহউদ্দীন আইযুবীর বৎশধৰ, তার প্রমাণ তাদের ইতিহাস।  
১১৯৩ সালে গাজী সুলতান সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান ও  
ভাইদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়, সেই সময় সুলতান সালাহউদ্দীনের সঙ্গে  
পুত্র ও তার পরিবার ফেতনার সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে  
সংঘাতের এলাকা থেকে পূর্ব আগাতোলিয়ার হিসন কেইফা'য় হিজরত  
করে। ১২৩২ সালে এখানেও সুলতান সালাহউদ্দীন আইযুবীর বৎশের  
শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরিবারটি দুন্দমান রাজনীতি থেকে দূরে  
থাকারই সিদ্ধান্ত নেয়। হিসন কেইফাসহ সমগ্র এলাকা ১২৬০ সালে

নে  
আ  
নগ  
নগ  
সন্ত  
কেন  
করে  
পনে  
এক  
পূর্ব  
আন  
দিভি  
তাদে  
এরাই  
উত্তর  
এই  
সংরক্ষ  
প্রমাণ  
মি  
স  
আওয়া  
অনেক  
সু  
তবুও  
তার নি  
শনেই  
আজ ত

মোঙ্গল আক্রমণের শিকার হয়। এই মোঙ্গল বাড়ের সময় সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সপ্তম পুত্রের পরিবারটি হিসন কেইফা থেকে আর্মেনিয়ার প্রাচীন নগরী দিভিনে হিজরত করে। এই দ্বিতীয় হিজরত ও আর্মেনিয়ার প্রাচীন নগরী দিভিনে আসার পেছনে একটা কাহিনী আছে। আর্মেনিয়ায় তখন স্ম্যাট হিতুম-১ এর শাসন চলছিল। সালাহউদ্দীনের পরিবার হিসন কেইফা থেকে হিজরত করার আগে স্ম্যাট হিতুম-১ এর কাছে দরখাস্ত করে। হিজরতের জন্যে কেন প্রাচীন নগরী দিভিনকে বেছে নিয়েছে, তার পক্ষে যুক্তি হিসাবে তারা তাদের পরিবারের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে একটা দলিল দরখাস্তের সাথে গেঁথে দেয়। এই দলিলে বলা হয়, তাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় দিভিনেরই বাসিন্দা ছিল। ৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আর্মেনিয়ায় প্রলয়করী এক ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় দিভিন। ৭০ হাজার লোক এই দিভিনেই মারা যায়। অন্যদের সাথে তাদের পূর্বপুরুষরাও দিভিন ছেড়ে চলে যায় মেসোপটেমিয়া এলাকায়। এরাই সালাহউদ্দীনের পূর্বপুরুষ। সেই সালাহউদ্দীনের সপ্তম সন্তানের উত্তরপুরুষরা হিসন কেইফা থেকে দিভিনে আবার হিজরত করতে চায়। এই দলিলটি দিভিন যাদুঘরের ঐতিহাসিক দলিল বিভাগে এখনও সংরক্ষিত আছে। দিভিনবাসীদের অতীত পরিচয় সম্পর্কে এর চেয়ে বড় ধ্রমাণ আর হয় না।' থামল আহমদ মুসা।

মিঠিংকক্ষে তখন পিনপতন নীরবতা।

সকলের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দের বিচ্ছুরণ। সরদার আসতি আওয়াত, শাহীখ আব্দুল হক, শেপল, এরদেলান, আহমদ নেবেজসহ অনেকের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে আনন্দের নীরব অঞ্চল।

সরদার আসতি আওয়াতেরও দু'চোখ দিয়ে নীরব অঞ্চল পাত হচ্ছে। তবুও তার দুই চোখ নিবন্ধ ছিল আহমদ মুসার মুখের দিকে। এক সময় তার নির্বাক দুই ঠোঁট নড়ে উঠল। বলল, 'স্ম্যাট হিতুম-১' সব জেনে অনেই আমাদের দিভিনে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আমাদের এই সৌভাগ্য আজ আমাদের দুর্ভাগ্যে পরিণত হলো কেন?'

‘এই প্রশ্নের উত্তর এখনও আমার জানা নেই। এই প্রশ্নের সম্ভাবনেও আমি আর্মেনিয়ায় এসেছি। এ প্রশ্নের উত্তর জানা গেলে শক্তিকেও জানা যাবে। তবে এর আগে আর্মেনিয়ায় আমাকে দু’বার আসতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা এবং এবার যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে ধর্মের পরিচয় দিয়ে চরমপক্ষী একটা গৃহপ দিভিনবাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তারা দিভিনবাসীদের নির্মূল করতে চায় অথবা আর্মেনিয়া থেকে বহিকার করতে চায়। আমার মনে হয় তারা দিভিনবাসীদের আসল পরিচয় জানে। জানার পরেই তারা গাজী সালাহউদ্দীনের বংশধরদের বিরুদ্ধে চরমপক্ষা গ্রহণ করেছে। গাজী সুলতান সালাহউদ্দীন যতই উদার হোন, তার মধ্যে যতই মহানুভবতা থাক— ক্রসেড বিজেতা, জেরুসালেম উদ্ধারকারী গাজী সুলতান সালাহউদ্দীন ধর্মীয় পরিচয়ের ঐ চরমপক্ষীদের কাছে চিরশক্ত বলে বিবেচিত। তারা সালাহউদ্দীনের বংশধরদের আর্মেনিয়ার মাটিতে থাকতে দিতে চায় না।’ আহমদ মুসা থামল।

সরদার আসতি আওয়াতসহ সকলের চোখে-মুখে উদ্বেগ ও হতাশার ছায়া নামল।

‘চরমপক্ষীরা এটা চাচ্ছে, সরকারের তো এটা পলিসি নয়।’ বলল শেপল।

‘হ্যা, সরকারের এটা পলিসি নয়। এখানে উপস্থিত আর্মেনিয়ার একজন শীর্ষ গোয়েন্দা অফিসার, যাকে ইতোমধ্যে আপনারা সকলেই জেনেছেন, তাকে আমি অনুরোধ করছি এ বিষয়ে কিছু বলার জন্যে।’  
আহমদ মুসা বলল।

শেপল থামতেই দিভিন সরকারি লোকাল কাউন্সিলের সদস্য খিবাত খলিল মিটিংরুমে প্রবেশ করল। সরদার আসতি আওয়াতের কাছে নিঃকষ্টে বলল, ‘পুলিশ এসেছে।’

‘পুলিশ এসেছে। ঠিক আছে, ওদের সাথে কথা বল। বসতে দাও। দারা দারিস্তানকে নিয়ে যাও। আমরা আসছি।’ বলল সরদার আসতি আওয়াত।

খিবাত খলিলকে কথা কয়তি বলেই আসতি আওয়াত সবাইকে শুনিয়ে  
নল, ‘পুলিশ এসেছে। দারা দারিস্তান তুমি খলিলের সাথে যাও।’  
তারা বেরিয়ে গেল।

ইভা নারিন উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আর্মেনিয়ার সংবিধানে ধর্মপরিচয় বিশেষে সকলেই আর্মেনিয়ার নাগরিক। এখানে সকলের সমান ধিকার। আর্মেনিয়া যেমন খস্টান নাগরিকদের, তেমনি মুসলিম নাগরিকদেরও। সরকার এই নীতিই অনুসরণ করছে। যারা নভিনবাসীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, তারা আইনের চোখে অপরাধী। সরকার তাদের চিহ্নিত করা ও ধরার চেষ্টা করছে। এতদিন সরকার সফল হয়নি। বিষয়টা তদন্ত করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই চারজন গোয়েন্দা অফিসার মারা গেছে। দুনিয়ার গোয়েন্দা জগতের কিংবদন্তী, দুনিয়ার অনেক অসম্ভব ঘূঁঢ়ে জিতে আসা মহানায়ক আহমদ মুসা আসার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আহমদ মুসা আর্মেনিয়ায় পা দেবার পর এ পর্যন্ত শক্রপক্ষের প্রায় এক শতের মত লোক মারা গেছে তার হাতে। শক্ররা চিহ্নিত হয়েছে, সরকারও আহমদ মুসার সহযোগিতা নিচ্ছে। আমি নিশ্চিত, অনেক ঘূঁঢ়ের মত এ ঘূঁঢ়েও আহমদ মুসা জিতবেন।’

‘ধন্যবাদ ম্যাডাম ইভা নারিন। আল্লাহ আপনার কথা কবুল করুন।  
আপনি আমাদের আশার কথা শুনিয়েছেন। আপনার মাধ্যমে সরকারকেও  
আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

সরদার আসতি আওয়াত একটু থেমেই আবার বলল, ‘আমাদের মহান  
ভাই আহমদ মুসার কথা অনুসারে আমরা এখন ঘূঁঢ়ক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা  
কিছুই করার দেখছি না। এখন কি করণীয় আমাদের সেটাই আমরা  
জানতে চাচ্ছি তাঁর কাছে।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘যা করার এখন শক্রাই করছে।  
আমরা শুধু আত্মরক্ষা করছি। এখন ওদের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে আমরা  
ওদের নিক্ষেত্রে করার জন্যে আক্রমণে যেতে পারছি না। তবে আমি মনে  
করি শীঘ্ৰই সে সুযোগ আসবে। সুখবর সন্তুষ্ট তারপরেই আসবে।’

আহমদ মুসা থামতেই খিবাত খলিল মিট্টিরঘে আবার প্রবেশ করল  
বলল, 'সেনাবাহিনীর লোকরাও এসেছে। এই মাত্র এল।'

তাঙ্কে উঠল সরদার আসতি আওয়াত। তার পাশে বসা আহমদ  
সেনাবাহিনীর প্রেরণ আহমদ মুসার দিকে অবলম্বন আসতি আওয়াত।  
সেনাবাহিনীর প্রেরণ আবনি জানি আমি আসছি। ইভা সেনাবাহিনী  
বাস্তু আম।

আসতি আওয়াত উঠে দাঢ়িল।

ইভা সারিন আহমদ মুসার কাছে এল। বলল, 'পুরিশ তে  
ইনভেস্টিগেটিভ অথরিটি। সেনাবাহিনী এল কেন?'

'বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। সরকারেরই কোন মহল তাদের ডাকতেও  
পারে। দেখ গিয়ে, আমি আসছি।'

সরদার আসতি আওয়াত ও ইভা নারিন বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠল। এগোলো তার ঘরের দিকে।

সেনাবাহিনীর লোক আসার কথা শুনেই আহমদ মুসার মনে পড়েছিল  
ইভা নারিনের 'তথ্য।' একটা 'আলট্রা রাইট' ধর্মীয় গোপন সংস্থা দক্ষিণ  
আর্মেনিয়ান সেনা কমান্ডের এক উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে একটা সেনা  
ইউনিটের সাহায্য চেয়েছে। আহমদ মুসার কেন জানি মনে হলো, এই  
সেনা ইউনিটই সেই সেনা ইউনিট। এই কথা মনে হবার সাথে সাথে  
আহমদ মুসা বিষয়টা একটু যাচাই করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

## ৫

সরদার আসতি আওয়াত চতুর পেরিয়ে বাইরের বৈঠকখানায় ঢুকে  
দেখল সেনা ইউনিটের একজন অফিসার তার চেয়ারে বসেছে। সেনা  
ইউনিটের অফিসারটির ডান পাশে ১০জন সেনা সদস্য দাঁড়িয়ে আছে

অ্যাটেনশন অবস্থায়। তাদের হাতের অন্ত বাগিয়ে ধরা, কিন্তু ব্যারেলগুলো  
নিচে নামানো।

পুলিশৰা বসেছে সেৱা অফিসারদেৱ সামনে। পুলিশৰ সংখ্যা  
ক্ষমতাৰ জন্ম আপিসার সামনে দিবে কৰিবলৈ চোৱাৰ খালি আছে।

সৱদাৰ আসতি আওয়াত কৰে যাব আৰু আৰু কেৱল চোৱাৰ কৰে  
নাই। আওয়াত পাবল কৰিবলৈ নাই। আওয়াত কৰিবলৈ ও আওয়াত কৰিবলৈ  
পুলিশৰ কৰান কৰান কৰান কৰান কৰান কৰান কৰান কৰান কৰান কৰান।

সৱদাৰ আসতি আওয়াত কৰাতেই বিবাত ঘটিল সেৱা অফিসারেৰ  
সাথে তাৰ পৰিচয় কৰিয়ে দিল।

পৰিচয় পেয়েই সেৱা অফিসার বলল, ‘মি. আওয়াত, বাইৱেৰ যে  
দু'জন লোক এখানে আছে তাৰা কোথায়?’

সৱদাৰ আসতি আওয়াত ইভা নারিনকে দেখিয়ে বলল, ‘এই তো  
একজন, আৱেকজন আসছেন। এখন আপনাদেৱ কথা বলুন। কি  
উদ্দেশ্যে এসেছেন, আমৱা আপনাদেৱ জন্মে কি কৰতে পাৰি।’

‘গত দেড়, দু'দিনে পঁচিশ তিৰিশজন লোক খুন হয়েছে, ভয়াবহ  
কয়েকটি বোমাৰ বিক্ষেণ ঘটেছে। আমৱা জানতে পেৱেছি, বাইৱেৰ  
একজন লোকেৰ হাতে সবগুলো খুনেৰ ঘটনা ঘটেছে। আমৱা সেৱা  
বাহিনীৰ টেৱেৰ প্ৰিভেনশন ইউনিটৰ সদস্য। দিভিনেৰ কেসটা  
সেনাবাহিনী গ্ৰহণ কৰেছে। আমৱা তদন্তেৰ স্বার্থে ঘটনাৰ সাথে  
সংশ্লিষ্টদেৱ নিয়ে যাবাৰ জন্মে এসেছি।’ বলল সেৱা অফিসার।

ইভা নারিন ও একজন পুলিশ অফিসার চেয়াৰ থেকে উঠল বাইৱে  
যাবাৰ জন্মে।

সংগে সংগেই সেৱা অফিসার বলে উঠল, ‘আপনারা যে-ই হোন,  
এখান থেকে কেউ বাইৱে যেতে পাৰবেন না। মোবাইলও ব্যবহাৰ কৰতে  
পাৰবেন না।’

সৱদাৰ আসতি আওয়াত এবং তাৰ সাথী অন্যদেৱ মুখ শুকিয়ে গেল।  
উৱেগ ফুটে উঠল তাদেৱ চোখে-মুখে। ইভা নারিন ও পুলিশ অফিসারেৰ  
চোখেও বিশ্বায় ফুটে উঠল।

‘কিন্তু অফিসার আপনি হয়তো জানেন না। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাদের তদন্ত চলছে। এই তদন্ত অন্য কোন বিভাগে ট্রান্সফারের সরকারি সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।’ বলল ইত্তা নারিন।

‘সন্ত্রাস দমন এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাছে। চোর-ছ্যাচড় নিয়ে পুলিশের কাজ, সন্ত্রাস নয়।’ সেনা অফিসার বলল।

‘দিভিনের ঘটনাকে যদি সন্ত্রাস দমনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে সে সিদ্ধান্তও সরকারি প্রশাসনকেই নিতে হবে।’ বলল ইত্তা নারিন।

‘দেখুন আপনি কথা বাড়াবেন না। আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। আপনাকে আমরা চিনি। আপনি আমেরিয়ার একজন গোয়েন্দা অফিসার। আপনি অন্যায়ভাবে একজন বিদেশিকে সাহায্য করছেন। এ জন্যে আপনাকেও আমরা দিভিনের সন্ত্রাসের সাথে জড়িত করতে পারি।’ সেনা অফিসার বলল।

‘তাহলে তো আপনাদের ক্ষমতা অনেক এবং সরকারের কাজে আপনারাও সহযোগিতা করছেন। আমাদের টেলিফোন করাকে তাহলে আপনারা ভয় করছেন কেন? আমরা উর্ধ্বতনকে বিষয়টা জানাই। তারা বললে পুলিশ চলে যাবে। আপনাদের কাজ করা সহজ হবে।’ বলল ইত্তা নারিন।

‘আমরা কোন টেলিফোনকে ভয় করি না। কারও কাছে জবাবদিহী করি না। কারও অনুমতি, আদেশও আমাদের দরকার নেই। উপরের কমান্ড থেকে আমাদের উপর আদেশ হয়েছে। আমরা সে আদেশ পালন করব। যারা বাধা হবে, তাদের আমরা সরিয়ে দেব।’ সেনা অফিসার বলল।

‘দেখুন আমরা সবাই সংবিধানের অধীন। সেনাবাহিনীও। কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। সেনা কমান্ড যে আদেশ করে, সেটাও আইনের অধীনেই করে থাকে। যদি মামলার ভার টেরের প্রিভেনশনকে দেয়া হয়, সে সিদ্ধান্তও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থানায় জানাবেন। তারপর সংশ্লিষ্ট থানা কাগজপত্র আপনাদের দিয়ে ‘দেবে- এটাই আইন।’ বলল ইত্তা নারিন।

সেনা অফিসারের দুই চোখ আগুনের মত জ্বলে উঠল । তার ডান হাত  
পকেট থেকে রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে এল । চোখের পলকে তা উঠে এল  
ইভা নারিনের বুক লক্ষ করে । তার অনামিকা চেপে বসছিল ।

ইভা নারিন শপ্তিত ! তার করার কিছু নেই ।

অন্য সবাই বাকরূদ্ধ ।

গুলি এসে বিদ্ধ করছে তাকে, ইভা নারিন চোখ বন্ধ করেছে ।

গুলিরও শব্দ হলো ।

ক্ষণিকের জন্যে চিন্তার ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল ইভা নারিনের ।

এক দুই করে সেকেন্ড পার হতে লাগল । কিন্তু গুলি তো তার গায়ে  
লাগেনি ! তাহলে গুলি গেল কোথায় ?

চোখ খুলল ইভা নারিন । তার চোখ পড়ল সেনা অফিসারের উপর ।

তার ডান হাত রক্তে ভোসে যাচ্ছে । তার হাত থেকে রিভলবার পড়ে  
গেছে ।

ইভা নারিনের চোখ ডান দিকে ঘুরে এল । দেখল আহমদ মুসা  
দাঁড়িয়ে, তার দুই হাতে দুই রিভলবার । তার একটি রিভলবার সেনা  
অফিসারের দিকে তাক করা, অন্য রিভলবার তাক করেছে পাশে দাঁড়ানো  
সেনিকদের দিকে । ক্ষণিকের জন্যে বিমৃঢ় সেনা অফিসারের বাম হাত  
আরেকটি রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে এল ।

‘অফিসার, রিভলবার তুলবে না । হাত গুঁড়ো হয়েছে, এবার মাথা  
গুঁড়ো করে দেব । আমার গুলি লক্ষ্যিত হয় না, আমি দু’বার এক কথা বলি  
না । ক্ষেত্রে দাও রিভলবার সেনা অফিসার ।’ আহমদ মুসার ঠান্ডা, হ্তির  
চোখের দিকে তাকিয়ে রিভলবার আর উপরে তুলল না সেনা অফিসার ।  
হাত থেকে পড়ে গেল তার রিভলবার । সেনা সদস্যরা তাদের স্টেনগান  
উপরে তুলছিল । আহমদ মুসা তাদের লক্ষে কঠোর কঠোর নির্দেশ দিল,  
‘তোমাদের স্টেনগানের গুলি বেরবার আগেই.... ।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারল না । ওদের স্টেনগান  
বেপরোয়াভাবে উপরে উঠছে ।

আহমদ মুসার দুই হাতের রিভলবার সক্রিয় হয়ে উঠল। সেই সাথে  
আহমদ মুসার কষ্ট থেকে উচ্চারিত হলো, ‘ইভা নারিন তুমি অফিসারকে  
দেখ।’

ইভা নারিন আদেশ পাওয়ার আগেই তার রিভলবার হাতে নিয়েছিল  
ওলিকে আহমদ মুসার রিভলবার সাথে বাইরে সাথে সেনাসদস্যদের পাশ  
রিভলবার জুড়ে নিয়েছিল। ইভা নারিন আহমদ মুসার পাশে সদস্যদের  
সাথে টার্টেট করেছিল সেনা অফিসারকে। সেনা অফিসারকে নিয়ে রিভলবার  
নেয়া দেবে ইভা নারিন বলল, ‘রিভলবার ফেঙ্গো দিন আক্ষিমান।’

ইভা নারিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি সেনা অফিসার। তার হাত  
বেপরোয়া গতিতে উঠে আসছিল আহমদ মুসা লক্ষে।

আর সুযোগ দিল না ইভা নারিন। গুলি করল তার হাত লক্ষে। কিন্তু  
তাড়াতাড়ার কারণে গুলিটা গিয়ে বিন্দ হলো বাম বাহুসন্ধিতে। সেনা  
অফিসারের হাত থেকে পড়ে গেল রিভলবার।

ওদিকে আহমদ মুসা যা বলেছিল তাই ঘটল। ওদের স্টেনগান  
টার্গেটে উঠে আসার আগেই আহমদ মুসার দুই হাতের রিভলবার থেকে  
দশটি গুলি বের হয়ে গেল। গুলির অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্ততা সেনা সদস্যদের  
ভীত করে তুলেছিল। অবচেতনভাবেই যেন তারা আত্মরক্ষা করে গুলি  
করার কথা ভোবেছিল। তাদের এই দুর্বলতাই আহমদ মুসাকে দশটি গুলি  
সম্পূর্ণ করার সুযোগ দেয়।

এবার আহমদ মুসা মনোযোগ দিল সেনা অফিসারের দিকে।  
যন্ত্রণায় কাতরানোর বদলে সে গজরাচ্ছিল। বলছিল, ‘সেনা সদস্যদের  
গায়ে হাত তুলেছ, তোমাদের দেখাচ্ছি মজা।’

‘অফিসার তোমার নাম কি? আর্মেনিয়ার দক্ষিণ কমান্ডের কোন  
ইউনিটের তুমি সদস্য? তোমার ইউনিট কম্বারের নাম কি?’ বলল  
আহমদ মুসা।

‘তোমাদের কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি  
ফিরে আসছি।’

কথা শেষে করেই সে পুলিশের উদ্দেশ্যে বলল, ‘আমি রিদেশ দিচ্ছি,  
তোমাদের একজন আমাদের সাথে চল। গাড়ি ড্রাইভ করবে।’

‘অফিসার আপনাকে এক পাও মডতে দেব না, যেমন আছেন তেমনি  
হচ্ছে আমার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি আবশে চলতে পেছো নিজে আমাকে দেবে হচ্ছে। আমি আবশে  
নেবা সদস্যকে নিয়ে আই খবর বলতে ইউনিটকে নিয়ে হচ্ছে।’ সেনা  
অফিসার বলল।

‘আপনার কঞ্চাভাবের নাম, পদবী ও ইউনিটের নামার বলুন,  
টেলিফোন নামার দিন। আমি ওদের টেলিফোন করে দিচ্ছি। ওরা এসে  
যাবে।’

‘কিলারদের কোন সহযোগিতা চাই না।’ সেনা অফিসার বলল।

হাসল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই আহমদ মুসার মুখ গল্পীর হয়ে উঠল।  
তাকাল ইভা নারিনের দিকে। বলল, ‘পুলিশ অফিসারকে বল তাকে  
গ্রেফতার করতে। আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করব।’

‘কিন্তু জনাব, সেনা অফিসারকে পুলিশ কত্তুক গ্রেফতার করতে হলে  
সুস্পষ্ট অভিযোগ চাই, ওপরের অনুমতি ও দরকার।’ ইভা নারিন বলল।

‘নকল সেনা অফিসার ও সদস্যকে গ্রেফতার করতে কি অনুমতি ও  
আগাম অভিযোগ দায়েরের দরকার আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠল ইভা নারিনের চোখে-মুখে। বলল, ‘প্রথমে আমি ভয়  
পেয়ে গেলেও পরে আমি এমন ধারণাই করেছিলাম। আপনি নিশ্চিত  
তো?’

‘অবশ্যই।’ বলল আহমদ মুসা।

ইভা নারিন তাকাল পুলিশ অফিসারের দিকে। বলল, ‘সেনা  
অফিসারের ছান্নবেশ ধারণ, পুলিশের প্রতি অসদাচরণ ও কিডন্যাপ চেষ্টার  
দায়ে নকল সেনা অফিসারকে গ্রেফতার করুন।’

পুলিশ অফিসার ও পুলিশ সদস্যরা শুরু থেকেই ভয়ানক বিব্রত  
অবস্থায় ছিল ও পরে ভীত হয়ে পড়েছিল। তাদের অফিসার ইভা নারিনের

প্রতি সেনা অফিসারের ব্যবহার তাদের বিশুল্ক করলেও সেনা সদস্যদের  
হত্যা ও সেনা অফিসারকে আহত করাকে তারা সমর্থন করতে পারেন।  
তাদের সামনে এঘটনা ঘটায় এবং তারা কিছু করতে না পারায় তারা জাঁচ  
হয়ে পড়েছিল।

ইত্তা নারিনের নির্দেশে তাদের কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।

পুলিশ অফিসার এগোলো নকল সেনা অফিসারকে হেঞ্চার করতে।

‘আমাকে হেঞ্চার করবে আহমদ মুসা!’ বলে হো হো করে হেসে উঠে  
ইউনিফর্মের কলারের একটা বোতাম কামড়ে ধরল নকল সেনা  
অফিসার।

শেষ মুহূর্তে বুবাতে পেরে আহমদ মুসা ছুটে গেল নকল সেনা  
অফিসারের কাছে। কিন্তু দেখল সব শেষ। ভয়ংকর পটাশিয়াম সায়নাইট  
মুহূর্তও সময় দেয় না।

বৈঠকখানার তিনি দিকের চতুর তখন লোকে ভরে গেছে। প্রথম গুলি  
হবার পরই মিটিংরুম থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে। চারদিকের যারা  
শুনেছে তারাও ছুটে এসেছে।

ঘটনা তাদেরকে ভীষণ ভীত, উদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। বিশেষ করে  
আহমদ মুসার নিরাপত্তা চিন্তায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।  
সেনাবাহিনীর একজনও নিহত হওয়া বড় ব্যাপার! আর আহমদ মুসা  
দশজন সেনা সদস্যকে হত্যা করেছে এবং একজন সেনা অফিসারকে  
আহত করেছে এটা ভয়ানক ব্যাপার! এনিয়ে দেশে হলুস্তুল পড়ে যাবে।  
সেনা অফিসার ও সেনা সদস্যরা নকল জানার পর তাদের উদেগ দূর  
হলো। কিন্তু বড় প্রশ্ন তাদের সামনে এল, আহমদ মুসা জানল কি করে  
যে, ওরা আসল নয়, নকল সৈনিক?

‘দুর্ভাগ্য, এদের কাউকেই জীবন্ত ধরা যাচ্ছে না। ধরা পড়া নিশ্চিত  
হলেই এরা সবাই একই পথ অনুসরণ করছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আল্লাহর হাজার শুকরিয়া। মহান ভাই আহমদ মুসা আবার  
আমাদেরকে মহালিপদ থেকে বাঁচালেন। ওরা সন্তাসী পাঠিয়ে, বোমা

মেরে যা করতে পারেনি, সেটাই তারা করত সেনা সদস্য সেজে আমাদের সকলকে ধরে নিয়ে গিয়ে। আমি, সম্ভবত আমরা কেউই বুঝতে পারছি না, জনাব আহমদ মুসা সবার শেষে এখানে এলেন কেন, কি করে তিনি বুঝলেন যে ওরা আসল সৈনিক নয়? তিনি আমাদের এ কোতুহল নিষ্ঠিত করলে আমরা খুশি হবো।' সরদার আসতি আওয়াত বলল।

সরদারের কথা শেষ হতেই সবাই একবাক্যে বলে উঠল, 'আমরাও জানতে চাই। আমরা ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম সেনা সদস্য মারা পড়া দেখে। এমন একটা ঘটনা দিভিন উপত্যকার অস্তিত্বই শেষ করে দিতে পারত।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল আহমদ মুসা, 'সেনা ইউনিট আসার বিষয়টাকেই আমি সন্দেহের চোখে দেখেছিলাম। পুলিশ যেখানে তদন্তে এসেছে সেখানে সেনাবাহিনীর কেউ আসার কথা নয়। সন্দেহের আরেকটা কারণ ছিল, ইভা নারিন তার বাবার কাছ থেকে তথ্য পেয়েছিলেন আর্মেনিয়ার দক্ষিণ কমান্ডের একজন উর্ধবর্তন কমান্ডারের কাছে একটা চরমপন্থী ধর্মীয়গোষ্ঠি একটা সেনা ইউনিটের সাহায্য চেয়েছিলেন। শুনেই আমার মনে হয়েছে দিভিনের জন্যে এটা চাওয়া হতে পারে। প্রকৃত ঘটনা কি সে বিষয়ে চিন্তার জন্যে আমার কিছু সময়ের প্রয়োজন। এজন্যে সরদার সাহেবদের পাঠিয়ে আমি আমার ঘরে গিয়েছিলাম। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল, সেনা সদস্য যারা এসেছে তাদেরকে ভালো করে দেখা দরকার। আমার ব্যালকনি থেকে বৈঠকখানার সবাইকে দেখা যায়। আমি চোখে দূরবীণ লাগিয়ে সেনা সদস্যদের দেখতে গিয়ে বড় একটা অসংগতি দেখলাম। আর্মেনিয়ান সেনাবাহিনীর বর্তমান ইউনিফর্ম তিনি কালারের সাদা জমিনের উপর ডার্ক গ্রে ও লাইট গ্রীন রং। আর এদের ইউনিফর্মে দেখুন দুই রং-সাদা জমিনের উপর ডার্ক গ্রে রং। এই দুই রঙের ইউনিফর্ম একমাস আগে পর্যন্ত ছিল, এক মাস আগে এক হ্যান্ডআউট প্রকাশের মাধ্যমে পোষাক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সংগে সংগেই তা কার্যকর করা

হয়েছে। আমার সন্দেহের পক্ষে এটা একটা বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল।  
'এরপর আমি ইভা নারিনের বাবাকে টেলিফোন করলাম এটা জানার  
জন্যে যে, 'আজ সন্ধ্যার পরে আর্মেনিয়ার দক্ষিণ কমান্ডের কোন সেনা  
ইউনিটকে দিভিনে পাঠানো হয়েছে কি না। তিনি খৌজ নিয়ে অন্ধক্ষণ  
পরেই জানালেন, দিভিনে কেন দক্ষিণ আর্মেনিয়ার কোথাও কোন সেনা  
ইউনিট পাঠানো হয়নি সন্ধ্যার পরে। আমি আরও নিশ্চিত হয়ে গেলাম  
যে, সেনা সদস্যের ছদ্মবেশে আমাদের শক্রাই তাহলে এসেছে।  
বৈঠকখানায় তুক্তই দেখলাম, সেনা অফিসার ইভা নারিনকে গুলি  
করতে যাচ্ছে। তার পরের ঘটনা আপনারা সবাই জানেন।' থামল  
আহমদ মুসা।

'মহান ভাই আহমদ মুসা, আল্লাহ আপনাকে অসীম নেয়ামতের মালিক  
করেছেন। আল্লাহ দীর্ঘজীবী করুন আপনাকে! আমরা, পুলিশ এমনকি  
ম্যাডাম ইভা নারিন পর্যন্ত সেনা সদস্যদের ইউনিফরম-এর রঙ দেখে  
কোন সন্দেহ করতে পারিনি। কিন্তু আপনি এদেশের লোক না হয়েও  
সেনাবাহিনীর ইউনিফরম পরিবর্তনের বিষয়টি মনে রেখেছেন! আল্লাহর  
হাজার শোকর, আর ধন্যবাদ আপনাকে।' বলল সরদার আসতি  
আওয়াত।

'মানুষ মাত্র মাধ্যম। বিভিন্ন উপলক্ষের মাধ্যমে আল্লাহই সাহায্য  
করেন। তার জন্যেই আমাদের সব কৃতজ্ঞতা।' বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'ইভা নারিন, পুলিশকে  
তাদের কাজ শেষ করতে বল। ভুয়া সেনা ইউনিট আমাদের একটা ক্রেশ  
বাড়াল এবং পুলিশের কাজও বাড়ল।'

'ঠিক বলেছেন জনাব।'

বলে ইভা নারিন পুলিশের দিকে এগোলো। পেছনে তাকিয়ে সরদার  
আসতি আওয়াতকে বলল, 'জনাব, আপনিও আসুন।'

'জি জনাব আপনিও যান। আহমদ নেবেজ ও মোহাম্মাদ বেহেজের  
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্�্শীর বিবরণ দেবে হেদি হোয়ারি আর ভুয়া সেনা  
আতৎকের দিভিন উপত্যকা ১২৬

ইউনিটের ঘটনার বিবরণ দেবেন আপনি। পুলিশও এখানে প্রত্যক্ষদর্শী।  
বলল আহমদ মুসা।

‘যাচ্ছ জনাব। একটা প্রশ্ন, কেন আমাদের বিরুদ্ধে শক্তা; এটা  
জানলাম। কিন্তু কারা এই শক্তা করছে, এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট  
হয়নি।’ সরদার আসতি আওয়াত বলল।

‘তাদের নাম দু’এক কথায় এসেছে, কিন্তু তাদের পরিচয় বলা হয়নি।  
দুঃখিত। এদের সংস্থার নাম ‘ব্ল্যাক আর্মেনিয়ান টাইগার।’ এপর্যন্ত যেটুকু  
জানা গেছে তাতে এই দল বা গ্রুপের নেতার নাম সেন্ট আর্থার আলেক্স  
সেমভেল। ব্ল্যাক আর্মেনিয়ান টাইগার একটা চরমপক্ষী ধর্মীয় সংগঠন।  
ধূশির খবর হলো, ইভা নারিনের বাবা সেন্ট সেমভেলের খোঁজ নিয়ে তার  
বিষয়ে জানাতে চেয়েছেন। তিনি জানালে আমরা সবাই জানতে পারব।  
দিভিনের ঘটনাগুলোর একটা কিনারা করে আমরাও এবার সন্ধানে বের  
হবো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ জনাব আহমদ মুসা। আমি আসছি।’ বলে সরদার আওয়াত  
ইভা নারিনের পেছনে পেছনে হাঁটা শুরু করল।

আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল শিন সেনগার। আহমদ মুসার  
চোখ তার উপর পড়তেই তাকে ডাকল।

শিন সেনগার এসে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। মুখ গন্তীর। অনেক  
কানাকাটি করায় চোখ তার ফোলা ফোলা।

‘বোন শিন সেনগার, আমি তোমার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু বলতে  
পারি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার, আমাকে বোন বলার পর আবার এ কথা বলছেন কেন?’ শিন  
সেনগার বলল।

‘তুমিও আমাকে স্যার বলেছ, ভাই বলনি।’ বলল আহমদ মুসা  
দ্বেষমাখা কষ্টে।

হঠাৎ শিন সেনগার ছুটে এসে আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসে  
পড়ল। আহমদ মুসার হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল। বলল কাঁদতে  
কাঁদতে, ‘সাহস পাইনি ভাইয়া।’

আহমদ মুসা সাত্ত্বনা দিয়ে তাকে তুলে পাশের চেয়ারে বসাতে গেল।  
কিন্তু সে চেয়ারে বসল না, চেয়ার ছেড়ে আহমদ মুসার পায়ের কাছে  
মাটিতেই বসল।

‘এখন তুমি কোথায় থাকবে ঠিক করেছ?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘কেন, বাড়িতে?’ শিন সেনগার বলল।

‘ওবাড়িতে তোমার তো আপন কেউ নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘চাকর-বাকর সবাই পুরানো, বিশ্বস্ত।’ শিন সেনগার বলল।

‘তবুও তারা তোমার আপন কেউ নয়। তুমি সেখানে থাকতে পার না।  
দিভিনে তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তেমন কেউ নেই ভাইয়া।’ শিন সেনগার বলল।

‘তুমি এরদেলানকে কেমন মনে কর বোন?’ বলল আহমদ মুসা।

প্রশ্ন শনেই মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল শিন সেনগারের। সংগে কোন  
উত্তর দিল না সে।

‘দেখ, বড় ভাইয়ের কাছে কিছু লুকোতে নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাকে ভালো জানি ভাইয়া।’ শিন সেনগার বলল।

‘এই ভালো জানার কি সীমা আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

লজ্জারাঙ্গ মুখ নিচু করল শিন সেনগার। বলল, ‘নেই ভাইয়া।’

আহমদ মুসা ডাকল এরদেলানকে।

এরদেলান, শেপল, আহমদ নেবেজরা দাঁড়িয়েছিল বৈঠকখানার  
বাইরে, চতুরে। তারা আহমদ মুসাদের দিকেই তাকিয়েছিল।

এরদেলান এল। তার সাথে সাথে শেপল এবং আহমদ নেবেজও।

ওদের আসতে দেখে শিন সেনগার উঠে আহমদ মুসার চেয়ারের পাশে  
দাঁড়াল। এরদেলানরা এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে।

‘এরদেলান তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, ঠিকঠাক জবাব দেবে। সংসার  
নিয়ে কি তোমার কোন স্পন্দন আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে জবাব দিল না। তাকাল শেপলদের দিকে, তাকাল  
জড়োসড়োভাবে দাঁড়ানো শিন সেনগারের দিকে। বলল, ‘আছে সাব।’

‘আমার কথা তুমি বুঝেছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘বুঝেছি স্যার’ এরদেলান বলল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বিব্রত  
তাব তাতে।

ঠিক এ সময় সেখানে এল সরদার আসতি আওয়াত ও ইভা নারিন।  
সরদার আসতি আওয়াত বলল, ‘তাড়াতাড়িই কাজ শেষ হয়ে গেল।  
ম্যাডাম ইভা নারিনের নির্দেশমত পুলিশ সব লিখেই রেখেছিল। শুধু  
দন্তখত করতে হলো।’

কথা বলতে বলতেই সরদার আসতি আওয়াত আহমদ মুসার পাশের  
চেয়ার টেনে নিয়ে দক্ষিণ পাশে আহমদ মুসার দিকে মুখ করে বসল।

ইভা নারিন শেপলকে টেনে নিয়ে পাশাপাশি দুই চেয়ারে বসল।  
‘সরদার সাহেব আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন। আমি আপনাকেই  
আশা করছিলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বলুন কি ব্যাপার? নতুন কিছু।’ সরদার আসতি আওয়াত বলল।  
‘শুধু নতুন নয়, ভারি কিছু।’ বলল আহমদ মুসা।

গম্ভীর হয়ে উঠল সরদার আসতি আওয়াতের মুখ।  
‘ভারি সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে চলছি। আবার ভারি কিছু! ভয় করছে  
শুনতে।’ সরদার আসতি আওয়াত বলল।

‘ভয়ের নয়, এই ভারি বিষয়টা আমন্দের, যদি আপনি দ্বিমত না  
করেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আলহামদুলিল্লাহ, বলুন প্রিজ।’ সরদার আসতি আওয়াত বলল।  
আহমদ মুসা শিন সেনগারকে দেখিয়ে বলল, ‘এ আমার ইয়াতিম ছোট  
বোন। আমার এই ইয়াতিম বোনকে কি আপনি আপনার পুত্রবধূ হিসেবে  
ধরণ করতে পারেন?’

সরদার আসতি আওয়াত শোনার সংগে সংগে উঠে গিয়ে আহমদ  
মুসার দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।  
আপনার ছোট বোনকে পাওয়া আমাদের পরম সৌভাগ্য। এমন সুন্দর  
প্রস্তাবের জন্যে আল্লাহ আপনাকে যায়াহ দান করুন।’

বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সরদার আসতি আওয়াত। সে এগিয়ে  
গিয়ে শিন সেনগারের মাথায় হাত বুলিয়ে অশ্রূকৃদ্ধ কঢ়ে বলল, ‘এই  
মায়ের কথা অনেকক্ষণ ভেবেছি। সে পিতা-মাতা দুইজনকে হারাল। সে  
থাকবে কোথায়, কার কাছে থাকবে। দিভিনে তার তেমন কোন আত্মায়  
স্বজনও নেই। আমি এর সমাধান খুঁজে পাইনি। আমাদের মহান ভাই  
আহমদ মুসা ইতিমধ্যে তাকে বোন বানিয়ে নিয়েছেন, তার সমস্যার  
সমাধানও করে ফেলেছেন। আল্লাহর হাজার শোকর। হাজার  
মোবারকবাদ আমাদের মহান ভাইকে।’ থামল সরদার।

সরদার আসতি ফিরে গিয়ে তার চেয়ারে বসল। বলল, ‘সমানিত  
ভাই, এবার আপনার বোনটিকে আমার কবে পাচ্ছি?’

‘বিয়ে আজ হতেও আমার কোন আপত্তি নেই। তা যদি সম্ভব না হয়,  
তাহলে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত শিন সেনগার শেপলের কাছে থাকবে।

‘আমাদের সমানিত ভাইয়ের আপত্তি না থাকলে আমারও আপত্তি  
নেই। আজই বিয়ে হবে আর ভাই আহমদ মুসা বিয়ে পড়াবেন।’ সরদার  
আসতি আওয়াত বলল।

‘আল হামদুল্লাহ।’ বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, ‘বিয়ের কথাই যখন  
হচ্ছে, তখন আরেকটা প্রস্তাবও আমি আপনার সামনে আনছি। আমি মনে  
করি, শেপল ও আহমদ নেবেজের বিয়েও হয়ে যাওয়া দরকার। দিভিনের  
বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তাদের দু'জনকে একত্রে মুভ করতে হচ্ছে,  
কাজ করতে হচ্ছে। বিয়ে-বহির্ভূত এই মেলামেশা ঠিক নয়।’

‘সমানিত ভাই আহমদ মুসা ঠিকই বলেছেন। বিষয়টা সত্যিই দৃষ্টিকৃত  
হয়ে উঠেছে। মহান ভাইকে জানাচ্ছি, তাদের বিয়ের ব্যাপারে একটা  
অযোধ্যিত সিদ্ধান্ত হয়েই আছে। আমিও মনে করি অবিলম্বে বিয়ে হয়ে  
যাওয়া উচিত।’ সরদার আসতি আওয়াত বলল।

শিন সেনগার আহমদ মুসার চেয়ারের পেছনে বসে পড়েছিল। আর  
শেপল উঠে বাইরে চলে যাচ্ছিল ইত্বা নারিনের কাছ থেকে।

ইভা নারিন কয়েক ধাপ ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। ধরে নিয়ে  
এসে আবার বসাল তার পাশের চেয়ারে। শেপলের কানের কাছে মুখ  
নিয়ে বলল, ‘পালাচ্ছ কেন? আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ দাও। একেই বলে  
সত্যিকার নেতা। দেখ, শিন সেনগার বাপ-মা হারিয়ে অসহায় হওয়ার  
সংগে আহমদ মুসা তার বড় ভাই হয়ে গিয়ে তার আশ্রয় হয়ে  
দাঁড়ালেন এবং বিয়ে দিয়ে স্থায়ী ও গৌরবপূর্ণ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে  
দিলেন।’

‘ওটা ঠিক ছিল, কিন্তু আমাদের প্রসঙ্গটা....।’ কথা শেষ না করেই  
থেমে গেল শেপল।

‘দেখ, পোষাকী কথা বলো না। মনের কথা বলো। তোমাদের মন যা  
চায়, আহমদ মুসা কি সেটাই করেননি?’ বলল ইভা নারিন।

‘আমি জানি না। এ বিষয়টা এমন ঘনিষ্ঠভাবে কথনও ভাবিনি।’  
শেপল বলল।

‘ভাবনি, এটা কি ঠিক?’ বলল ইভা নারিন।

রাঙা হয়ে উঠা শেপলের মুখ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। বলল, ‘ভাবনি তা  
নয়। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে কিছু বলিনি।’

শেপলের কথা ইভা নারিনের কানে খুব বেশি তুকেন। তার মনোযোগ  
ছুটে গিয়েছিল আহমদ মুসাদের নতুন আলোচনার দিকে।

ওনেই ইভা নারিন খুশিতে জড়িয়ে ধরল শেপলকে। বলল,  
‘তোমাদেরও আজ বিয়ে হচ্ছে। একদিনে একই সময়ে দুই জোড়া বিয়ে।  
এমন হ্রিল আমার জীবনে দ্বিতীয় আসেনি।’

কথাটা শেষ করেই ইভা নারিন শেপলের মুখ সামনে টেনে এনে বলল,  
আজ বিয়ে, কি মনে হচ্ছে বল তো?’

‘কিছু ভাবতে পারছি না। সবগুলিয়ে যাচ্ছে। আমি প্রস্তুত নই।’ শেপল  
বলল।

হাসি ফুটে উঠল ইভা নারিনের ঠাঁটে। বলল, ‘বিয়ের জন্যে আবার  
ঘন্টি কি?’

এট  
আ  
কাউ  
চিন  
‘স্যা  
দেয়  
নয়  
আপ  
নিচি  
আপ  
আপ  
না।  
মনে  
জীব  
ইভা  
আম  
তার  
স.  
গেত  
যত্ত

‘তাও আমি জানি না।’ শেপল বলল। তার রাঙা মুখটি বিস্রাত।  
শেপলের উত্তর শব্দে হাসল ইভা নারিন।  
‘কিছু বলতে যাচ্ছিল ইভা নারিন, কিন্তু তার ডাক পড়ল। আহমদ হৃষি  
তাকে ডাকল।  
কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল সে। এগোলো আহমদ মুসার দিকে।  
‘ইভা নারিন, তোমার এখন অনেক দায়িত্ব। তুমি শেপল ও কিং  
সেনগারকে তৈরি করার দায়িত্ব নাও।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘ধন্যবাদ। আমি খুব খুশি।’ ইভা নারিন বলল।  
‘ধন্যবাদ ম্যাডাম ইভা নারিন। আমি খুব খুশি হলাম। আমার বাড়ি  
এখন শূন্য। আতীয়-স্বজন ডাকারও তেমন সুযোগ নেই। আর অনুষ্ঠান  
আমরা খুব সিস্পল করতে চাই।’ সরদার আসতি আওয়াত বলল।  
‘ওয়েলকাম আপনাদের সিদ্ধান্তকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সিস্পল।  
সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হওয়াই উচিত।’ ইভা নারিন বলল।  
‘ধন্যবাদ ইভা নারিন। আপনি কাজে লেগে যান। আজকের রাতটা  
নিশ্চয় মনে রাখার মত হবে।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘অবশ্যই জনাব। তবে বাড়ি থেকে বেরুবার পর যতক্ষণে মুহূর্ত গেছে  
সবই আমার জন্যে অবিস্মরণীয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার।’ ইভা  
নারিন বলল। ইভা নারিনের কথা শুনতে পায়নি, এমন ভাব করে আবার  
সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।  
সবাই উঠে দাঁড়াল।

### বেলা দশটা

ইভা নারিন ছুটে এসে আহমদ মুসার ঘরে ঢুকল। বলল, ‘জনাব  
আহমদ মুসা। বাবা কথা বলবেন আপনার সাথে।’  
আহমদ মুসা দ্রুত মোবাইল নিল ইভা নারিনের হাত থেকে।  
‘গুড মর্নিং স্যার। আমি আহমদ মুসা।’

‘আপনি আহমদ মুসা, এটা আপনি আমাকে জানাননি, ইভাও আমাকে  
এটা জানায়নি, গোয়েন্দা তথ্যে আমি জেনেছি।’ বলল ইভা নারিনের বাবা  
আর্মেনিয়ার পুলিশ প্রধান অ্যারাম আঙ্গুলিক।

‘স্যার স্যার। শুধু কাজের স্বার্থেই আমি বলতে পারিনি। নীতি হিসাবে  
কাউকেই বলিনি বলে আপনাকেও বলা হয়নি। দিভিনের শাইখ আমাকে  
চিনতে পারে। তার ফলেই আমার নাম প্রকাশ হয়ে পড়েছে।’

একটু থামল আহমদ মুসা। সংগে সংগেই আবার বলল আহমদ মুসা,  
‘স্যার আমাকে ‘আপনি’ বলে সমোধন করেছেন, এটা আমাকে লজ্জা  
দেয়া।’

‘বলেন কি! মার্কিন প্রেসিডেন্টের পাশে বসে মিটিং করেন। শুধু তাই  
নয়। আপনার কাহিনীগুলো আমাদের বিস্মিত করে, অনুপ্রাণিত করে।  
আপনি যা করেন সবই মানুষের স্বার্থে, মজলুমের স্বার্থে, অত্যাচারিত,  
নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। না দেখেই আমি  
আপনাকে শুন্দা করে আসছি। ‘তুমি’ সমোধন আমার ধৃষ্টতা হবে।’

‘আপনি আল্লা এলিনা আর ইভা নারিনের বাবা। আমার বাবার মত।  
আপনি আমাকে ‘আপনি’ সমোধন করতে পারেন না। আমি এটা মানব  
না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সত্যি আহমদ মুসা অনেক যোগ্যতা ও গুণে তুমি অতুলনীয়। আমার  
মনে হয়, তোমার সবচেয়ে বড় গুণ তোমার মানবিকতা, পরার্থে তোমার  
জীবন উৎসর্গ। এই গুণ তুমি কোথায় পেলে? তোমার আদর্শ কে?’ বলল  
ইভা নারিনের বাবা পুলিশ প্রধান আবেগে জড়িত কঠে।

‘আমার আদর্শ আমার নবী, শেষ প্রোফেট মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.।  
আমার রাসূলের পথে একজন বৃদ্ধা মহিলা কাঁটা বিছিয়ে রাখত। রাসূল স.  
তার পথে কয়দিন কাঁটা পেলেন না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন আল্লাহর রাসূল  
স.। ভাবলেন মহিলাটির অসুখ-বিসুখ হয়নি তো! মহিলাটির বাড়িতে  
গেলেন রাসূল স.। দেখলেন, সত্যই সে অসুস্থ। আল্লাহর রাসূল স. সেবা  
যত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। আর একটি ঘটনা, শক্রপক্ষের’

ব  
ম  
‘  
ত  
য  
চ  
ধ  
স  
তঁ  
নে  
এ  
বে  
ধ  
ৰ  
ব  
বে  
স  
হ  
ত  
চ  
ৰ  
ত  
জ  
ি

একজন মেহমান সেজে তাঁর বাড়িতে এসে শোবার বিছানাপত্র পায়খন্দ  
করে নষ্ট করে ফেলল । রাসূল স. মেহমানকে কিছুই বলেননি । নিজহাত  
বিছানাপত্র পরিষ্কার করেছেন । আমাদের প্রিয় নবীর সব যুদ্ধই ছি  
আত্মরক্ষার যুদ্ধ । নিজেরা না খেয়ে বন্দী সৈনিককে খাইয়েছেন  
যুদ্ধক্ষেত্রে আহত শক্র সৈন্যের চিকিৎসাকে সমান চোখে দেখেছেন  
আমাদের ধর্মের প্রধান নির্দেশ, প্রধান প্রেরণাই হলো ‘ফি সাবিলিল্লাহ  
কাজ করা । ফি সাবিলিল্লাহ’র অর্থ হলো নিঃস্বার্থভাবে ‘আল্লাহর জন্যে  
অর্থাৎ সত্য, ন্যায় ও মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করা । যুদ্ধ ক্ষে  
করতেই হয়, তাহলে সেটা নিজ বা কারও স্বার্থ পূরণের জন্যে নয়, সত্য  
ন্যায় ও মানুষের মঙ্গলের জন্যে হতে হবে এবং তা হতে হবে আইন  
সংগত অথরিটির অধীনে । এই আদর্শের অনুসরণেই আমি কিছু করা  
চেষ্টা করি জনাব ।’ থামল আহমদ মুসা ।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা । তুমি যা বললে, তা দিয়ে একটা মহাঘৃষ্ণ রচন  
করা যায় । তোমাদের ধর্ম ও তোমাদের রাসূল মোহাম্মদ সম্পর্কে কিছু  
পড়েছি আমেরিকায় ট্রেনিং-এর সময় । সত্যই তোমাদের ধর্ম আধুনিক  
যুগের আধুনিক মানুষের জন্যে । আমি আনন্দিত যে, তোমার মধ্যে জীবন  
ইসলামকে দেখার সুযোগ হলো । ইভা নারিন আমাকে সব বলেছে  
তোমার চরিত্রের মত চরিত্রের কথা আমরা স্বপ্নে ভাবারও যোগায়  
হারিয়েছি । তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ।’ বলল ইভা নারিনের বাবা পুলিশ  
প্রধান আ্যারাম আন্দ্রানিক ।

‘আমাদের রাসূল স.-এর একটা উক্তি : ইসলামী সমাজে একজন  
সুন্দরী নারী অর্থ-সম্পদ সাথে নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে  
একা সফর করলেও তার দেহ, অর্থ-বিস্ত সবই নিরাপদ থাকবে ।’ আহমদ  
মুসা বলল ।

‘তুমি বলছ সোনার মানুষ আর সোনার সমাজের কথা । আমরাও এর  
স্বপ্ন দেখি । কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার কোন উপায় আমাদের হাতে  
নেই ।’ বলল পুলিশ প্রধান আ্যারাম আন্দ্রানিক ।

‘কিন্তু স্যার মানব মনে বাস্তব যে চাওয়ার সৃষ্টি হয়, তার পূরণের  
ব্যবস্থাও আল্লাহ দুনিয়াতে রাখেন।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল অ্যারাম আন্দ্রানিক। মিষ্টি হাসি। বলল, ‘আমি জানি আহমদ  
মুসা, ইসলাম যাদের ধর্ম, তাদের এ কথা বলার অধিকার আছে।’

একটু থামল অ্যারাম আন্দ্রানিক। সংগে সংগেই আবার বলে উঠল,  
‘আহমদ মুসা, এবার তোমার কাজটার কথায় আসি। তোমার সেন্ট  
আর্থার অ্যালেক্স সেমভেলকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমেরিনিয়ায়  
যতগুলো চার্চ সংগঠন আছে, প্রত্যেকটিতে আমাদের লোক গেছে,  
চার্চগুলোতে খোঁজ নিয়েছে, কিন্তু এই নামের কোন ঘাজক, ফাদার, খ্রিস্ট  
ধর্মনেতাকে পাওয়া যায়নি। সব শেষে আমেরিনিয়ার সবচেয়ে সমানিত,  
সবচেয়ে দায়িত্ববান ধর্মগুরু সেন্ট গ্রেগরির চার্চে আমি নিজে গিয়েছিলাম।  
তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম এই নামের কোন খ্রিস্ট ধর্মনেতা বা খ্রিস্টান  
নেতা তার জানার মধ্যে থাকলে আমাদের সন্ধান দেবার জন্যে। তিনি  
একটু চিন্তা করে জানালেন, চার্চ কিংবা কোন ধর্মীয় সংগঠনে এই নামের  
কোন নেতা নেই। কিন্তু নাম শুনে মনে হচ্ছে চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন  
ধর্মগুরুর নাম এমন হতে পারে না। তারপর আবার তিনি ভাবলেন।  
বললেন, এমন নাম আপনারা কোথায় পেলেন? আমি বলেছিলাম, ‘এক  
গোয়েন্দা রিপোর্টে এই নাম এসেছে।’ তাহলে তিনি কি কোন ক্রাইমের  
সাথে জড়িত? জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি।’ বিষয়টা আমাদের কাছে স্পষ্ট  
হয়নি, তবে চিন্তার দিক দিয়ে তিনি চরমপন্থী ধরনের।’ বলেছিলাম  
আমি। ‘আপনাদের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হওয়ার পরেই তো তার ব্যাপারে  
খৌজখবর নেয়া উচিত নাকি?’

বলেছিলেন তিনি, আমি হতাশ হয়ে চলে আসছিলাম। সবশেষে তিনি  
একটা পরামর্শ দিলেন। বললেন, ‘আমি দেশের প্রাচীনতম মন্দিরের  
সেবায়েত। আমার চিন্তার সবটুকু জুড়ে খ্রিস্ট ধর্ম। আমি দেখতে পাচ্ছি,  
আমাদের অবস্থান অব্যাহতভাবে সংকুচিত হচ্ছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি,  
সরকারেরও এ নিয়ে ভাবা দরকার। আমার কথা তো বললাম, এখন তুমি  
কি ভাবছ বল।’ বলল পুলিশ প্রধান অ্যারাম আন্দ্রানিক।

‘ইত্তা নারিনের অভিজ্ঞতা থেকে যা জানতে পেরেছি এবং তিক্ষ্ণা  
বেক্ষনের সাথে সংশোষিত যে তথ্য পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে সেন্ট আর্থার  
আলেক্স সেম্বেল ইয়েরেভেনেই থাকেন। আপনারা অনুসন্ধান বন্ধ  
করবেন না প্রিজ। আমি ইয়েরেভেনে আসব। একটা অনুরোধ, দিভিনের  
সবগুলো প্রবেশ পথে পুলিশ পাহারা বসাবার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।  
আর দিভিনের জন্যে সার্বক্ষণিক শক্তিশালী ভাম্যঘাণ একটা ইউনিট চাই,  
প্রিজ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তোমার সবগুলো পরামর্শই বাস্তবায়িত হবে। তবে শর্ত হলো, তুমি  
ইয়েরেভেনে এসে আমার বাসায় উঠবে।’ বলল অ্যারাম আন্দ্রানিক।

‘আপনার বাসায় উঠতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু ইয়েরেভেনে আমার  
উপস্থিতি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চাই। আপনার বাসায় উঠলে সেটা হবে  
না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি আহমদ মুসা।’ আমার দ্বিতীয় আরো একটা প্রস্তাব আছে।  
ইয়েরেভেনের বিদেশি অধ্যাসিত অভিজ্ঞতা এলাকায় ইভা নারিনের একটা  
ফ্ল্যাট আছে। ফ্ল্যাটটা পড়েই আছে। ফ্ল্যাটের সাথে আমাদের সংশোষিতার  
কথা কেউ জানে না। আমাদের বাড়িতে অসুবিধা হলে তুমি সেখানেই  
উঠ।’ বলল অ্যারাম আন্দ্রানিক।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমার ভালো লেগেছে এই প্রস্তাব।’ বলল আহমদ  
মুসা।

‘তাহলে কবে আসছ?’ বলল অ্যারাম আন্দ্রানিক।

‘দিভিনের নিরাপত্তা আপনি যত তাড়াতাড়ি নিশ্চিত করতে পারবেন,  
তত তাড়াতাড়ি আমি আসতে পারব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে, ওটা ইমিডিয়েটলি হয়ে যাবে।’ বলল পুলিশ প্রধান  
অ্যারাম আন্দ্রানিক।

‘ধন্যবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে, আমি রাখছি। সব ক্ষেত্রে সব কাজে তোমার সাফল্য  
কামনা করি। বাই।’

‘বাই, স্যার’ বলে আহমদ কল অফ করে ইভা নারিনকে দিয়ে দিল।  
‘আমি টায়ার্ড আপনাদের কথা শুনতে শুনতে। এত লম্বা টেলিফোন  
বাবা আপনাকে করল! অথচ দু'তিন মিনিট পার হতেই বাবা ধমকে আমার  
টেলিফোন রেখে দেন। বলেন, টেলিফোন জরুরি প্রয়োজনের জিনিস।  
এটা আটকে রাখা ঠিক নয়।’ ইভা নারিন বলল।

‘আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি সেন্ট আর্থার আলেক্স সেমভেলের  
বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু তার তো সন্ধান মিলল না।’

ইভা নারিন বলল।

‘এই যে ব্যাপক চেষ্টা তিনি করেছেন এটা খুব বড় বিষয়। এর মধ্যে  
দিয়ে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের একটা মিলিভেশন হয়ে গেল যে, তারা সেন্ট  
সেমভেলের বিরুদ্ধে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক বলেছেন। এটা একটা বড় লাভ।’

বলেই একটা দম নিয়ে আবার বলে উঠল, ‘বুঝালাম আপনি  
ইয়েরেভেন যাচ্ছেন এবং সেটা ব্র্যাক আর্মেনিয়ার টাইগারের সন্ধানে। এর  
অর্থ আপনি অত্রারক্ষা থেকে আক্রমণে যাচ্ছেন।’

‘হ্যাঁ ইভা নারিন, ঐ সন্ধানীদের পরাজিত না করা পর্যন্ত দিভিন ও  
দিভিনবাসীরা নিরাপদ হবে না এবং আর্মেনিয়াও সন্ধাসমুক্ত হবে না।’  
বলল আহমদ মুসা।

‘আমার খুব খুশি লাগছে। নিশ্চয় আমি সাথে থাকছি। বাবাকেও আমি  
বলেছি।’ ইভা নারিন বলল।

‘এ ধরনের কাজ একা করার মধ্যেই নিরাপত্তা বেশি আছে। আমি  
সেটাই করতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি ঠিক বলেছেন। এ ধরনের কাজে নিরিবিলি ও নিঃশব্দে  
এগোতে হয়। তাহলে আমারও তো একা চলার অধিকার আছে।  
আর্মেনিয়ার গোয়েন্দা বিভাগ ব্র্যাক আর্মেনিয়ান টাইগার (BAT)-এর  
বিষয়টা ডিল করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছে।’ ইভা নারিন  
বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এটা আমার জন্যে সুসংবাদ ইভা নারিন।  
আমেরিয় পুলিশকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে ইভা নারিন এই ফ্রপট  
অমানুষ এবং নৃশংস। তোমার উপর এমনিতেই ওদের রাগ আছে, তৃষ্ণি  
তাদের হত্যার টার্গেট। তুমি এ দায়িত্ব নিনো না।’

‘ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আপনি ওদের কাছে আমার চেয়ে বড়  
টার্গেট। এত বড় টার্গেট যে, আপনাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে  
যেকোন মূল্য দিতে তারা রাজি এই অবস্থায় আপনি পিছু না হটে সামনে  
এগোচ্ছেন। আমি পিছু হটব কেন?’

‘পিছু হটতে তোমাকে বলছি না। গোয়েন্দা তদন্ত স্বাভাবিক নিয়মে  
যেভাবে চলে সেভাবে এগোও। অফেনসিভে যাওয়া যাকে বলে সেটা  
করো না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন?’ ইভা নারিন বলল। তার পলকহীন দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

‘ব্যক্তি হিসেবে তোমার প্রতি তাদের যে ক্রোধ আছে, সেটা তোমাকে  
বিপদে ফেলবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। আমি সাবধান হয়েই আমার পথে চলব।  
একজন গোয়েন্দাকে তো এতটুক করতেই হবে।’ ইভা নারিন বলল।

‘তুমি এসব ক্ষেত্র থেকে বলছ না তো? সত্যিই আমি যে কাজগুলো  
করতে যাচ্ছি, তাতে একা এগোনোই সুবিধাজনক।’ বলল আহমদ মুসা।

ঠোঁটে এক টুকরো স্লান হাসি ফুটে উঠল ইভা নারিনের। বলল, ‘ক্ষেত্র  
হলে সেটা কি দোষের হবে?’

একটু থামল। সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, ‘থাক ওসব কথা,  
আপোসের জন্যে আমার একটা প্রস্তাৱ আছে।’

‘বলুন।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আমি চাই, আপনার ফাইভিংসগুলো আমার সাথে শেয়ার করবেন।’  
বলল ইভা নারিন।

‘তার প্রয়োজন হতেই পারে।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘এতেই হবে। আপনার সাথে যোগাযোগের অনুমতি থাকলেই চলবে।  
ধন্যবাদ।’ মোবাইলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ইভা নারিন।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় খোলা দরজা বন্ধ করে গেল।  
আহমদ মুসাও মনে মনে হাসল ইভা নারিনের চেহারা মনে করে।  
আগের ইভা নারিন ও বর্তমান ইভা নারিনের মধ্যে কত পার্থক্য। এখন  
ইভা নারিনকে দেখে মনে হচ্ছে, তুর্কি কোন পর্দানশীল মহিলা।

## ৬

পেছনের ঘটনাবলি নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে অবশ্যে বলল সেন্ট  
আর্থার 'আলেক্স সেমভেল, 'আমি যা করছি জেসাসের সন্তানদের জন্যে  
করছি। আমার কোন সংসার নেই। আমার কোন স্বার্থও নেই। আমার  
জানামতে আমি চেষ্টার কোন কৃতি করনি। চেষ্টার সর্বোচ্চটাই করেছি।  
এরপরও যে ব্যর্থতা, তার কারণ কি আপনারা বলুন। আর কাউকে  
ডাকিনি এই আলোচনায়। আপনারা দু'জনেই স্পেশালিস্ট। আপনাদের  
কাছ থেকে প্রকৃত অবস্থা জানতে চাই। আলোচনায় ওয়েলকাম  
আপনাদের।'

'ধন্যবাদ ফাদার, আমার বিষয়টাই আমি প্রথম বলছি। আমার কাছে  
একটা সেনা ইউনিট চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন সেনা ইউনিট এভাবে  
মুভ করতে পারে না। একটা ইউনিট মুভ করাতে হলে কমান্ড প্রধানকে  
অবশ্যই জানাতে হবে, অনুমতি দিতে হবে। তাছাড়া কোন ইউনিট  
কোথায় কি জন্যে মুভ করছে তা সেন্ট্রাল লগে এন্ট্রি থাকতে হবে। সুতরাং  
এমন সেনা ইউনিট আমি দিতে পারিনি। কিন্তু সেনা ইউনিটের সবকিছু  
দিয়ে একটা ইউনিট তৈরি করে দিয়েছিলাম। ব্র্যাক আর্মেনিয়ান টাইগারের  
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমি মনে করি এটা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিশ্বয়ের  
ব্যাপার, গোটা ইউনিটটাই ধ্বংস হয়ে গেল! তারা কিছুই করতে পারল না!  
এই বিশ্বয়টা মাথায় নিয়ে খোঝখবর নেয়ার চেষ্টা করেছি আমাদের

গোয়েন্দা সুত্রে। যা জানতে পেরেছি তা ভয়াবহ। যে দু'জনকে হত্যা করা অথবা ধরে আনার জন্যে ওদের পাঠানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে পুরুষ যিনি, তিনি আহমদ মুসা এবং মহিলাটি খোদ আমাদের পুলিশ প্রধানের মেয়ে এবং পুলিশের একজন শীর্ষ গোয়েন্দা অফিসার ইত্ব নাইন। আহমদ মুসা গোটা দুনিয়ায় সমানিত, তার শক্তিদের কাছে ভয়ংকর এবং অজয় এক ব্যক্তিত্ব। এই তথ্য জানার পর আমার আগের বিষয়টা আর থাকেনি। তাদের মোকাবিলায় এ ধরনের একটা সেনা ইউনিট ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। রেসপেকটেড ফাদার, আমি এবং আমরা আপনার সাথে আছি। কিন্তু বিষয়টা এ পর্যন্ত গড়াল কি করে? আহমদ মুসা এখানে এসে পড়ল কি করে? চারজন গোয়েন্দা অফিসার মারা যাওয়ায় সরকার এমনিতেই আরও হোস্টাইল হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমাদের কিছু করতে হলে সব কুল বজায় রেখে করতে হবে। দিভিন উপত্যকায় র্যাক আর্মেনিয়ান টাইগারের ব্যর্থতা, তার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে কোন বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। আহমদ মুসার মোকাবিলায় এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। কথাগুলো আমাদের জন্যে তিক্ত, তবে বাস্তবতা এটাই। ভবিষ্যত চিন্তার জন্যে সমানিত ফাদারকে বিষয়টা বিবেচনায় নিতে হবে।' থামল কমান্ডার রাবজু বখোস।

'ধন্যবাদ কমান্ডার।' বলে সেন্ট সেমভেল তাকাল ইয়েরেভেনের পুলিশ প্রধান হায়েক হেনরিকের দিকে। বলল, 'কমান্ডার তার অবজারভেশন বলেছেন। এখন আপনি কিছু বলুন।'

'আহমদ মুসা আসার আগের অবস্থা এবং পরের অবস্থার মধ্যে আসমান-জমিনের মত ব্যবধান ঘটেছে। তখন দিভিন ছিল অসহায়, নির্বাক, নিঞ্জিয়। যা ইচ্ছা তাই করা গেছে। কিন্তু এখন যা করতে যাওয়া হচ্ছে, তাই ব্যর্থতা বরণ করছে। ট্রেনের ঘটনাবলী যা আহমদ মুসা দিভিনে আসার পথে ঘটেছে এবং দিভিনে যা এ পর্যন্ত ঘটল। তাতে র্যাক আর্মেনিয়ান টাইগারের বেস্ট কমান্ডোদের এক'শর মত সদস্য প্রাণ হারিয়েছে। আহমদ মুসা ও দিভিনের কোন ক্ষতি করা যায়নি আহমদ

মার কারণে। আরেকটা দিক হলো, আহমদ মুসা ট্রেনের ঘটনায় ব্র্যাক  
পুলিশ প্রধানের হাত থেকে আমাদের পুলিশ প্রধানের হোয়ে ও  
আইকে বাঁচিয়েছিলেন। সবার অনুরোধে আহমদ মুসা দুই তিন দিন  
দের বাড়িতে ছিলেন। সেখানেও ব্র্যাক টাইগার তাকে মারার চেষ্টা  
হয়েছে। সে সময় পুলিশ প্রধান আহমদ মুসার পরিচয় জানতেন না। পরে  
জনেছেন। নিজের গোয়েন্দা অফিসার মেয়েকে তিনি দিভিনের তদন্তে  
আহমদ মুসার সাথে দিয়েছেন। অতএব সরকারি সহায়তা আহমদ মুসা  
শাবেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে  
ইয়েরেভেনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত আমাদের সরকারকে আহমদ মুসা সম্পর্কে  
মার্কিন মনোভাব জানিয়েছেন। সবমিলিয়ে আহমদ মুসা পার্শ্বে  
সরকারের মেহমানের স্ট্যাটাস পেয়ে গেছেন। সুতরাং সরকারি কোন  
ব্যবস্থাকে তার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না। ফাদারকে এই  
বাস্তবতা সামনে রেখেই চিন্তা করতে হবে।

থামল দিভিনের পুলিশ প্রধান হায়েক হেনরিক।

হায়েক হেনরিক থামলেও কথা বলল না সেন্ট সেমভেল। সে  
অনেকটাই আত্মুরী। ভাবছিল সে।

এক সময় মুখ তুলল সেন্ট সেমভেল। বলল, ‘মি. হেনরিক, সেন্ট  
আর্থার আলেক্স সেমভেলকে কি আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগ খুঁজছে?’

‘স্যারি ফাদার, এ কথা বলতে ভুলেই গেছি। উপর থেকে নির্দেশ সেন্ট  
আর্থার আলেক্স সেমভেল নামে ধৰ্মীয় সংগঠনের, চার্চের বা কোন  
ধর্মনেতার নাম আছে কিনা, তা সন্দান করে জানাতে হবে। দিভিন থেকে  
আমরা যে তালিকা দিয়েছি, তাতে ঐ নামের কেউ নেই।’ বলল হায়েক  
হেনরিক।

‘এই নামটা সরকার পেল কার কাছ থেকে?’ বলল সেন্ট সেমভেল।

‘এ নামটা সম্ভবত আহমদ মুসাই আগে পায়। দিভিনে তিক্ষ্ণ বেফ্রিন  
ও মোহাম্মাদ বেহেজ মারা গেছেন, কিন্তু তাদের মোবাইল ও কাগজপত্রে  
থেকে কিছু নিশ্চয় পেয়ে গেছে। তাছাড়া শিন সেনগার বুদ্ধিমতি মেয়ে।

তার বাবা-মা সম্পর্কে অনেক কিছুই হয়তো সে জানত ।' হায়েক হেনরিক  
বলল ।

'হ্যাঁ, এর সন্তাননা আছে । তার বাবা-মার অন্যদের সাথে টেলিফোন  
আলাপের অনেক কিছুই সে হয়তো শুনেছে । তখন হয়তো সে কিছুই  
বুঝেনি । কিন্তু ঘটনার পর মেয়েটি নিশ্চয় অতীতের স্মৃতিচারণ করেছে ।  
আহমদ মুসাও প্রয়োজনীয় তথ্য তার কাছ থেকে বের করে নিয়েছে ।'  
বলল সেন্ট সেমভেল ।

কথা শেষ করেই একটু থেমে আবার বলল, 'আপনাদের দু'জনের  
মতামতের জন্যে ধন্যবাদ । আপনারা পোষাকি কোন কথা না বলে  
বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছেন । কিন্তু পথ তো আপনারা দেখালেন না ।'

'পথ খাঁজার আমরা দরকার মনে করিনি । কারণ, একজন মানুষ  
দিভিলে আসার পর আমাদের এই বিপর্যয় । সেই মানুষটিই সমস্যা ।  
তাকে যদি আর্মেনিয়া থেকে সরানো যায়, তাহলে ব্র্যাক আর্মেনিয়ান  
টাইগার আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে ।' বলল হায়েক হেনরিক,  
দিভিলের পুলিশ প্রধান ।

'আমারও এই একই কথা ।' হেনরিক থামতেই কমান্ডার রাবজু বখোস  
বলল ।

'সরাতে হবে আর্মেনিয়া থেকে নয়, পৃথিবী থেকে । আমাদের সমস্যার  
এটাই সমাধান । কিন্তু কিভাবে? আমাদের ইতিপূর্বেকার সব উদ্যোগ ব্যর্থ  
হয়েছে ।' বলল সেন্ট সেমভেল ।

'এখন সব কাজ বাদ দিয়ে তার পেছনে লাগ্ন । তাকে ফলো করল্ল ।  
সুযোগ এক সময় একটা পেয়েই যাবেন ।' বলল হায়েক হেনরিক ।

সেন্ট সেমভেল একটু ভাবল । বলল, 'ধন্যবাদ মি. হেনরিক । আমিও  
এটাই ভবেছি । এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই । দিভিলে আমরা  
অনেক চেষ্টা করেছি, কোনটাই ভালো ফল দেয়নি, তেকে এনেছে আমাদের  
বিপর্যয় । তাকে ফলো করা বড় কথা নয়, বড় কথা রেজাল্ট পাওয়া । এ  
ব্যাপারে ইয়েরেভেন পুলিশ আমাদের কি সাহায্য করতে পারে?'

‘মি. আহমদ মুসা তো দিভিনে। ইয়েরেভেন পুলিশ কি সাহায্য করবে ফাদার?’ হায়েক হেনরিক বলল।

‘সুনির্দিষ্ট খবর আমি দিভিন থেকে পাইনি। তবে দিভিনের কাজ শেষ হলে আহমদ মুসার আর দিভিনে থাকার কথা নয়। আমাকে থোঁজার যে কাজ গোয়েন্দা বিভাগ শুরু করেছে, তার উদ্যোগ আহমদ মুসা থেকেই এসেছে। সুতরাং তাকে আসতেই হবে আমার থোঁজে এবং সেটা অবশ্যই প্রথমে ইয়েরেভেনে।’ বলল সেন্ট সেমভেল।

‘হ্যাঁ ঠিক। আহমদ মুসা ইয়েরেভেনে আসবেই। এটা হবে ব্র্যাক আর্মেনিয়ান টাইগারের জন্যে বিরাট একটা সুযোগ। ফাদার সেন্ট সেমভেলের সন্ধানে নিশ্চিতভাবে অন্ধকারে তাকে হাতড়াতে হবে। তাকে যেতে হবে আপনার যেখানে খোঁজ পাওয়া যায়, এমন সব স্থানেই। সুতরাং তাকে ফাঁদে ফেলা সহজ হবে।’ হায়েক হেনরিক বলল।

‘আমি সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করছি। এক্ষেত্রে আপনার কিছু করার আছে কিনা?’ বলল সেন্ট সেমভেল।

‘আমার একটাই করার আছে, সেটা তথ্য দিয়ে সাহায্য করা। আমি সে চেষ্টা করব।’

‘ধন্যবাদ মি. হেনরিক, ধন্যবাদ কমান্ডার রাবজু বখোস। আমি খুশি যে, সামনের পদক্ষেপের ব্যাপারে আমাদের সকলের একই চিন্তা। অতএব এটাই আকাঙ্ক্ষিত পথ, যা সাফল্য দিবে বলে আমি মনে করি।’  
বলল সেন্ট সেমভেল।

‘জেসাস আমাদের সাফল্য দিন।’ বলল রাবজু বখোস।

‘আমেন। বলল সেন্ট সেমভেল ও হায়েক হেনরিক দু’জনেই।

আহমদ মুসা তার প্রত্ততঙ্গ নগরী দিভিনের ভাড়া নেয়া বাড়ি থেকে বের হয়ে চারক’ গজ দূরে এসে একটা ট্যাক্সি নিল।

গতকাল বিকেলে আহমদ মুসা ইয়েরেভেন থেকে এখানে এসেছে।  
দু'দিন ইয়েরেভেনে ঘুরে ফিরে আহমদ মুসার কেন জানি মনে হয়েছে।  
সেন্ট সেমভেলের সঞ্চান মডার্ন ইয়েরেভেনে নয়, প্রাচীন রাজধানীর  
ধর্মসাবশেষ প্রত্তত্ত্ব নগরী দিভিনেই পাওয়া যাবে। আর্মেনিয়ায় খ্রিষ্ট  
ধর্মের আদি পাদপীঠ এই দিভিনেই। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে আবেগ মেশি  
রয়েছে এখানে। আর্মেনিয়ায় খস্টানদের প্রাচীনতম চার্চ দিভিনে প্রতিষ্ঠা  
হয় খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের সেই সেন্ট গ্রেগরি চার  
মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা যায়নি। একটা অবয়ব উদ্ধার হয়েছে মাত্র।  
সম্পূর্ণ চার্চ কমপ্লেক্সের অবয়ব অনুসরণ করে তার একটা রিপ্লিকা তৈরি  
হয়েছে। নামও দেয়া হয়েছে সেন্ট গ্রেগরি চার্চ। কাকতালীয়ভাবে এর  
পরিচালনায় যিনি আছেন তার নামও সেন্ট গ্রেগরি। কার্যত ইনি সর্বিক  
উদ্যোগ নিয়ে সেন্ট গ্রেগরি চার্চের রিপ্লিকা তৈরি করেছেন। ফাদার সেন্ট  
গ্রেগরি এখন আর্মেনিয়ার সবচেয়ে সম্মানিত ধর্মনেতা। দিভিনের এই  
অতীত-বর্তমান ইতিহাস আহমদ মুসাকে দিভিনে টেনে নিয়ে এসেছে।

ট্যাঙ্গিওয়ালা কোথায় যাবে জানতে চাইলে আহমদ মুসা বিপদে পড়ে  
গেল। কোথায় যাবে সে, এটা ঠিক করাই হয়নি।

‘আমি দিভিনে বেড়াতে এসেছি। এখনকার তেমন কিছু চিনি না।  
কোথায় যাওয়া যায় বল তো?’ আহমদ মুসা বলল ট্যাঙ্গিওয়ালাকে।

‘স্যার, পুরানো না নতুন কিছু আপনার ভালো লাগবে?’ ট্যাঙ্গিওয়ালা  
বলল।

‘পুরানোর প্রতিই আমার আকর্ষণ বেশি।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘পুরাতনটাই দিভিনে বেশি উজ্জ্বল। পুরাতনকে দেখার জন্যেই

আর্মেনিয়ায় আসা ছাইস্টরা দিভিনে আসে। দিভিনে পুরাতন অনেক কিছু  
আছে। কোথায় যাবেন স্যার?’ ট্যাঙ্গিওয়ালা বলল।

‘সব জানলে-চিনলে না বাছাই করব, তুমি একটা পছন্দ কর।’ বলল  
আহমদ মুসা।

‘তাহলে তৃতীয় শতকে তৈরি সেন্ট গ্রেগরি চার্চের যে প্রতিরূপ তৈরি  
হয়েছে, সেখানেই’ চলুন স্যার। বিশাল চার্চ-কমপ্লেক্স। চার্চ বিকিং

বিভিন্ন ধরনের সেবায়েতদের থাকার বিশাল হাউজ-কমপ্লেক্স। ফাদার  
সেন্ট গ্রেগরির বাড়ি। সবকিছুর মধ্যেই অতীতকে খুঁজে পাওয়া যায়।

‘ওখানে হোটেল-মোটেল, দোকানপাট আছে কি?’ বলল আহমদ  
মুসা।

‘বলেন কি স্যার! দিভিনের সবচেয়ে বেশি জনসমাগমের জায়গা এই  
সেন্ট গ্রেগরি চার্চ। সব পাবেন স্যার সেখানে। কমপ্লেক্সের দক্ষিণ দিক,  
যেদিকে সেন্ট গ্রেগরির বাড়ি, সংরক্ষিত এই পুরাকীর্তি এলাকার বাইরে  
তিনি দিকেই দোকান, অনেক হোটেল, আবাসিক ভবন তৈরি হয়েছে  
এখানে।’ ট্যাক্সিওয়ালা বলল।

‘বেশ চল সেন্ট গ্রেগরি চার্চে।’ বলল আহমদ মুসা।

ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করল। অভ্যাস বশতই আহমদ মুসার চোখ ছুটে  
যাচ্ছিল ট্যাক্সির রিয়ারভিউরের দিকে। পাঁচ মিনিট ধরে আহমদ মুসা  
দেখছে একটা প্রাইভেট কার তার ট্যাক্সির পেছনে আসছে। তার ট্যাক্সির  
মত একই গতিতে। হয়তো গাড়িটাকে সন্দেহ করার কিছুই নেই। গাড়ির  
স্পিডের ব্যাপারটা কাকতালীয় হতেও পারে। কিন্তু তবুও সতর্ক হলো  
আহমদ মুসা। কারণ সে দেখছে, ইয়েরেভনে থাকাকালীন দু'দিনই  
তাকে বিভিন্নভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। দু'দিনের কোন সময়ই গাড়ি  
নিয়ে তার থাকার বাড়িটা পর্যন্ত যেতে পারেনি। বাড়ি থেকে দূরে নেমে  
এগলি সেগলি ঘূরে অনুসরণকারীদের চোখে ধুলা দিয়ে বাসায় পৌছেছে।  
আহমদ মুসা বুঝেছে, শক্রিয় তার প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে  
চাচ্ছে। আর এটা দুই কারণে, সুযোগ পেলে ফাঁদে ফেলা এবং তার  
অনুসন্ধানের জায়গাগুলো নথদর্পণে রাখা। সুতরাং ইয়েরেভনে তারা যা  
করেছে, দিভিনে সেটাই তারা করবে। সুতরাং সন্দেহকে ছোট করে  
দেখতে চাইল না সে। অনুসরণ সত্য হলে সেন্ট গ্রেগরি চার্চের এলাকায়  
তাদের লোকরা আহমদ মুসার উপস্থিতির কথা আগাম জেনে ফেলবে।  
সুতরাং চার্চ এলাকার কোথাও সে নিরাপদ নয়, সেটাই ধরে নিতে হবে।

‘ড্রাইভার তোমার লক্ষ তো সেন্ট গ্রেগরি চার্চ এলাকা? এলাকার

নি  
কে  
এব  
লে  
ফ

বল

আ

Ay

আ

হতে

জন্ম

মাটি

এই

করে

সম্ভা

বৎস

ৰ

গে

লাগ

মুসা

জানি

চারদিকটা তো ধিরে আছে সেন্ট প্রেগরি অ্যাভেনিউ। আমরা এখন কেন  
পথে যাচ্ছি?' জিজাসা আহমদ মুসার।

'স্যার, আমরা দু'এক মিনিটের মধ্যেই এন্দিন আয়াপ হিটে গিয়ে  
পড়ে। এই স্ট্রিট সোজা দু'কিলোর মত এগিয়ে সেন্ট প্রেগরি  
অ্যাভেনিউতে গিয়ে পড়েছে।'

'আছা ড্রাইভার, কি নাম বললে স্ট্রিটটার যেখানে পড়তে যাচ্ছি?'  
বলল আহমদ মুসা।

'এন্দিন আয়াপ স্ট্রিট।' ড্রাইভার বলল।

'শব্দগুলো অপরিচিত লাগছে। এগুলো তো আমেরিয় শব্দ নয়। বলল  
আহমদ মুসা।

'না স্যার, এ দু'টি আমেরিয় শব্দ নয়।' ড্রাইভার বলল।

'এই শব্দগুলোর ইংরেজি বানান বলতে পারবে?' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার মনে নেই। রোডের মুখেই নেমপ্লেট আছে। তাতেই সব পাওয়া  
যাবে।'

একটু থেমেই বলে উঠল ড্রাইভার, 'স্যার এসে গেছি। এতো সামনে  
পঞ্চিম দিকে মোড় নেব। ওটাই এন্দিন আয়াপ স্ট্রিটের মুখ। ওখানেই  
নেমপ্লেট আছে। মুখে একটা ইমার্জেন্সি পার্কিং আছে।'

টার্ন নেয়ার সিগন্যালে সবুজ বাতি জ্বলছিল। আহমদ মুসার গাড়ি যখন  
টার্ন নিতে গেল, তখন লাল সিগন্যাল জ্বলে উঠল।

আহমদ মুসা মনে মনে খুশ হলো। পার্ক করার চাইতে এটা  
অটোমেটিক পার্কিং হয়ে গেল। দেখা যাক, পেছনের গাড়িটার যাচাই  
এবার হয়ে যাবে। এ মোড়ে কিছুটা দেরি করা ছিল মূল উদ্দেশ্য।

আহমদ মুসা রিয়ারভিউতে দেখল, পেছনের কারটি তাদের ট্যাক্সির  
একদম পেছনে। দেখতে দেখতেই কারটি আহমদ মুসার ট্যাক্সির পাশে  
এসে দাঁড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসার চোখ আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল গাড়িওয়ালার  
ভাবগতিক দেখার জন্যে। আহমদ মুসার চোখ তাকে দেখল। লোকটি

নির্বিকারভাবে সামনে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তের জন্যেও সে এদিকে বা  
কোন দিকে তাকাচ্ছে না। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। কাঁচা চোরের  
এমনটাই অভ্যেস। সে চোখ বন্ধ রেখে মনে করে কেউ তাকে দেখছে না।  
লোকটির এমন ভালোমানুষ সাজার কসরতই প্রমাণ করে সে এ গাড়িটাকে  
ফলো করছে।

‘স্যার দেখুন, রাস্তার নেমপ্লেটটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।’ ড্রাইভার  
বলল।

আহমদ মুসা তাকাল নেমপ্লেটটির দিকে। কাছেই মোড়ের  
আইল্যান্ডের উপর প্লেটটি। প্লেটে পরিষ্কার লেখা দেখতে পেল ‘Ndin  
Ayap’ এবং নামের নিচেই আরও কিছু লেখা দেখতে পেল। পড়ল  
আহমদ মুসা : দিভিনের জনগণের কাছে ‘Ndin Ayap’ নামে পরিচিত  
হলেও তার আসল নাম ‘নাজমদিন আয়ুব’। দিভিনের মাটিতে  
জন্মগ্রহণকারী তিনি একজন জেনারেল। আর্মেনিয়াসহ গোটা এশিয়া  
মাইনরে প্রভাব বিস্তারকারী দিভিনের একজন কৃতী সন্তান তিনি। রাস্তার  
এই মুখ্যটিতেই তার পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ  
করেন। ইউনেক্সো তার অনুসন্ধানে এটা পাবার পর দিভিন প্রশাসনের  
সম্পত্তিক্রমে এই রাস্তার নাম তার নামে করা হয়েছে।’

খুব খুশি হলো আহমদ মুসা। এটা সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর  
বংশের সাথে দিভিনের সম্পর্কের আরো একটা বড় প্রমাণ।

এন্দিন আয়াপ স্ট্রিটে ঢোকার গ্রিন সিগন্যাল অন হয়ে গেল।

আহমদ মুসার গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসাদের ফলো করা গাড়ি আগে যাবার সুযোগ পেয়েও সামনে  
গেল না। বেশ ব্যবধান নিয়ে আহমদ মুসাদের গাড়ির পিছু পিছু আসতে  
লাগল।

ওরা পিছু নিয়ে কি করতে চায়, নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল আহমদ  
মুসা। অনুসরণকারী লোকটি নিশ্চয় তার লোকদের আহমদ মুসার অবস্থান  
জানিয়ে দিচ্ছে। কি উদ্দেশ্য ওদের? ওরা কি আহমদ মুসার গন্তব্য জানতে

চায়? গন্তব্যে পৌছার পর তারা অ্যাকশনে যাবে? না, তারা আহমদ মুসা  
কার কাছে, কোথায় যায়, এসবই আগে জেনে নিচ্ছে। তারপর তারা ফাঁদ  
পাতবে। এতটা ধৈর্য কি ব্ল্যাক টাইগারদের আছে? এসব ভাবল আহমদ  
মুসা। তারপর মনে মনে বলল, তার সেন্ট গ্রেগরি চার্চে যাওয়ার ব্যাপারটা  
গোপন রাখা দরকার। সেন্ট সেমভেলের সন্ধান পাওয়ার যতগুলো জায়গা  
হতে পারে, তার মধ্যে সেন্ট গ্রেগরি চার্চ একটি। তাছাড়া পুলিশ প্রধান  
অ্যারাম আল্লানিকের সাথে সেন্ট গ্রেগরির যে কথাবার্তা হয়েছিল, তার মধ্য  
দিয়ে তার প্রো-র্যাডিক্যাল মেসেজ কিছুটা ফুটে উঠেছিল। তার নিরূপদ্রব  
সাক্ষাত আহমদ মুসার পাওয়া দরকার। পেছনে আসা ফেউকে সরাতে না  
পারলে সেটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে পারে।

‘ড্রাইভার, এ রাস্তার পাশে কোথাও পার্কজাতীয় বা কোন স্পেস আছে,  
যেখানে কিছুক্ষণের জন্যে যাওয়া যায়।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার ইচ্ছা, অনুসরণকারীর গাড়িও সেখানে যাক। ব্ল্যাক  
টাইগারের কাউকেই এ পর্যন্ত জীবন্ত ধরা যায়নি। তাকে যদি ধরা যায়,  
তাহলে বিরাট কাজ হবে। সেন্ট সেমভেল সম্পর্কে জানা এই সময়ের  
সবচেয়ে জরুরি কাজ।

‘হ্যাঁ স্যার। আমাদের রাস্তার এ পাশেই একটা পার্ক আছে। কিন্তু  
সেটা সংরক্ষিত। তবে গেটের বাইরের চতুর্টাও বিরাট।’ ট্যাক্সিওয়ালা  
বলল।

‘ঠিক আছে এ চতুরে গেলেই চলবে।’ বলল আহমদ মুসা।  
ফাঁকা রাস্তা। ছুটে চলেছে আহমদ মুসার ট্যাক্সি।

দিভিনের পুরাকীর্তি এলাকায় সাধারণ জনবসতি নেই বললেই চলে।  
তবে পুরাকীর্তি এলাকার খনন ও অন্যান্য কাজের সাথে জড়িত লোকদের  
অস্থায়ী আবাস এখানে আছে। এর সাথে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর  
লোকজনরাও এই পুরাকীর্তি এলাকায় বাস করে। সব মিলিয়েও এই  
বসতি দৃষ্টিগোচর যোগ্য নয়। তাই সবগুলো রাস্তাই শুনসান। গাড়ি,  
মোড়া, লোকজন চোখে না পড়ার মত। শুধু পুরাকীর্তির ভেন্যুগুলোতেই

লোকজন আছে, দোকান-পাট ও গাড়ি-ঘোড়ার কিছু জট দেখা যায় সেখানে।

অনেকটা কাছাকাছি এসে ট্যাক্সিওয়ালা বলল, ‘স্যার, আমরা এসে গেছি। এই তো সামনেই গাড়ি ডান দিকে টার্ন নিতে হবে।

টার্ন নেবার আগে আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। দেখল, পেছনে আরও তিনটা গাড়ি অনুসরণকারী গাড়ির পেছনে আসছে। এবং কুঁচকে গেল আহমদ মুসার। নতুন তিনটা গাড়ি কি অনুসরণকারীর সাথী, না ব্যাপারটা বাকতালীয়। গাড়ি চারটা আহমদ মুসার গাড়ির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

আহমদ মুসার গাড়ি দু'তিন বার হর্ন দিয়ে উঠল। তার সাথে ড্রাইভার বলছে, ‘দেখুন স্যার, কাও দেখুন।’

হর্নের শব্দ ও ড্রাইভারের কষ্ট শনে আহমদ মুসা সামনে তাকাল। দেখল, চারটি গাড়ি এসে তার গাড়ির সামনে দাঁড়াচ্ছে। এই গাড়ি চারটাকে আহমদ মুসা পার্কের দিক থেকে রাস্তার দিকে আসতে দেখেছিল। ওগুলোও ব্র্যাক টাইগারদের গাড়ি!

আহমদ মুসার গোটা শরীরে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। বুবাতে তার একটুও কষ্ট হয়নি, অনুসরণকারীকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে সে নিজেই ফাঁদে পড়েছে। সামনে ও পেছন থেকে আটটি গাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর।

‘গাড়ি দাঁড় করাও ড্রাইভার।’ বলে আহমদ মুসা শোভার হোলস্টার থেকে হ্যান্ড মেশিনগানের নতুন সংক্রলণ অর্থাৎ রিভলবার সাইজের মেশিন রিভলবার, যার ব্যারেল মিনিটে ৩০০ গুলি উদ্ধীরণ করে, তা বের করে নিল। সেই সাথে জ্যাকেটের পকেট থেকে পিংপং বলের সাইজের দুটি শ্মোক বোমা বের করে নিল।

‘তুমি গাড়ির ফোরে শুয়ে পড় ড্রাইভার।’ বলে আহমদ মুসা হ্যান্ড মেশিন রিভলবারের বাট দিয়ে উইভক্রিন ভেঙে ফেলে একটা পিংপং বল ছুঁড়ে দিল সামনে। তারপর লাফ দিয়ে সিট ডিঙিয়ে ডান দিকের দরজা

খুলে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। কিছুটা গাড়িয়ে গিয়ে আরেকটা বল ছুঁড়ে  
মারল পেছনের গাড়িগুলো লক্ষ্য।

গুলিবৃষ্টি তখন শুরু হয়ে গেছে সামনে ও পেছন থেকে। তার সাথে  
কালো গাঢ় ধোয়ার মধ্যে ঢাকা পড়ল গাড়িগুলো এবং আশপাশ।

আহমদ মুসা গাড়িয়েই ডান পাশের ফুটপাতে গিয়ে উঠল। আহমদ  
মুসা দেখল, গাড়ির সামনে ও পেছন থেকে কয়েকজন গুলি করতে করতে  
ধোয়ার বাইরে চলে এল। তাদের চোখ গাড়ির দিকে। গাড়ি লক্ষ্যেই তারা  
গুলি ছুঁড়ছে।

আহমদ মুসার দুই হাতে মেশিন রিভলবার। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল আহমদ  
মুসা।

দু'পাশ থেকেই ওরা পেছনে ফিরে তাকাল। আহমদ মুসাকে দেখেই  
ওরা ওদের স্টেনগান ঘুরিয়ে নিছিল।

আহমদ মুসার দুই হাতের মেশিন রিভলবার দুই পাশের লক্ষ্যের দিকে  
তাক করা ছিল। মাথাটা একটু উঁচুতে তুলে আহমদ মুসা চিঢ়কার করে  
বলল, ‘তোমরা স্টেনগান ফেলে দাও।’

কিন্তু বেপরোয়া ওরা। ঘুরে আসছিল ওদের স্টেনগান।

আহমদ মুসার দুই তর্জনি দুই ট্রিগারে চেপে বসল।

দু'পাশের ওরা আটজন তাদের স্টেনগান ঘুরিয়ে নিয়ে ট্রিগার টেপার  
আগেই আহমদ মুসার মেশিন রিভলবারের গুলিবৃষ্টি ওদের উপর গিয়ে  
পড়ল। ওরা মাটিতে পড়ে মুহূর্তেই লাশ হয়ে গেল।

মাথা নিচু করে শয়ে থেকে কিছু সময় অপেক্ষা করল আহমদ মুসা।  
না, গাড়িগুলো থেকে আর কেউ বেরুল না। ওদিকের গুলি বর্ষণও বন্ধ  
হয়ে গেছে। তাহলে কি প্রত্যেক গাড়িতে একজন করেই ছিল! হতে পারে,  
ওরা প্রত্যেকেই দিভিনের বিভিন্ন রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিল। টেলিফোন পেয়ে  
এখানে এসেছে আহমদ মুসাকে ফাঁদে ফেলার জন্য। ঘটনা  
পূর্বপরিকল্পিত নয়, অবস্থার সৃষ্টি।

আহমদ মুসা মাথা তুলে বসল। দাঁড়াতে যাচ্ছিল।

'যেমন আছ, তেমনি থাক আহমদ মুসা। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।  
সেন্ট সেমভেলকে খুঁজতে এসেছিলে না? তার রাজধানীকে তুমি অপবিত্র  
করেছ। তার শাস্তি এখন গ্রহণ কর।'

যে কষ্টের এসব উচ্চারণ, সে কষ্ট যেন তার পিঠের উপর। একটা  
ধাতব নলের আঘাত আহমদ মুসা অনুভব করতে পারছে তার মাথায়। এ  
নিচয় ব্ল্যাক টাইগারদের একজন। রিয়ারগার্ড হিসেবে সে কি পার্কের  
দিকে রয়ে গিয়েছিল? আহমদ মুসার সমস্ত মনোযোগ সামনের দিকে  
থাকায় পেছনের দিকের কথা তার মনে আসেনি।

মাথার পেছনে একটা ধাতব শব্দ হলো। এ শব্দ আহমদ মুসা চেনে।  
গুলি বর্ষণের জন্যে রিভলবারের শেষ প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো।

সব সময়ের মত আত্মক্ষার ছক মাথায় তার রেতি। সমস্ত মনোযোগ  
একত্রিত করে দেহটাকে নিচের দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ছুড়ে দিয়ে আক্রমণে  
ফিরে আসার জন্যে আহমদ মুসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

পেছন থেকে একটা গুলির শব্দ হলো। গুলিটা আহমদ মুসাকে আঘাত  
করেনি, এটা অনুভব করেই বোঁ ঘুরে দাঁড়াল সে। দেখল, পেছনের  
লোকটি মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। সামনে তাকিয়ে দেখল, একটা  
গাড়ি পার্কের দিকে যাওয়া রাস্তা থেকে ছুটে বেরিয়ে পার্কের ডাইভারশন  
রোড দিয়ে চলে যাচ্ছে। আহমদ মুসা গাড়ির নাম্বার দেখার চেষ্টা করেও  
পারল না। বেশ দূরে চলে গেছে গাড়িটি। কে হতে পারে তার এই  
সাহায্যকারী? দিভিনে তো এমন কেউ নেই! তাহলে ইভা নারিন? ইভা  
নারিন হলে এভাবে চলে যাবে কেন?

পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনতে পেল আহমদ মুসা। দুই দিক থেকেই  
ওরা আসছে। কে খবর দিল ওদের?

এসে গেল পুলিশের গাড়ি।

গাড়ি থেকে পুলিশরা নামল।

দু'দিক থেকে দু'জন অফিসার আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে আসছে।  
পুলিশ অফিসারকে কি বলতে হবে, তা গুছিয়ে নিল আহমদ মুসা।

দু'জন অফিসারই আহমদ মুসাকে স্যালুট করে বলল, 'স্যার আঁ  
ঠিক আছেন তো?'

'ঁা, আমি ঠিক আছি। তবে আমার ট্যাক্সি ড্রাইভার ঠিক আছে কি  
দেখতে হবে। গাড়িটা তো ওরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।' বলল আহম  
মুসা।

বলে আহমদ এগোলো ট্যাক্সির দিকে। পুলিশ অফিসার দু'জন  
আহমদ মুসার সাথে চলল।

ভাঙা জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। আহমদ মুসাকে দেখে গাড়ি  
ফোরে শোয়া ট্যাক্সি ড্রাইভার সিটের উপর উঠে এল।

'তুমি ভালো আছ?' বলল আহমদ মুসা।

'জি স্যার, আমি ভালো আছি।' ড্রাইভার বলল।

আহমদ মুসা তাকে টেনে গাড়ির ভাঙা জানালা দিয়ে বের করে  
আনল। বলল, 'তোমার কোন চিন্তা নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আহমদ মুসা ফিরল দু'জন অফিসারের দিকে। বলল, 'সবই তে  
দেখছেন, বলুন আমি আপনাদের কি সহযোগিতা করতে পারি।'

'স্যার, আমরা সব জেনে গেছি। আপনি চলে যেতে পারেন।' শু  
ট্যাক্সিওয়ালার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার দরকার, সাক্ষী হিসাবে তা  
দরকার হতে পারে। ট্যাক্সিটাকেও আমরা এভিডেন্স হিসাবে নিয়ে যাব।  
একজন অফিসার বলল।

'ধন্যবাদ। ড্রাইভারের ওগুলো লিখে নিন। কিন্তু অফিসার আপনার  
এই ইনসিডেন্টের কথা এত তাড়াতাড়ি জানতে পারলেন কি করে?'

একজন ড্রাইভারের বিষয়গুলো লিখে নিচ্ছিল। আরেকজন পুলিশ  
অফিসার বলল আহমদ মুসার প্রশ্নের উত্তরে, 'আমাদের দু'জনকে  
টেলিফোনে জানানো হয়েছে। জানিয়েছেন দিভিন পুলিশের একজন বড়  
কর্তা। ঠিক আছে স্যার, আমরা এদিকটা দেখছি। আপনাকে কি একটা  
গাড়ি ডেকে দেবো স্যার?'

'কি বল ড্রাইভার?' বলল আহমদ মুসা ড্রাইভারকে লক্ষ করে।

‘ঠিক আছে গাড়ি আমরা পেয়ে যাব স্যার। চলুন।’ ড্রাইভার বলল।  
পার্কের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে এসে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সি ড্রাইভার  
পরিচিত আহমদ মুসার ড্রাইভারের।

‘কোথায় যাব স্যার?’ আহমদ মুসার ড্রাইভার বলল।  
‘যেখানে তোমার গাড়িতে উঠেছিলাম, সেখানেই ফিরে চল। সেন্ট  
গ্রেগরি চার্চে যাওয়া আর হলো না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সবটা আমার কাছে ভয়ংকর স্থপ্ত মনে হচ্ছে। আমার ভেতরটা এখনও  
কাঁপছে স্যার। আমাদের গাড়িটারই শুধু শৃঙ্খল হলো তা নয় ওরাও তো  
নয়জন মারা গেল আপনার হাতে। কিন্তু ওরা তো এসেছিল আপনাকে  
মারতে। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে।’ আহমদ মুসার ড্রাইভার বলল।

‘ধন্যবাদ কেন? তোমার গাড়ি তো শেষ হলো আমার জন্যে। তোমার  
ট্যাক্সির দাম কত ছিল?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘ছয় মাস আগে সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিলাম ১০ লাখ ড্রাম দিয়ে।’

ড্রাইভার বলল।

‘নতুন ট্যাক্সির দাম কত?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘বিশ থেকে পঁচিশ লাখ ড্রাম স্যার।’ ড্রাইভার বলল।

‘আচ্ছা।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘স্যার যে এলাকায় যাচ্ছি, আমি ঐ এলাকায় থাকি স্যার।’ বলল নতুন  
ট্যাক্সি ড্রাইভার।

‘তোমার বাড়ি বোধ হয়?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘না স্যার। এক স্যারের গ্যারেজের পাশে একটা কক্ষে থাকি। স্যারের  
গ্যারেজে তিনটা ট্যাক্সি আছে। স্যার কি এ এলাকায় থাকেন?’

‘না, আমি একজন ট্যারিস্ট। একটা ডরমিটরিতে উঠেছি।’  
আহমদ মুসা এসে পৌছল তার নেমে যাবার জায়গায়।  
‘আমাদের এখানেই নামিয়ে দাও ড্রাইভার।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘এখানে কেন স্যার, আপনার ডরমিটরিতে নামিয়ে দেব?’  
‘কাজ আছে, এখানেই নামব।’ বলল আহমদ মুসা।

ঠিক আছে স্যার।' নতুন ট্যাঙ্কি ড্রাইভার বলল। তার কষ্টে হতাশায়

সুর।

তার এই হতাশা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে মনে মনে  
হাসল ও বলল, 'তোমার বকশি কমবে না ড্রাইভার।'

গাড়ি থেমে গিয়েছিল নতুন ড্রাইভার।

আহমদ মুসা মিটার দেখে নিয়ে ভাড়ার উপর আরও এক হাজার ড্রাম  
দিয়ে দিল। আহমদ মুসা ও ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামল।

একদম সামনেই অ্যাভেনিউটি ডান দিকে টার্ন নিয়েছে।

ট্যাঙ্কি নিয়ে নতুন ড্রাইভার চলে গেল সেদিকে।

আহমদ মুসা ক্ষতিগ্রস্ত ড্রাইভারকে পাঁচ হাজার ডলারের একটা চেক  
দিয়ে বলল, 'যেকোন ব্যাংকে এটা ভাঙ্গতে পারবে। এই টাকা দিয়ে  
একটা নতুন গাড়ি কিনে নিও।'

ট্যাঙ্কি ড্রাইভার চেকটি চোখের সামনে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল এত  
টাকা স্যার! আমার গাড়িটা ছিল মাত্র ১০ লাখ ড্রামের।'

'রাখ, মনে কর তোমার এক ভাই তোমাকে এটা দিয়েছে। আর গাড়ি  
কিনতে পারলে আগামীকাল বেলা দশটায় এখানে এস।'

'আজই কিনে ফেলব। ঠিক কাল দশটায় আমি আসব।'

'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। গুড বাই।'

বলে আহমদ মুসা পা বাড়াল তার ডরমিটরিতে ফেরার জন্যে।  
ঠায় দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে রইল বিশ্মিত-বিমোহিত  
ড্রাইভার।

রাত ১০ টা। আহমদ মুসা তার ছোট ডরমিটরির ড্রইংরুমে সেদিনের  
খবরের কাগজ দেখছিল, তার সাথে টিভি'র দিকেও নজর রেখেছিল।  
ডরমিটরিটি ভাড়া নিয়েছে আহমদ মুসা।

আতঙ্কের দিভিন উপত্যকা ১৫৪

ড  
অ  
ড  
ধর  
লা

কি

ডঃ

ভা

এই

আ

ব্য

পর

পা

কি

প

ন

অ

দি

প

স

চা

ইতা নারিন তার পিতার পক্ষ থেকে তার গোয়েন্দা চ্যানেলে এ ডরমিটরি ঠিক করে দিয়েছে। কয়েকদিনের জন্যে ভাড়ার কথা বলেছিল আহমদ মুসা, কিন্তু দেখা গেল পনের দিনের কমে ভাড়া দেয়া হয় না। ডরমিটরি ভাড়া নেয়ার এটাই নাকি সর্ব নিম্ন মেয়াদ।

ভালো লোকেশনে ডরমিটরিটা। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রাইভেট ধরনের রাস্তা। বেশ প্রশস্ত। পূর্বদিকে একটা খিলের মত। শুধু উত্তর দিকে লাগোয়া একটা বাড়ি।

ছোট সুন্দর ডরমিটরিতে একটা বেড রুম, একটা লিভিং রুম এবং কিচেন-ডাইনিং রয়েছে।

উচু একটা টিলার মত স্থানে তৈরি ডরমিটরিটা। একতলা এসব ডরমিটরির ভাড়া প্রচুর। আহমদ মুসা ইতা নারিনকে জিজ্ঞাসা করেছিল ভাড়া কত দিতে হয়েছে বা দিতে হবে। ইতা নারিন সোজা জবাব দিয়েছে, এই জিজ্ঞাসা বাবাকে করবেন। তার নির্দেশেই আমি সবকিছু করেছি। আহমদ মুসা বুঝেছে, এই যুক্তি তুলে ইতা নারিন ডরমিটরির ভাড়ার ব্যাপারকে ক্লোজ করে দিয়েছে।

টেলিভিশনে সন্ধ্যার প্রধান খবর শুরু হলো। আহমদ মুসা হাতের পত্রিকা থেকে মুখ সরিয়ে তাকাল টেলিভিশনের দিকে। উদ্দেশ্য, আজ পার্কের সামনে যে বিরাট ঘটনা ঘটেছে, তাকে আমেনিয়ার টেলিভিশন কিভাবে প্রচার করে তা দেখা।

প্রচার হলো নিউজটা। নিউজে বলা হলো, শহরের সংরক্ষিত সেন্ট্রাল পার্কের অ্যাপ্রোস রোডের সামনে এন্দিন আয়াপ রোডে এক সংঘর্ষে নয়জন সন্ত্রাসী মারা গেছে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, দক্ষিণ আমেনিয়ার আরিশ মধ্য উপত্যকায়— যাকে ওখানকার অধিবাসীরা দিভিন বলে, সেখানকার কয়েকটি ঘটনায় যেসব সন্ত্রাসী যারা মারা পড়েছে, আজকের নিহত সন্ত্রাসীদের সাথে তাদের মিল আছে। তারা সকলেই একটা সন্ত্রাসী দলের সদস্য বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে।

খবর দেখে মিষ্টি হাসল আহমদ মুসা। টিভি আহমদ মুসাকে সরদিক  
থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ধন্যবাদ পুলিশ প্রধান অ্যারাম আভ্রানিক।

আহমদ মুসা টেলিফোন করল ইভা নারিনকে।

‘আসসালামু আলাইকুম। দিভিনের নিউজটা দেখেছ ইভা নারিন,  
বলল আহমদ মুসা।

‘দেখেছি। কেন?’ ইভা নারিন বলল।

‘তোমার ব্যাবাকে আমার ধন্যবাদ দিও। আমার গায়ে আঁচড়ও লাগতে  
দেননি তিনি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আব্বার তরফ থেকে আমি আপনাকে ওয়েলকাম করছি। আরেকটা  
খবর আছে।’ ইভা নারিন বলল।

‘কি সেটা?’ বলল আহমদ মুসা

‘দিভিনের পুলিশ প্রধানকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি আপনাকে  
আক্রমণকারী সাজিয়ে সন্ত্রাসীদের আক্রগ্ন সাজাতে চেষ্টা করেছিলেন।’  
ইভা নারিন বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ। তিনি মহাউপকার করেছেন। তাঁকে প্রিজ আমার  
কৃতজ্ঞতা জানাবে। সত্য...।’

আহমদ মুসার কথায় বাধা দিয়ে ইভা নারিন বলে উঠল, ‘ধন্যবাদ,  
কৃতজ্ঞতার পালা এটা নয়। আপনি শুধু আপনার কাজ করছেন না,  
আর্মেনিয়ারও কাজ করছেন। এখন বলুন, সেন্ট সেমভেল কি দিভিন  
আছে বলে আপনি মনে করেন?’

‘আগে সন্দেহ করতাম যে তিনি এখানে থাকতে পারেন। আজকের  
ঘটনার পর আমি নিশ্চিত যে, দিভিনেই তার হেডকোয়ার্টার এবং তিনি  
দিভিনেই আছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এমন নিশ্চিত হলুন কি করে?’ জিজ্ঞাসা ইভা নারিনের।

‘তুমি নবম যে লোককে গুলি করে মেরে আমাকে বাঁচিয়েছ, সেই লোক  
আমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে বলে দিয়েছিল, দিভিন সেন্ট সেমভেলের  
রাজধানী, তাকে আমি অপব্রিত করেছি। তারই শাস্তি হিসাবে আমাকে  
গুলি করে মারতে যাচ্ছিল সে।’

‘আমি তাকে গুলি করে মেরেছি, এটা আপনি জানলেন কি করে? আমি  
তো ইয়েরেভেনে।’ ইভা নারিন বলল।

‘আমি জানি না, আমি বুঝেছি। আমাকে এইভাবে সেভ করার আর  
কেউ দিভিন বা আর্মেনিয়ায় নেই।’

একটু খেমেই আহমদ মুসা বলল, ‘থাক, আমি তোমাকে ধন্যবাদ  
দেইনি। ধন্যবাদ পাবার চেয়েও অনেক বড় কাজ তুমি করেছ। আল্লাহ  
তোমাকে এর জায়াহ দিন। আচ্ছা ইভা নারিন, এখন রাখি। আসসালামু  
আলাইকুম।’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম।’ ইভা নারিন বলল। তার গলা ভারি।

আহমদ মুসা আবার পত্রিকার পাতায় ফিরে এল।

ডরমিটরির পেছনের দরজায় নক হলো। পত্রিকা রেখে আহমদ মুসা  
উৎকর্ণ হলো। নক হলো আরও দু'বার। ত্রু কুষিঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।  
পেছনের দরজায় নক করবে কে? আহমদ মুসা উঠল। আরও দু'বার নক  
হলো। নক করার মধ্যে শক্তির প্রকাশ নেই, আছে ভীতি ও দ্বিধার ভাব।

আহমদ মুসা গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। এ দরজার পরেই একটা  
পায়ে চলার পথ ঝিলের ধার দিয়ে গেছে।

সাবধান হয়েই আহমদ মুসা দরজা খুলল। জ্যাকেটের রিভলবারে তার  
ডান হাত।

দরজা খুলে যেতেই ওপার থেকে বলল, ‘আমি ড্রাইভার গোহার স্যার।  
‘তুমি? এত রাতে?’ আহমদ মুসা তাকে ভেতরে টেনে নিতে  
বলল।’

‘স্যার, মাফ করবেন, একটা খবর দিতে এসেছি।’ ড্রাইভার গোহার  
বলল।

‘খবর? কি খবর?’ ড্রাইংরুমে সোফায় বসতে বসতে বলল আহমদ  
মুসা।

ড্রাইভার গোহার সোফায় না বসে মেঝেতে কার্পেটের উপর বসতে  
যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে মেঝেয় বসতে নিষেধ করে সোফায় বসতে  
বলল।

ড্রাইভার ইতস্তত করে বলল, 'স্যার, আমি দাঁড়িয়ে থেকে দু'এক  
কথা বলেই চলে যাব।'  
'না, বসার আগে কোন কথা নয়। আগে বস, তারপর কথা বল,  
বলল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দূরের সোফার এক  
কোণে গিয়ে বসল সে।

'বল, কি খবর?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।  
'খবরটা হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু আমার মনে হয় বিষয়টা আপনার  
জানা দরকার। মনে হয় আপনার শক্ত অনেক।' ড্রাইভার গোহার বলল।

'ধন্যবাদ। বল।' বলল আহমদ মুসা।  
'স্যার, আপনি চলে এলে আমি রাস্তার ওপাশে মোড়ের উপরই একটা  
দোকান থেকে খাবার কিনছিলাম। আমার চোখ হঠাৎ কেন জানি গিয়েছিল  
রাস্তার ওপাশে যেখান থেকে আমি এসেছিলাম সেখানে। দেখলাম যার  
ট্যাক্সিতে আমরা এলাম, সেই ড্রাইভার গুরেন হস্তদণ্ড হয়ে আপনি যেদিকে  
যাচ্ছেন সেও সেদিকে যাচ্ছে। তার সাথে গাড়ি নেই আর তার বাড়ি আরও  
দক্ষিণে এ এলাকার অনেক বাইরে। হঠাৎ আমার মন বলল, সে আপনার  
ঝৌঝে যাচ্ছে। হয়তো কোন কাজে কিংবা কোন খারাপ উদ্দেশ্য। আমি  
তাড়াতাড়ি খাবার দাম চুকিয়ে দিয়ে তার পিছু নিলাম। আমি দূর থেকে  
অনুসরণ করলাম, যাতে তার কাছে আমি ধরা না পড়ে যাই। সে  
আপনাকে দেখতে পাওয়ার পর আস্তে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে চলতে  
লাগল। বুরুলাম, আপনার সাথে কোন ব্যাপারে সাক্ষাৎ করা তার লক্ষ  
নয়, অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে। আপনি আপনার ডরমিটরিতে  
চুকলে সে এই বাড়ির নাম্বার টুকে নিল। তারপর একটা আড়াল নিয়ে  
বাড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। প্রায় এক মিনিট। তারপরে  
টেলিফোনে কারও সাথে কথা বলল। তারপর সে ফিরে গেল। সে চলে  
গেলে একটু পরে অন্য রাস্তা ধরে আমিও চলে গেলাম।' থামল ড্রাইভার

আহমদ মুসা মনোযোগের সাথে ড্রাইভার গোহারের কথা আর তাকে  
পরিষ্কার করছিল। তার কথাবার্তা, তার চেহারা, সবমিলিয়ে গোহারকে কোন  
দিক দিয়েই সন্দেহ করতে পারল না আহমদ মুসা। ট্যাক্সি যাবার সময়  
গোহারের অকপট কথাগুলোও আহমদ মুসা বিবেচনা করেছে।

গোহারের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, ট্যাক্সি ড্রাইভার  
গুরেনকে কতদিন ধরে চেন?’

‘স্যার, সে আগে ম্যাসিস-এ গাড়ি চালাত। দু’বছর আগে সে দিভিনে  
আসে। সেই থেকে সে দিভিনে আছে, গাড়ি চালাচ্ছে।’ গোহার বলল।

‘তার সম্পর্কে আর কি জান? তোমার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা কেমন?’  
বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কাজ নিয়ে। মাঝে মাঝেই তার কাছ  
থেকে আমরা কাজ পাই। তা থেকে ভালো পয়সা আসে।’ গোহার বলল।

‘কি ধরনের কাজ?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘লোক নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা। তাতে ভালো ভাড়া পাওয়া যায়,  
তার সাথে বকশিশও।’ গোহার বলল।

‘বলতে পার গোহার, সাধারণত কোথা থেকে লোক নিয়ে যাওয়া হয়,  
কোথা থেকে আনা হয়?’ বলল আহমদ মুসা।

একটু চিন্তা করল গোহার। বলল, ‘বিশেষ করে এয়ারপোর্ট, রেল  
স্টেশন, আন্তঃশহর বাস স্টেশন থেকে লোক নিয়ে আসা হয়, পৌছে দেয়া  
হয়।’ গোহার বলল।

‘সাধারণত এই সব স্থান থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় লোকদের?’  
বলল আহমদ মুসা।

‘বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেন্ট গ্রেগরি গির্জায় আনা হয়।’ গোহার বলল।

‘আচ্ছা, সেন্ট গ্রেগরি গির্জা কমপ্লেক্সে গির্জা রয়েছে, গির্জার  
সেবায়ত-কর্মচারীদের আবাস রয়েছে, আর রয়েছে সেন্ট গ্রেগরির বাসা।

গির্জাতে তো ঢুকেছই। এছাড়া আর কোথাও গেছ কিনা?’ বলল আহমদ  
মুসা।

‘স্যার, একদিন আহত লোক নিয়ে সেন্ট গ্রেগরির গির্জায় গিয়েছিলাম। আমার গাড়ি গির্জায় না নিয়ে সেন্ট গ্রেগরির বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। গাড়ি থেকে আহত লোকটিকে আমিই বহন করে এনেছিলাম। সেন্ট গ্রেগরির বাড়িতে ঢুকে একটা সিঁড়ি দিয়ে আহত লোকটিকে আভারগাউন্ডে নিয়ে গিয়েছিলাম। যে ঘরে নিয়ে তাকে রেখেছিল, সেটা আমার মনে হয় সেন্ট গ্রেগরির বাড়ির বেশ উন্নত হবে। আবার ফিরে এসেছিলাম গির্জার পাশের একটা ঘর দিয়ে। ঐ একবারই সেন্ট গ্রেগরির বাড়িতে ঢুকেছিলাম।’ গোহার বলল।

আহমদ মুসার ঝুঁয়ুগল কৃষ্ণিত হয়ে উঠেছে। বলল, ‘আহত লোকটি কি শুলিবিন্দি ছিল গোহার?’

‘জি হ্যাঁ, স্যার। পাঁজরে শুলিবিন্দি ছিল।’ গোহার বলল।

‘যেখানে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে, সেটা কি ক্লিনিকের মত কিছু?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাই মনে হয়েছে। ঐ ধরনের যন্ত্রপাতি, বেড দেখেছি। ঔষধেরও গন্ধ পেয়েছি।’ গোহার বলল।

‘চার্টের ঘর দিয়ে আভারগাউন্ড থেকে উঠেছিলে, সেটা চার্টের দক্ষিণ পাশে, না পূর্ব বা পশ্চিম পাশে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘দক্ষিণ পাশে। লিফট রুমের কাছে কক্ষটি, কিন্তু কক্ষটি বড়।’ গোহার বলল।

‘তুমি সিঁড়ি দিয়ে, না লিফট দিয়ে উঠেছিলে?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি। কিন্তু লিফটও দেখেছি।’ গোহার বলল।

‘আভারগাউন্ড তুমি কি শুধু ঐ ক্লিনিকই দেখেছ?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ন্যা স্যার, অনেক ঘর। অনেকটা প্রাসাদের মত সুন্দর।’ গোহার বলল।

‘ধন্যবাদ গোহার। তুমি অনেক কথা বলেছ, অনেক তথ্য দিয়েছ।’  
বলল আহমদ মুসা।

‘আমি যাই স্যার।’ বলে গোহার উঠে দাঁড়াল। যাবার জন্যে ঘুরে  
গাড়িয়েও আবার ফিরল। বলল, ‘স্যার, আপনার ঐ সাংঘাতিক শক্রদের  
সন্ট প্রেগিরি গির্জার সাথে সম্পর্ক আছে?’

‘গোহার, আমি সন্ধান করছি। এখনও পুরো নিশ্চিত হইনি।’

‘স্যার, আমি যেদিন আহত লোকটিকে ঐ আভারগ্রাউন্ডে নিয়ে যাই,  
খন পাশের রুমের দু'জনের কথা শুনেছিলাম। সে কক্ষের ওয়াশরুমে  
আমি রক্তমাখা জামা-কাপড় ছাড়েছিলাম এবং হাত মুখ পরিষ্কার  
করেছিলাম। একজন বলছিল, ‘আহমদ মুসাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে না  
দিতে পারলে আমরা নিরাপদ নই।’ সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে কোনও  
গবেই আটকানো যাবে না। এমনকি এখানেও এসে পড়তে পারে। এখন  
পুলিশও তার পক্ষে গেছে।’ তার কথায় বাধা দিয়ে আরেকজন বলল,  
মরার আগে মরে যেও না। সে অজেয় নয়। এখানে যেদিন আসবে সেটা  
হবে তার শেষ দিন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুকলে দু'তিন সেকেন্ডেই সে লাশ  
হয়ে যাবে। আসুক সে এখানে।’

বলে একটু থেমেই সে বলল, ‘স্যার, মাফ করবেন, আপনিই কি  
আহমদ মুসা?’

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘এমনটা তোমার মনে হলো  
কেন?’

‘আজ আটজন মারাত্মক অন্তর্ধারী লোক আপনার হাতে যেভাবে মারা  
গেল এবং পুলিশ যেভাবে আপনাকে সম্মান করল ও অনুগতের মত কাজ  
করল, তাই দেখে হঠাৎ আমার এটা মনে হয়েছে।’ গোহার বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার মনে হলে এটা ধরে নিতে পার।’  
এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গোহার আহমদ মুসার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে  
লম্বা একটা বাউ করল।

‘এভাবে তুমি আমাকে বাউ করলে কেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি মুসলিম এবং আপনি মজলুম মানুষের নিঃস্বার্থ সাহায্যকরী।’  
গোহার বলল।

‘হাসপাতালের একজন নার্সের কাছে আহমদ মুসা সম্পর্কে অনেক গল্প  
শুনেছি স্যার। নার্সটি মুসলমান। কিন্তু নাম আর্মেনিয়ান।’ গোহার বলল।  
‘আচ্ছা গোহার তোমার নাম তো আর্মেনিয়ান নয়, ইরানিয়ান নামের  
অপ্রত্যক্ষ।’ বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে কথা বলল না গোহার। মাথা নিচু করেছিল। মাথা নিচু  
রেখেই বলল, ‘আমি দাদীর কাছে শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষরা নাকি  
মুসলমান ছিল। ইরানের জাহেদান থেকে বহু যুগ আগে এসেছিল  
ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আর্মেনিয়ায়। এক রাজনৈতিক গণগোলের সময়  
নিজেদের বাঁচাবার জন্যে খস্টান নাম গ্রহণ করে এবং পরে খস্টানই হয়ে  
যায়। আমার নাম রেখেছিলেন আমার দাদী।’ থামল গোহার। তার  
গলাটা ভারি।

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে গোহারের মাথায় হাত রাখল। বাম হাত দিয়ে  
তার মুখটা তুলে ধরল। দেখল তার দুই চোখ ভরা পানি। আহমদ মুসা  
চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, ‘দুঃখ কেন? আসলে তোমার নাম  
গাওহার। আমার এক ভাই তুমি। যাও, কাল দশটায় গাড়ি নিয়ে এস।’

গাওহারের দুই চোখের পানি আরও বেড়ে গিয়েছিল। দুই হাতে চোখ  
মুছে ‘আপনি সাবধান থাকবেন স্যার’ বলে ঘুরে দৌড় দিল পেছনের  
দরজার দিকে।

রাত তিনটায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে আবার শুয়েছিল আহমদ মুসা।  
গাওহার চলে ঘাবার পরই সে ঘুমিয়ে পড়ে। আহমদ মুসা নিশ্চিত ছিল,  
রাতের অতিথিরা যদি আসেই, তাহলে আসবে তারা রাত ঢটা থেকে তের  
মধ্যে। পশ্চিমী কালচারে এটাই গভীর ঘুমের সময়।

শুয়ে থেকে সদ্য-পাওয়া জেন'স ডিফেন্স জার্নালে চোখ বুলাচ্ছিল  
আহমদ মুসা। কিন্তু ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসায় জার্নাল পড়া হলো না।  
জার্নাল রেখে হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ অফ করে শুয়ে পড়ল আহমদ মুসা।

শুয়ে পড়ার সাথে সাথে একটা চিন্তা তার মাথায় ঝড়ের মত প্রবেশ করল। সেন্ট গ্রেগরি চার্চ ব্ল্যাক টাইগারদের একটা ঘাঁটি বা প্রধান ঘাঁটি হতে পারে, কিন্তু সেন্ট সেমভেল সম্পর্কে তো কিছুই জানা গেল না। দিভিন সেন্ট সেমভেলের রাজধানী। সাধারণত রাজধানীতে রাজা থাকেন। সেন্ট সেমভেল কি এখানে আছেন। সেন্ট গ্রেগরি কি তিনিই। এর কোন প্রমাণ নেই। সেন্ট সেমভেল তিনি হতে পারেন, নাও হতে পারেন। সেন্ট গ্রেগরি চার্চের প্রধান, কিন্তু সেন্ট সেমভেল তো একটা চরমপন্থী সন্তাসী দলের প্রধান। দুয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। আহমদ মুসার মনে হলো সেন্ট গ্রেগরির সাথে তার একটা সাক্ষাৎ দরকার। এই সাক্ষাতে তার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

চোখের ঘূম কোথায় উবে গেল আহমদ মুসার। এপাশ ওপাশ করে আহমদ মুসা বেড সাইড আলো জ্বালতে যাচ্ছিল। হঠাতে বাইরে ধাতব কিছু পড়ার শব্দ হলো। খুবই ছোট শব্দ। কিন্তু নিঃশব্দ রাতে ঐ শব্দটুকুও কানে ভালোভাবেই এসে প্রবেশ করল তার।

আহমদ মুসা হাত টেনে নিল সুইচ থেকে। প্রায় শ্বাসরোধভাবে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। হ্তির দৃষ্টি দরজার দিকে। না, দরজায় কোন প্রকার শব্দ নেই। উঠল আহমদ মুসা।

বিড়ালের মত নিঃশব্দে গেল দরজার কাছে। দরজার পান্তার নিচের পাঞ্চ এবং মেঝে এই দুয়ের মাঝ বরাবর বাইরের ডিম লাইটের অস্পষ্ট আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। হঠাতে দেখতে পেল হালকা হলুদ রঙের ফাঁপা তার প্রবেশ করছে ঘরের মধ্যে।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। আবার ওদের গ্যাস-আক্রমণ? সংজ্ঞালোপকারী গ্যাস, না প্রাণ সংহারক?

আহমদ মুসা দ্রুত সরে এসে বালিশের তলা থেকে গ্যাস-মুখোশ পরে নিল।

বেডসাইড সোফায় এসে বসল আহমদ মুসা। কি ঘটতে পারে? ভাবতে লাগল সে। সাধারণভাবে যেটা ঘটার সেটা ঘটবে, আহমদ মুসা

সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। তারপর ওরা ভেতরে চুকে তাকে ধরে নিয়ে যাবে অথবা মেরে ফেলবে। আরেকটা হতে পারে, গ্যাসটা মৃত্যু বিষ। আহমদ মুসা এ বিষে মারা যাবে। ওরা ভেতরে তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চলে যাবে অথবা তাদের সাফল্যের নির্দর্শন হিসাবে লাশটা নিয়ে যাবে। তবে এখন আহমদ মুসার জন্যে একটাই অপশন, ওদের জন্যে অপেক্ষা করা। মেশিন রিভলবারটা পাশে নিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পারে ওরা ঢোকা পর্যন্ত। ঘরের ভেতরে গ্যাস আগেই পাম্প করা হয়েছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। প্রায় দশ মিনিট হয়েছে, ওরা গ্যাস পাম্প করার সময় থেকে। ওরা এতক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে, আমি সংজ্ঞা হারিয়েছি বা মারা গেছি। অতএব ওদের এখন ঘরে ঢোকার পালা।

আহমদ মুসা সোফা থেকে উঠল। এগোলো বেডের দিকে শোবার জন্যে।

হঠাতে আহমদ মুসার মনে হলো, ওরা যদি গুলি করার বদলে একযোগে কয়েকজন বোমা ছুঁড়ে, তাহলে হ্যান্ড মেশিন রিভলবার তার মোকাবিলা করতে পারবে না। ওরা তো মরিয়া তাকে মেরে ফেলার জন্যে। সুতরাং তা ওরা করতে পারে। এমন আশংকার কথাই যদি ভাবা হয়, তাহলে দরজার সামনের কোন স্থানই তার জন্যে নিরাপদ নয়।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল এবং বেড ঘুরে দরজার সামনে দিয়ে লিভিং রুমের সাথে যে পার্টির ডোর আছে সেদিকে এগোচিল। হঠাতে তার নজরে পড়ল দরজার নিচ দিয়ে আগের তারের পাশ দিয়ে অপেক্ষাকৃত মোটা হালকা লাল একটা তার প্রবেশ করছে। সে দেখল এটা আসলে তার নয়, এক ধরনের সরু নল।

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ভুং কুঁষ্টিত হলো তার। এ নল দিয়ে নিশ্চয় তরল কিংবা অন্য কোন গ্যাস বেশি পরিমাণে ঘরের মধ্যে পাম্প করা হবে। দ্রুত প্রবেশ করছে নলটি। আগের তারটা মাত্র দু'গজের মত ঘরের ভিতরে চুকেছিল। কিন্তু এই নলটি ঘরের মাঝ বরাবর চলে এল। ঘরের মাঝখানে এসে নলটি থেমে গেল।

আহমদ মুসা বসে পড়ল নলের সামনে। পাস্প শুরু হবার জন্যে একটু  
অপেক্ষা করল আহমদ মুসা। কয়েক মিনিট পার হলো।

নলের মুখে হাত দিয়েই চমকে উঠল আহমদ মুসা। তীব্র বেগে  
গ্যাসীয় লিকুইড স্প্রে হচ্ছে। আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝল, সেটি  
গ্যাসীয় প্রচও দাহ্য পদার্থ।

ওদের প্র্যান বুঝে ফেলল আহমদ মুসা।

নিদিষ্ট পরিমাণ গ্যাসীয় লিকুইড স্প্রে হবার পর বাহির থেকেই ওরা  
এতে আগুন ধরিয়ে দেবে। অর্থাৎ আহমদ মুসাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায়  
জ্বালিয়ে দেবে। ঘরে ঢোকার ঝুঁকিও তারা নিতে চাচ্ছে না।

হাসল আহমদ মুসা। উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে হ্যান্ড ব্যাগ ও  
বেডের উপর থেকে মেশিন রিভলবারটা হাতে নিয়ে পার্টিশন ডোর দিয়ে  
লিভিংরুম, লিভিংরুম থেকে ডাইনিং কাম-কিচেনে বেরিয়ে এল। কিচেন  
থেকে পেছনের গেট দিয়ে বেরবার একটা দরজা আছে।

পেছনের দরজা থেকে আহমদ মুসার বেডরুম পর্যন্ত জায়গাটা  
মোটামুটি আলোকিত।

আহমদ মুসা মেশিন রিভলবার শোভার হোলস্টারে রেখে হাতে নিল  
সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার।

আন্তে আন্তে দরজা খুলল আহমদ মুসা। দেখল, পেছনের দরজায়  
বাইরের দিকে মুখ করে রিভলবার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন। তারও  
মুখে গ্যাস মাক্ষ।

এই লোকটিকে এভাবে রেখে তার ঘরের বাইরে যারা কাজ করছে,  
তাদের দিকে এগোনো যায় না।

আহমদ মুসা রিভলবার বাগিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দে তার দিকে  
এগোলো। লোকটির দুই গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে। আহমদ মুসার ইচ্ছা  
তাকে সংজ্ঞাহীন করে ধরে ফেলা।

পেছনে খুব কাছে থেকে রিভলবারের ক্লাচ অন করার শব্দ পেল  
আহমদ মুসা।

অ পা  
শব  
থে  
না  
বত  
হাম  
সে  
পেছ  
কিছু  
আন  
রাখ  
ইখা  
গুরু  
মখব  
আন  
চলছ  
সমস  
সুক  
জীব  
ত্যাগ  
আর্জ

আওয়াজটা বাতাসে ভেসে আসার সাথে সাথেই আহমদ মুসা গাছ  
থেকে ফল পড়ার মতো পট করে বসে পড়ল এবং সাথে সাথেই তার  
হাতের রিভলবারের নল পেছন দিকে ঘুরে গিয়ে শব্দ লক্ষে পুরি  
করল। এর মুহূর্তকাল আগে আহমদ মুসার পেছন থেকে পুরি  
হয়েছিল।

আহমদ মুসা গুলি করেই তাকিয়েছিল সামনে দরজায় দাঁড়ান  
লোকটার দিকে। সেও ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণে আসার কথা। আহমদ  
মুসার চোখ যখন তার উপর পড়ল, দেখল সে মাথায় গুলি থেয়ে পড়ে  
গেছে। আহমদ মুসা ঠিক সময়ে বসে পড়তে না পারলে ঐ বুলেটটা  
তারই মাথা গুড়িয়ে দিত। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল,  
পেছনের লোকটিও কঠনালিতে গুলি থেয়েছে। গুলিটা মাথার পিছন  
দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এগুলিটাই আহমদ মুসা করেছিল।

সামনে থেকে ছুটে আসা পায়ের শব্দ ভেসে এল। এসে পড়েছে  
ওরা। আড়াল নেয়ার সময় আর নেই। লাশের পাশে শয়ে পড়ল আহমদ  
মুসা মেশিন রিভলবার হাতে রেখে।

লাশগুলো নজরে পড়তেই ওরা থমকে দাঁড়িয়েছে। একজন বলে  
উঠল, ‘তিনজনই লাশ? কে কাকে মারল?’

‘চুপ! দেখ ঐ লোকটি আহমদ মুসা কিনা। তার মৃত্যুটা আমাদের  
দেখার বিষয়, আর সব জাহানামে যাক।

মেশিন রিভলবার বাগিয়ে এক ঝটকায় উঠে বসল আহমদ মুসা।  
সামনে ওরা পাঁচজন। কিন্তু কারোরই রিভলবার, স্টেনগান গুলি করার  
পর্যায়ে নেই।

‘তোমরা অস্ত্র ফেলে দাও।’ নির্দেশ দিল আহমদ মুসা। কিন্তু যাক  
আর্মেনিয়ান টাইগারের সবাই সমান বেপরোয়া। আহমদ মুসার কথা  
শেষ হতে দিল না। সবাই চোখের পলকে তাদের অস্ত্র টার্গেটে তুল  
নিচ্ছিল।

আহমদ মুসার তর্জনি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। টিগারে চেপে বসল  
আহমদ মুসার তর্জনি। ঘুরিয়ে নিল মেশিন রিভলবারের ব্যারেল ওদের  
পাঁচজনের উপর দিয়ে।

সাতটি লাশের পাশে বসে আহমদ মুসা টেলিফোন করল দিভিন  
শহরের নতুন পুলিশ প্রধান ভাহান ভাবদানকে। তাকে সব জানাল। ওপার  
থেকে ভাহান ভাবদান বলল, 'স্যার, আমরা আসছি স্যার। ম্যাডাম ইভা  
নারিনও টেলিফোন করেছিলেন আপনার বাসায় কয়েকজন প্রবেশ করেছে  
বলে।'

'আসুন প্লিজ।' বলল আহমদ মুসা।

মোবাইল অফ করতে করতে আহমদ মুসা ভাবল আমার এখানে  
হামলার বিষয়টা ইভা নারিন জানল কি করে? সেকি পাহারা বসিয়েছে, না  
সে নিজেই পাহারায় ছিল! না, সে পাহারায় ছিল না। থাকলে এদের পেছন  
পেছন সে বাড়িতে প্রবেশ করতো।

মন্টা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। সব জেনেও ইভা নারিন  
কিছুটা বাড়াবাড়ি করছে। অবশ্য তার বাবার অনুমতিতেই সে ব্ল্যাক  
আর্মেনিয়ান টাইগারের বিরুদ্ধে আহমদ মুসার অভিযানের খৌজ-খবর  
রাখছে এবং প্রয়োজনে সাহায্যও আসছে। এই কাজে বাধা দেবার  
ইখতিয়ার আহমদ মুসার নেই। তার বাবার লক্ষ আহমদ মুসাকে এই  
গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সাহায্য করা।

ভাবনার আরও গভীরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার মন। বিস্ময়কর  
মখলুকাত আল্লাহর এই পৃথিবী! তার চেয়েও বিস্ময়কর মানুষ! সুকৃতির  
আলো, দুকৃতির কালো দিয়ে সাজানো মানুষের জীবন। মানব প্রজাতির  
চলমানতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারী-পুরুষের দুর্লভ্য এক সম্পর্ক। এই  
সম্পর্ককেও আল্লাহ সাজিয়েছেন সুকৃতির আলো ও দুকৃতির কালো দিয়ে।  
সুকৃতির প্রদীপ এখানে প্রজ্ঞালিত না রাখলে, দুকৃতির কালোতে ভরে যায়  
জীবন। জীবনকে সুকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক আলোময় রাখতে হলে ধৈর্য ও  
ত্যাগের শক্তি দরকার। আহমদ মুসা আনন্দিত যে, ইভা নারিন এই শক্তি  
অর্জন করছে।

‘ମାଇ ଲର୍ଡ, ଆମାଦେର ଲୋକଦେର ଅଧ୍ୟୋଗ୍ୟତା ନୟ, ଆହମଦ ମୁସା ଅଧିକତର ଯୋଗ୍ୟତାର କାରଣେই ଦିଭିନେଓ ଆମାଦେର ବିପର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା । ଆମର ମନେ କରତାମ କ୍ଷିତିତା, ମୃତ୍ୟୁଭୟ ଜୟ କରେ ବେପରୋଯା ହେୟ ଉଠାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଆମାଦେର କମାନ୍ଡୋରା ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧିତୀଯ । କିନ୍ତୁ ଆହମଦ ମୁସା ତାର ଚେତେ କିପ୍ର, ତାର ଚେତେଓ ବେପରୋଯା । ତବେ ଆମାଦେର ଲୋକରା କୋଥାଓ ମୃତ୍ୟୁଭୟ ପାଲିଯେ ଯାଇନି । ତାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେଛେ, କିନ୍ତୁ ଧରା ଦେଇନି । ଆମାଦେର ଏକଜନ ଲୋକକେଓ ତାରା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଧରତେ ପାରେନି । ଆମାଦେର ଚେତେର କୋଥାଓ ହୃଦି ହେଇ ମାଇ ଲର୍ଡ ।’ ବଲଲ ସେଭାନ ସେରକିସ-‘ବ୍ୟାକ ଆମ୍ରିନ୍ୟାନ ଟାଇଗର’-ଏର ନତୁନ କମାନ୍ଡୋର ।

ସେନ୍ଟ ଆର୍ଥିର ଆଲେକ୍ସ ସେମଡେଲ ଚୋଖ ବନ୍ଧ କରେ ବସେଛିଲ ।

ସେଭାନ ସେରକିସର କଥା ଶେଷ ହଲେଓ ସେନ୍ଟ ସେମଡେଲ କିଛୁ ବଲଲ ନା ।

ଅନେକକ୍ଷଣ ପର ଚୋଖ ଖୁଲଲ । ବଲଲ, ‘ଏଭାବେ ଯୁକ୍ତି ଦିତେ, ସାଫାଇ ଗାଇତେ ଲଜ୍ଜା ହଚେ ନା? ଆଗେର କଥା ବାଦ ଦିଲାମ, ଦିଭିନେ ଏକଟା ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାଯ ୮୩ଟି ଗାଡ଼ି ଦିଯେ ତାକେ ଘରେ ଫେଲେଓ ତାର ଗାୟେ ଆଁଚଢ଼ ଦିତେ ପାରଲେ ନା, ମାଝଥାନେ ଆମାଦେର ସବାଇ ମାରା ପଡ଼ିଲ । ସେଦିନ ଗଭିର ରାତେ ଏକଟା ବନ୍ଦ ଘରେ ତାକେ ପେଯେଓ ତୋମାଦେର ସାତଜନ ସବରକମ ଅନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ ହେୟେ ତୋମରା ସବାଇ ମାରା ଗେଛ । ବଲ, ଏରପର ତୋମରା କି କରବେ?’

ସେନ୍ଟ ସେମଡେଲେର ବାମ ଦିକେର ଏକ ପାଶେ ଏକଟା ଲାଲ ବାତି ଛାଲେ ଉଠିଲ । ତାର ସାଥେ ସାଥେ ତିନବାର ବିପ ବିପ ଶବ୍ଦ ହଲୋ ।

ସେନ୍ଟ ସେମଡେଲ ତାକାଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟାର କ୍ରିନେର ଦିକେ । ସେଥାନେ ଏକଟା ଛବି ଭେଦେ ଉଠେଛେ । ଗୋଯେନ୍ଦା ପ୍ରଧାନ ସୋନା ସୋସାନାର ଛବି ।

সেন্ট সেমভেল পা দিয়ে একটা সুইচ চেপে ধরে বলল, ‘এস  
সোসানা।’

‘সোনা সোসানা ঘরে প্রবেশ করল। দরজা আগেই খুলে গিয়েছিল।  
সোনা সোসানা এসে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বড় একটা বাউ করল।  
সোনা সোসানাকে বসতে ইংগিত করে সেন্ট সেমভেল বলল, ‘তোমার  
তো এখন আসার কথা নয় সোসা? বল কি খবর?’

‘মাই লর্ড, সেখানে যাবার পথে একটা তথ্য জানতে আমি অফিসে  
এসেছিলাম। এ সময় একটা চিঠি এল অফিসে। সে চিঠি নিয়েই আমি  
আপনার কাছে এসেছি। খুব জরুরি মনে করেছি মাই লর্ড।’ বলল সোনা  
সোসানা।

‘কার চিঠি?’ সেন্ট সেমভেল বলল।

‘আহমদ মুসার, মাই লর্ড।’ বলল সোনা সোসানা।

‘আহমদ মুসার চিঠি? বলছ কি তুমি?’ সেন্ট সেমভেল নড়ে-চড়ে  
সোজা হয়ে বসতে বসতে বলল।

‘ইয়েস মাই লর্ড আহমদ মুসা চিঠিতে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা  
করেছেন।’ বলল সোনা সোসানা।

‘সাক্ষাৎ প্রার্থনা? আমার?’ বলল সেন্ট সেমভেল। তার কষ্টে বিস্ময়  
ঝরে পড়ল।

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল, ‘দাও চিঠিটা।’

চিঠি হাতে নিয়ে পড়ল সেন্ট সেমভেল :

“এক্সেলেপি সেন্ট প্রেগরি,  
সেন্ট প্রেগরির চার্চ, দিভিন।

আমি আপনার এবং আর্মেনিয়ার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি  
আর্মেনিয়ার সর্বজন সম্মানিত একজন ধর্মগুরু। একটি ব্যাপারে আপনার  
সাহায্য আমার প্রয়োজন। যা আমি সাক্ষাতেই বলতেই চাই। দু’এক  
দিনের মধ্যে মহামান্যের সাথে আমার একটা সাক্ষাৎকার মণ্ডুর করলে  
আমি বাধিত হবো। প্যাডের মোবাইল নাম্বারে সম্মতি-সংবাদের অপেক্ষায়  
ঝিলাম। –আহমদ মুসা।”

সেন্ট সেমভেল আহমদ মুসার চিঠিটা পড়ার পর তা অপারেশন  
কমান্ডর সেভান সেরকিসের হাতে দিয়ে দিল কোন কথা না বলেই।

সেন্ট সেমভেলের চোখে চিঠার ছাপ। তার সাথে চোখের কোণায়  
একটা ঔজ্জ্বল্যও।

চিঠি পড়ল সেভান সেরকিসও। তারপর চিঠিটা এগিয়ে দিল সেন্ট  
সেমভেলের দিকে।

চিঠিটায় সেমভেল আরও একবার চোখ বুলিয়ে তাকাল সেভান  
সেরকিস ও সোনা সোসানার দিকে। বলল, ‘তোমরা চিঠি পড়ে কি  
বুঝেছ?’

‘আমার মনে হচ্ছে মাই লর্ড আহমদ মুসা আপনাকে সেন্ট গ্রেগরি  
বলেই জানে। সে সেন্ট সেমভেলের ব্যাপারে কোন তথ্য জানতে চায়।’  
বলল সেভান সেরকিস।

সেন্ট সেমভেল তাকাল সোনা সোসানার দিকে।

‘এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, সেটা সামনে রেখে আমার মনে হচ্ছে আহমদ  
মুসা আপনাকে শুধু সেন্ট গ্রেগরি মনে করে না, আবার সেন্ট সেমভেলও  
মনে করে না। সে পরখ করার জন্যে সাক্ষাত্কার চেয়েছে। খোঁজ করে  
হয়তো আরও পথ সে বের করতে পারত, কিন্তু সবচেয়ে নিরাপদ পথটাই  
সে বেছে নিয়েছে।’ বলল সোনা সোসানা।

‘আমার কাছে পুলিশ প্রধান আন্তর্নিকও এসেছিলেন সেন্ট সেমভেলের  
খবর জানতে। আহমদ মুসার সাক্ষাতের বিষয়টাও কি সেরকম কিছু?’  
সেন্ট সেমভেল বলল।

‘আমার ধারণা পুলিশ প্রধান এসেছিলেন অনুসন্ধানের জন্যে আর  
আহমদ মুসা আসবে পরখ করার জন্যে।’ বলল সোনা সোসানা।

‘তাহলে তো তাকে ফিরে যেতে দেয়া যাবে না।’ সেন্ট সেমভেল বলল।  
‘অবশ্যই না। কিন্তু মাই লর্ড, সেতো যথারীতি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে  
আসছে। এ বিষয়টা ইভা নারিনের মত কাউকে জানিয়ে আসতে পারে।  
সেক্ষেত্রে আমাদের প্রয়েম হতে পারে।’ বলল সেভান সেরকিস।

‘আহমদ মুসাকে সরিয়ে ফেলতে পারলে কোন প্রয়েমই আমার কাছে  
বড় নয়। আর সেসব সামাল দেয়া আমার কাছে কিছুই নয়। এখন  
তোমরা একটা পরিকল্পনা কর, কিভাবে তাকে স্বাগত জানানো হবে।’  
সেন্ট সেমভেল বলল।

‘মাই লর্ড তাকে কোথায় সাক্ষাৎ দেবেন, বাড়িতে, না আভারগাউড  
অফিসে?’ জিজ্ঞাসা সেভান সেরকিসের।

‘তোমরা কি মনে কর?’ জিজ্ঞাসা করল সেন্ট সেমভেল।

‘মাই লর্ড তাকে ভালোভাবে ফাঁদে আটকিয়ে মারা দরকার। তার  
জন্যে আমাদের আভারগাউড হেডকোয়ার্টারই ভালো।’ বলল সেভান  
সেরকিস।

‘আমিও তাই মনে করি মাই লর্ড।’ সোনা সোসানা বলল।

‘আমি উঠছি। তোমরা প্ল্যান তৈরি করে আমাকে দেখাবে।’

সেন্ট সেমভেলের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তাকে সমেত তার  
চেয়ার-টেবিল চোখের পলকে নিচে নেমে গেল আর তার জায়গায় এল  
তার পি.এ. আনুশা আনাহিতির চেয়ার-টেবিল। সেন্ট সেমভেলের পি.এ.,  
আনুশা আনাহিতি চেয়ারে বসে কাজ করছিল।

চেয়ার-টেবিল স্থির হয়ে দাঁড়াতেই আনুশা আনাহিতি কাজ বন্ধ করে  
চোখ তুলে তাকাল সেভান সেরকিস ও সোনা সোসানার দিকে। বলল,  
‘মিস সোসা, বাইরের সব প্রোগ্রাম বাতিল করে আপনাকে এখানে থাকতে  
বলেছেন। হেডকোয়ার্টারের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে।  
আর মি. সেরকিস অপারেশন-হেডকোয়ার্টারের সব দায়িত্ব আপনার উপর  
অর্পণ করা হয়েছে। আপনাদের পরিকল্পনা অবিলম্বে মাই লর্ডকে  
জানাবেন। আর তৃতীয় বিষয় হলো, মিস সোসা হেডকোয়ার্টারের  
নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন কথা থাকলে মাই লর্ডকে জানাবেন। ও.কে।’

‘ধন্যবাদ মিস আনুশা আনাহিতি।’ বলল সেভান সেরকিস।  
সেভান সেরকিস এবং সোনা সোসানা দু’জনেই যাবার জন্যে উঠে  
দাঁড়াল।

মিস আনুশা আনাহিতি তার ল্যাপটপের ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল,  
মিস সোসা, আপনি একটু বসুন। আর মি. সেভান সেরকিস আপনি  
ওয়েটিং-এ একটু অপেক্ষা করবন মিস সোসানার জন্যে।'

সেভান সেরকিস চলে গেল।

'কি ব্যাপার মিস আনুশা?' জিজ্ঞাসা করল সোনা সোসানা।

'একটা জরুরি বিষয় মাই লর্ড আপনার সাথে আলোচনা করতে চান  
এই মুহূর্তে। আপনি কি তার কাছে যাওয়া প্রেফার করবেন, না ইন্টারকমে  
কথা বলবেন?'

'ইন্টারকম প্রেফার করছি।' বলল দ্রুত সোনা সোসানা।

ক্ষ কৃষ্ণিত হলো আনুশা আনাহিতির। তাকাল সে সোনা সোসানার  
দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

সোনা সোসানাও বুঝতে পারল তার প্রেফারেন্স বলার তাড়াহড়া  
দৃষ্টিকৃত ধরনের হয়ে গেছে। বলল, 'ও কিছু না। অ্যাবসেন্ট মাইন্ড হবার  
ফল। নিরাপত্তা, সাক্ষাত্কার এ বিষয় নিয়ে মন উদ্বিগ্ন।'

হাসল আনুশা আনাহিতি। সে একখণ্ড চিরকুটে কিছু লিখে সোনা  
সোসানা'র দিকে ঠেলে দিল।

পড়ল সোনা সোসানা, 'মাই লর্ডের সাথে প্রাইভেট সাক্ষাত্কার তুমি  
যতটা সম্ভব এড়ানোর চেষ্টা করছ, এটা আমি লক্ষ করেছি। ভয় করো না,  
তোমার মত আমিও তা চাই, কিন্তু পারি না। মেয়েদের পারসোনাল  
অ্যাসিস্ট্যান্টশীপ, প্রাইভেট সেক্রেটারীশীপ এতটাই অভিশপ্ত জানতাম  
না। যখন জানলাম তখন আমি অনেকটাই বন্দীর মত।'

চিরকুটার অন্য পিঠে লিখল সোনা সোসানা, 'শুধু তুমি কেন আনুশা  
আমি সোসানার মত আরও যারা আছে, সবাই বন্দীর মত। নামে বন্দী না  
হয়েও কাজে বন্দী। আমাদের 'হ্যাঁ'-এর যেমন প্রয়োজন দেখে না তারা,  
তেমনি 'না'-এর কোন মূল্য নেই তাদের কাছে।'

চিরকুটা সোনা সোসানা ঠেলে দিল আনুশা আনাহিতির দিকে।

পড়ে আনুশা আনাহিতি হাসতে গিয়েও পারল না। বেদনায় ছেয়ে গেল তার মুখ। ফুলের মত সর্বাঙ্গ সুন্দর এক মেয়ে আনুশা আনাহিতি। শীতের মত নির্দয় এক ছোবল এসে যেন তাকে কুঁকড়ে দিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল সে। নিজেকে সামলে নিল। বলল, ‘মিস সোসানা, মাই লর্ডের সাথে কথা বলুন।’

বলেই ইন্টারকম অন করে বলল, ‘মাই লর্ড সোনা সোসানাকে লাইন দেব?’

‘হ্যাঁ। তার সাথে একটা বিষয়ে কথা বলা বাকি আছে।’ বলল, সেন্ট সেমভেল।

‘মাই লর্ড, সোনা সোসানা লাইনে আছে।’ বলল আনুশা আনাহিতি।  
‘সোনা সোসানা।’

‘মাই লর্ড, আদেশ করুন।’ সোনা সোসানা বলল।

‘সোসা, একটা কথা বল তো, সেদিন আহমদ মুসার ওখানে যে অভিযান হলো, সেটা সে আগে থেকেই জানতে পারল কেমন করে? সেরাতের অভিযান সম্পর্কে যতটুক জানা গেছে তাতে প্রমাণ হয়, আহমদ মুসা এর জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল।’ বলল সেন্ট সেমভেল।

‘মাই লর্ড, এই সন্দেহ আমার মনেও জেগেছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে পারিনি যে, এমনটা সত্যিই ঘটেছে। এই বিষয় জানার জন্যে ড্রাইভার গুরেনকে দরকার ছিল। তাকে ব্যবহার করেই আমরা আহমদ মুসার বাসার সন্ধান পেয়েছিলাম। ড্রাইভার গুরেন সেই রাত থেকেই নিখোঁজ। সে দিন থেকে পালিয়েছে, না পুলিশের হাতে পড়েছে, এটা এখনও নিশ্চিত জানা যায়নি।’ সোনা সোসানা বলল।

‘সত্য বলেছ সোসা, ড্রাইভার গুরেন আমাদের জন্যে একটা দুর্বল পয়েন্ট। কে জানে সে দু'মুখো ছিল কিনা? যাক, এ বিষয় নিয়ে তোমার উপর রাগ হচ্ছিল। কেন এ বিষয়টা নজর এড়িয়ে গেল, কেন এ বিষয়টা তুমি চিন্তা করানি। ধন্যবাদ সোসা, তুমি যা চিন্তা করেছ, ঠিক চিন্তা করেছ।’ বলল সেন্ট সেমভেল।

কথা শেষ করে মুহূর্তকাল থেমেই সেন্ট সেমভেল বলল, ‘তুমি কি মনে  
কর সোসা, শেষ যুদ্ধটা আমাদের কেমন হবে?’

‘আহমদ মুসা আমাদের হেডকোয়ার্টারে আসার পর তার সাথে  
আমাদের যে সংঘাত হবে, তাকে আপনি শেষ যুদ্ধ বলছেন কেন মাই  
লর্ড?’ সোনা সোসানা বলল।

‘কারণ এই যুদ্ধে আহমদ মুসাকে মরতেই হবে। সে না মরলে  
আমাদের ‘ব্র্যাক আর্মেনিয়ান টাইগার’কে নিশ্চিহ্ন হতে হবে। আমরা তা  
হতে দিতে পারি না। সুতরাং মরতেই হবে আহমদ মুসাকে।’ বলল সেন্ট  
সেমভেল।

‘ধন্যবাদ মাই লর্ড, এটা আমাদের সকলের কথা। যিষ্ঠ আমাদের  
সফল বর্ণন।’ সোনা সোসানা বলল।

‘আমেন। ও.কে। বাই।’ ওপার থেকে কথা শেষ করল সেন্ট  
সেমভেল।

অফ হয়ে গেল ইন্টারকম।

‘একা একজন মানুষ অবশ্যই অজেয় হতে পারে না মিস সোসা।’  
বলল আনুশা আনাহিতি।

হাসল সোনা সোসানা। বলল, ‘উনি নাকি বলেন, তিনি একা নন, তার  
সাথে তার আল্লাহ থাকেন। কারণ তার লড়াই নাকি ন্যায়ের পক্ষে,  
অন্যায়ের বিরুদ্ধে।’

কথা শেষ করেই সোনা সোসানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমি যাই মিস  
আনুশা। সেভান সেরকিস অপেক্ষা করছে। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ  
করতে হবে।’

সোনা সোসানা হাঁটা শুরু করল দরজার দিকে।

আনুশা আনাহিতির দুই চোখ তাকিয়ে আছে সোনা সোসানার  
দিকে। তার মনে অনেক চিন্তা। তার মধ্যে তার ভাগের কি হবে, সেই  
চিন্তাই বড়। তার কাছে এখন নিজের সত্ত্বা ও সত্ত্বার সম্মানই সবচেয়ে

‘স্যার একটু বসুন। মাই লর্ড আপনার জন্যে ওয়েট করছেন। তাঁকে  
বলছি আপনি এসেছেন।’ বলে সেন্ট গ্রেগরিয়ের পি.এ. মিস আনুশা  
আনাহিতি ইংরেজি একটা দৈনিক আহমদ মুসার সামনে দিয়ে ভেতরে  
চলে গেল।

আহমদ মুসা খুশি হলো এ পর্যন্ত সে খাতির পেয়েছে এজন্য। পার্কিং-  
এ একজন কর্মকর্তা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেই তাকে রিসেপশন  
পর্যন্ত নিয়ে আসে। রিসেপশন থেকে একজন কর্মকর্তা তাকে  
আভারগাউডের এই প্যালেস-সদৃশ বাড়িতে নিয়ে আসে। মাঝখানে তার  
রুটিন সিকুরিটি চেক হয়েছে, সিকুরিটি স্ক্যানিং-এর মধ্যে দিয়ে তাকে  
আসতে হয়েছে। আহমদ মুসার কাছে কিছুই তারা পায়নি। তারা বলেছে,  
‘স্যার, এগুলো সবই রুটিন চেকিং। নানা রকমের লোক তো মাই লর্ডের  
কাছে আসে, তাই এই ব্যবস্থা। কিছু মনে করবেন না স্যার।’ আহমদ মুসা  
কিছুই মনে করেনি। কিন্তু মনে মনে বলেছে, তোমাদের স্ক্যানিং-এ ধরা  
পড়বে, এমন অস্ত্র নিয়ে আমি অনিষ্টিতের এই অভিযানে আসিনি।

আহমদ মুসার মন ফিরে এল সামনের কাগজের দিকে। ভাঁজ করা  
সংবাদ পত্রের উপর হাত রাখল তা একটু কাছে টানার জন্যে। ভাঁজের  
পাশে যেখানে বাম হাতটা রাখল আহমদ মুসা, সে জায়গাটা একটু উচুঁ  
মনে হলো। মনে হলো তার ভেতরে যেন একটা কিছু আছে।

আহমদ মুসা পত্রিকার ভাঁজ খুলল এবং প্রথম পাতা উল্টিয়ে দেখতে  
পেল চার ভাঁজ করা একটা কাগজ। ড্রঃ কুফিত হলো আহমদ মুসার।  
কাগজটা কাছে এনে একটা ছোট নিউজ পড়ছে ঝুমন একটা ভান করে  
আহমদ মুসা কাগজের আড়াল নিয়ে ভাঁজ করা কাগজটা খুলল। দেখল  
ওটা একটা ক্ষেচ।

সংগে সংগে কাগজটা ভাঁজ করে সামলে রাখল। এক সময় ভাঁজ করা  
কাগজটাকে নিজের কাছে নিয়ে এল এবং জ্যাকেটের পক্ষেতে তুলল।

সেন্ট গ্রেগরির পি.এ. আনুশা আনাহিতি এসে গেল। বলল, 'ম্যার চলুন, মাই লর্ড আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

আহমদ মুসা তাকাল আনুশা আনাহিতির দিকে।

চোখ দু'টি আনুশা আনাহিতির শাস্তি, ভাবলেশহীন। তবে ঐ চোখ  
শক্রের নয়, এটা নিশ্চিত আহমদ মুসা। তাহলে আনুশাই কি ক্ষেচ্টা তাকে  
দিয়েছে? ক্ষেচ্টা নিশ্চয় এই বিল্ডিং-এর। অন্য কেউ তো ভুলে কাগজের  
মধ্যে এটা রাখতে পারে? প্রশ্ন জাগল আহমদ মুসার মনে। কিন্তু অন্য  
কেউ রাখলে পত্রিকা আনার সময় তা পড়ে যেত বা আনুশার হাতে ধরা  
পড়ত। আনুশা পত্রিকা না দেখে নিশ্চয় আহমদ মুসাকে দেয়নি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন মিস আনুশা।'

চলতে শুরু করল তারা। আগে আনুশা। পেছনে আহমদ মুসা।

ওয়েটিং রুম থেকে আনুশা একটা দরজা দিয়ে যেখানে বেরল সেট  
একটা করিডোর। করিডোর ধরে অল্প কিছু দূর চলার পর ঠিক নাক বরাবর  
চার পাঁচ ধাপের একটা সিঁড়ি।

সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে গিয়ে তৃতীয় ধাপে এসে পা পিছলে পড়ে গেল  
মিস আনুশা।'

আহমদ মুসা পেছনেই ছিল। লাফ দিয়ে গিয়ে আহমদ মুসা ধরে তুলল  
তাকে। তোলার সময় আনুশা আহমদ মুসার জ্যাকেটের পকেটে কিছু  
একটা চুকিয়ে দিল। আহমদ মুসাও তা দেখতে পেল। বুবল আহমদ  
মুসা, তাকে একটা কিছু দেয়ার জন্যে সে পড়ার ভান করেছিল।

'স্যার, পা হঠাৎ পিছলে গিয়েছিল। ধন্যবাদ আপনাকে।' উঠে দাঁড়িয়ে  
বলল আনুশা আনাহিতি।

'মোস্ট ওয়েলকাম মিস আনুশা। পায়ে কোন আঘাত পাননি তো?'

বলল আহমদ মুসা।

'না, তেমন কিছু নয়। আসুন।' বলে আবার চলতে শুরু করল আনুশা  
আনাহিতি। তার পেছনে হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসাও।

আতঙ্কের দিভিন উপভ্যক্তি ১৭৬

আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল বের করল। তার সাথে বের করল আনুশার সদ্য দেওয়া চিরকুটি। বাম হাতে মোবাইল রেখে, তার উপর ডান হাত রেখে আনুশার দেয়া চিরকুটি বের করল। যেন মোবাইলের কোন নামার দেখছে আহমদ মুসা। পড়ল আহমদ মুসা চিরকুটের লেখা 'ঘরটির মেঝের সব অংশ সব দিকে মুভ করতে পারে। চেয়ারের ব্যাকে স্বয়ংক্রিয় গুলির ব্যবস্থা আছে। চেয়ারগুলো তাতে বসা লোকদের শৃঙ্খলিত করতে পারে। অস্বাভাবিকভাবে চেয়ারে বসা এর রিমেডি।'

চিরকুটি পড়ে আহমদ মুসার শক্ত-শান্ত-স্থির মনও মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠল। কি বিপজ্জনক ফাঁদ! কি আটঘাট বাঁধা এদের কোশল! এদের ঐ চেয়ারে বসার মানেই হলো বন্দী হয়ে যাওয়া, নয় তো বেঘোরে মৃত্যুবরণ করা। আনুশা তার চিরকুটে এর রিমেডি বলেছে। সেটা অস্বাভাবিকভাবে চেয়ারে বসা। তার মানে অস্বাভাবিকভাবে বসলে চেয়ারে বসা লোককে শৃঙ্খলিত করা ও গুলি করার ব্যবস্থা কার্যকর হয় না। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল আনুশাকে। আনুশার দ্বিতীয় তথ্য, যে ঘরে আহমদ মুসা সেন্ট গ্রেগরির সাথে সাক্ষাতে বসতে যাচ্ছে, সে ঘরের সব অংশ সব দিকে মুভ করতে পারে। এর অর্থ ঘরটির মেঝে কয়েকটি পরিকল্পিত খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি খণ্ডকে আলাদাভাবে উপরে-নিচে, ডানে-বামে, সামনে-পেছনে সব দিকেই মুভ করানো যায়। সেন্ট গ্রেগরির চেয়ার-টেবিল একটা খণ্ডে হতে পারে। আমার মত মেহমানরা সামনের যে চেয়ারগুলোতে বসবে, সেটা আরেকটা খণ্ড হতে পারে। এভাবে আরও খণ্ড রয়েছে। এ থেকে নিরাপদ থাকার কোন পথ নেই বলেই হয়তো আনুশা তা বাত্তলায়নি। আর আনুশার দেয়া তথ্য থেকে ত্তীয় যে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে সেটা হলো সেন্ট গ্রেগরিই আসলে সেন্ট আর্থার আলেক্স সেমভেল। আহমদ মুসা আল্লাহ রাকুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করল যে, সেন্ট সেমভেলের পরিচয় তার কাছে শুরুতেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আনুশা আনাহিতি । এক সারিটে  
অনেকগুলো দরজার মধ্যে এটি একটি ।

দরজাগুলোর দিকে ইংগিত করে আনুশা বলল, ‘ফাদার সেন্ট গ্রেগরি  
ব্যক্তিগত অফিস এগুলো । এখন এই অফিসে ফাদার আপনার জন্যে  
অপেক্ষা করছেন ।’

সামনের দরজাটা খুলে গেল ।

‘প্লিজ স্যার, ভেতরেই আছেন ফাদার সেন্ট গ্রেগরি ।’ আহমদ মুসার  
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আনুশা আনাহিতি বলল ।

আহমদ মুসা তাকাল আনুশার মুখের দিকে । আনুশার চোখ  
ভাবলেশহীন হলেও তাতে উদ্বেগ ও বেদনার ছায়া আছে । আহমদ মুসা  
বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ মিস আনুশা আনাহিতি ।’

আনুশার চোখে উদ্বেগ-বেদনা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল । তার ঠোঁট দুটি  
একটু নড়ল । অঙ্কুটে বের হয়ে এল, ‘গড় রেস ইউ ।’

কক্ষটিতে প্রবেশ করল আহমদ মুসা । বেশ বড় ঘর ।

ঘরের মাঝাখানে একটা টেবিল । টেবিলের পাশে একটা রাজাসন তাতে  
বসে আছে সেন্টদের পোষাকে সেন্ট গ্রেগরি ওরফে সেন্ট আর্থার আলেক্স  
সেমভেল ।

টেবিলের সামনে একটি মাত্র চেয়ার । সেটা আহমদ মুসার জন্যে ।

ঘরটিকে নিরাভরণ বলা যায় । তবে যা আছে সবই মূল্যবান  
অ্যানটিকস । টেবিল, দুটি চেয়ার, বড় আলমারি সব দৃষ্টিন্দন  
অ্যানটিকস । বিস্ময়ের ব্যাপার ঘরে কোন কম্পিউটার নেই । সাইড  
টেবিলও নেই । টেবিলের দিকে তাকিয়েই আহমদ মুসা বুবল টেবিলটাই  
একটা কম্পিউটার ।

আহমদ মুসাকে ঢুকতে দেখে ফাদার সেন্ট গ্রেগরি উঠে দাঁড়াল ।  
এগিয়ে আসতে আসতে বলল, ‘ওয়েলকাম আহমদ মুসা । দুনিয়ার এক  
কিংবদন্তী আপনি । আপনাকে আমার অফিসে এভাবে পাওয়া আমার  
জন্যে এক অসীম সৌভাগ্য ।

আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে তার জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ার দেখিয়ে  
বলল, ‘প্লিজ বসুন।’

চেয়ারের কথা শনে চমকে উঠল আহমদ মুসা— ওতো মৃত্যু-আসন।  
অস্বাভাবিকভাবে বসাটো আসলে কি? যেভাবে বসা হয় চেয়ারে, তারচেয়ে  
ব্যতিক্রমভাবে বসাটাই কি অস্বাভাবিকভাবে বসা।

আহমদ মুসা এগোলো চেয়ারের দিকে। ‘ধন্যবাদ ফাদার!’ বলে  
চেয়ারের একেবারে সন্তুষ্ট প্রান্তের উপর বসল এবং হাত দু'টি চেয়ারের  
হাতলে না রেখে টেবিলের উপর রাখল।

আহমদ মুসার স্থির দৃষ্টি সেন্ট সেমভেলের দিকে।

আহমদ মুসার ওভাবে বসতে দেখে মুহূর্তের জন্যে ক্রিঃ কুঁচকে গিয়েছিল  
সেন্ট সেমভেলের। মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে উঠে বলল, ‘বি  
ইজি আহমদ মুসা। ভালো করে বসুন।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঠিক আছে ফাদার। একেকজনের  
একেক ধরনের অসুবিধা আছে জনাব। আমার মেরুদণ্ডকে শক্ত জায়গায়  
রাখতে হয়। এই কারণে কুশন আমি অ্যাভয়েড করি। এসব বিষয় থাক  
ফাদার। আমি বিশেষ একটা সাহায্য চাইতে আপনার কাছে এসেছি।’

আহমদ মুসার কথাটা শনেই কিছুটা আতঙ্ক হলো যেন সেন্ট  
সেমভেল। মুহূর্ত কয়েক সময় নিয়ে বলল, ‘বলুন কি সাহায্য?’

‘সেন্ট সেমভেলকে আমরা খুঁজছি। আপনি আর্মেনিয়ার সবচেয়ে  
সম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু। আপনার পক্ষেই তাকে চেনা সম্ভব। সে  
জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘পুলিশ প্রধানও এসেছিলেন তার খৌঁজে। আপনিও এসেছেন। কি  
ব্যাপার? তাকে কি দরকার?’ সেন্ট সেমভেল বলল। তার কপ্তে কিছুটা  
বিরক্তি।

‘তিনি আর্মেনিয়ার একটি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্যে কাজ  
করছেন। ইতিমধ্যেই তিনি অনেক জীবন ও সম্পদ নাশের অপরাধ  
করেছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

চোখ দুঁটি জুনে উঠল সেন্ট সেমভেলের। চোখের পলকে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। আহমদ মুসার কথার রেশ মেলাবার আগেই সেন্ট সেমভেলের হাতে উঠে এল রিভলবার। গুলি করল সংগে সংগেই আহমদ মুসার মাথা লক্ষ করে।

আহমদ মুসা সেন্ট সেমভেলের দিকে তাকিয়েই ছিল। কিন্তু আশ করেনি যে, তার প্রতিক্রিয়াটা এভাবে সে গুলির মাধ্যমে দেখাবে। যখন বুঝল, তখন আহমদ মুসা নিজেকে রক্ষা করার জন্যে মাথাটা একটু নিচ করেছিল। এর কারণে সে একটা সুযোগও পেয়েছে। এই সুযোগেই আহমদ মুসা ঘাড়ের উপরে জ্যাকেটের কলার ব্যান্ডের নিচ থেকে ছোট একটা ল্যাসারগান বের করেই গুলি করতে পেরেছিল সেন্ট সেমভেলকে।

সেন্ট সেমভেল তার গুলি ব্যর্থ হবে এবং সংগে সংগে গুলির উত্তরও পাবে, এটা আশা করেনি। কিছু বুঝার আগেই সেন্ট সেমভেলের ডান হাতের কজি পর্যন্ত উড়ে গেল ল্যাসার বুলেটের আঘাতে।

আশ্চর্য নার্ভ সেন্ট সেমভেলের। হাত হারিয়ে সে একটা ‘আঃ উঃ’ পর্যন্ত করেনি।

টেবিল সমেত সেন্ট সেমভেলের চেয়ার নিচে নামছিল। টেবিলের উপরই ছিল আহমদ মুসার দুই হাত, শরীরের ভারও। আহমদ মুসা শুধু দেহটাকে গঢ়িয়ে দিল টেবিলের উপর।

সেন্ট সেমভেল আহমদ মুসার দেহকে টেবিলের উপর দেখেই তার বাম হাতের রিভলবার দিয়ে আহমদ মুসাকে গুলি করতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসার ডান হাত তখন নিজের মাথার কাছে। ল্যাসারগানের ব্যারেলটা ও অন্যদিকে। ঘুরাবার সময় ছিল না। উপায়য়ান্তর না দেখে ডান পায়ের লাথি ছুড়ে মারল সেমভেলের রিভলবার ধরা হাত লক্ষ।

রিভলবার সেন্ট সেমভেলের হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল।  
পকেট থেকে পিংপং বলের মত গোলাকার কিছু একটা বের করল।

আহমদ মুসা ততক্ষণে তার ডান হাত ঘুরিয়ে নিয়েছে। এবার তার ল্যাসারগানের দ্বিতীয় গুলি সেন্ট সেমভেলের বাম হাত লক্ষে ছুটে গেল। আহমদ মুসা সেন্ট সেমভেলের হাতের সংজ্ঞালোপকারী বোমার বিক্ষেপণ ঠেকাবার জন্যে গুলি তার হাতে না করে বাহতে করেছে।

এবার সেন্ট সেমভেল আর্তনাদ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

তার সাথে সাথে টেবিল-চেয়ার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

‘আহমদ মুসা তুমি আপাতত বেঁচে গেছ, আমার দুই হাতকে উড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু তুমি ফাঁদে আটকা পড়েছ। তোমাকে মরতেই হবে। গোটা ইস্টাবলিশমেন্টে এখন অ্যালারম বাজছে। সবাই ছুটে আসছে এদিকে।’ হংকার দিয়ে বলে উঠল সেন্ট সেমভেল।

চেয়ার-টেবিল সমেত তারা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেটা চারদেয়ালে আবদ্ধ একটা কুঠরি। যার জানালা দরজা কিছুই নেই। সেন্ট সেমভেলের কথায় বুবা যাচ্ছে এটা তার জন্যে মরণ ফাঁদ। এ ফাঁদের দরজা খোলার চাবিকাঠি সেন্ট সেমভেলের কাছে রয়েছে। দরজা খোলার সেই সুইচ নিশ্চয় এই টেবিলের কোথাও আছে, সেন্ট সেমভেলের নাগালের মধ্যে।

সেন্ট সেমভেলকে ঐভাবে চেয়ারে বসিয়ে রেখে মেরোয় নামা ঠিক হবে না। টেবিলের উপর দিয়ে এগোলো আহমদ মুসা সেন্ট সেমভেলের দিকে। এগোবার সময় টেবিলে পড়ে থাকা সংজ্ঞালোপকারী বোমাটা পকেটে পুরল সে।

‘তুমি আমাকে কি করতে চাও আহমদ মুসা?’ বলল সেন্ট সেমভেল।  
তার কষ্টে উংগে।

‘এই মুহূর্তে কিছু করব না।’ বলে আহমদ মুসা সেন্ট সেমভেলের চেয়ারের হাতলটা ধরে ঘুরিয়ে ঠেলে দিল চেয়ারটা টেবিল থেকে কিছুটা দূরে। দেখল চেয়ারের সাথে কোন কিছুর কানেকশন নেই।

এবার টেবিল থেকে নামল আহমদ মুসা। দ্রুত টেবিলের দু'পাশের ড্রয়ার খুলল। এক ড্রয়ারে পেল একটা মেশিন রিভলবার। অন্য ড্রয়ারে দেখল ছোট-খাটো কিছু ইলেক্ট্রনিক জিনিস ও কাগজপত্র।

আহমদ মুসা মেশিন রিভলবার কাঁধে ঝুলিয়ে বসে পড়ল টেবিলের  
নিচেরটা দেখার জন্যে, যেখানে পা দিয়ে অপারেট করার মত সুইচ আছে  
বা থাকতে পারে এবং বোর্ড বা ডিজিটাল কী-বোর্ডের মত কিছু পাওয়া  
যেতে পারে। দেখতে শুরু করেছে আহমদ মুসা। ঘন চকলেট রঙের পা  
রাখার মত একটা বোর্ড আছে সত্য, কিন্তু প্রথম নজরে কিছুই চোখে পড়ল  
না। আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে গেল। এই সময় পাশে শব্দ হওয়ায় সে  
ফিরে তাকাল সেন্ট সেমভেলের দিকে। দেখল সেন্ট সেমভেলকে নিয়ে  
চেয়ার বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। সেই সাথে শুনতে পেল সেন্ট  
সেমভেলের চিৎকার, ‘এবার গ্যাস চেয়ারে মর আহমদ মুসা।’

কথা শেষ হবার সাথে সাথেই চেয়ার ওপারে চলে গেল। চেয়ার  
চলছিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে। চেয়ার বের হবার সাথে সাথেই দরজা বন্ধ হয়ে  
গেল। ফাইবার পার্টিশনটা আগের মতই হয়ে গেল।

মুহুর্তেই ঘটে গেল ঘটনাটা। যখন আহমদ মুসা দেখতে পেয়েছে,  
তখন তার আর করার কিছুই ছিল না।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াল গিয়ে ফাইবার ওয়ালটা রামনে।  
দরজার জায়গাটা পরীক্ষা করল। ফাইবার ওয়ালের গায়ে উপর থেকে  
নিচ পর্যন্ত নিলচে একটা লাইন দেখতে পেল। বুবল আহমদ মুসা  
দরজাটা চুরক-নিয়ন্ত্রিত। চেয়ার যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালাবার ব্যবস্থা  
ছিল, তেমনি দরজা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ম্যাগনেটিক কমান্ড চেয়ারেই ছিল।  
চমকে উঠল আহমদ মুসা সেই সাথে, তাহলে তো দরজা খোলার আর  
কোন ব্যবস্থা যারে অবশিষ্ট নেই? সেই সাথে আবার তার মনে হলো,  
সেন্ট সেমভেলের মত ত্রিমিনালরা মাত্র একটা অপশন রাখে না,  
একাধিক বিকল্প তারা প্রস্তুত রাখে। চেয়ারে দরজার যেমন একটা ব্যবস্থা  
ছিল, তেমনি টেবিলে বা অন্য কোথাও এক বা একাধিক ব্যবস্থা নিশ্চয়  
আছে।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল টেবিলের দিকে। ঠিক সে সময়েই ঘরটা  
অঙ্ককারে ছেয়ে গেল। একেবারে ঘুটঘুটে অঙ্ককার। সেই সাথে একটা

কষ্ট ধ্বনিত হলো, 'আহমদ মুসা, গ্যাস চেম্বারে আমরা তোমাকে তিল তিল করে মারব। গ্যাস চেম্বারে অস্থিজেন ধীরে ধীরে কমে যাবে, ঘাতকগ্যাস ধীরে বেড়ে যাবে, তুমি তিল তিল করে মরবে। কোন বুলেট দিয়ে পার্টিশনের ফাইবার গ্লাস ফুটোও করতে পারবে না, ভাঙা তো দূরের কথা। ল্যাসারগান দিয়ে বড় জোর ফাইবার গ্লাস ফুটো করতে পারবে। তাতে লাভ হবে না। ঐ ফুটো দিয়ে আমরা তখন বিশেষ নার্ড গ্যাস তুকিয়ে দেব তোমার মৃত্যুকে আরও যন্ত্রণাদায়ক করার জন্যে।'

সেন্ট সেমভেলের হমকি মিথ্যা নয়, ভাবল আহমদ মুসা। ঘরে আলো না থাকায় দরজা খোলার বিকল্প ব্যবস্থা সন্ধান করা কঠিন হয়ে গেল। কিন্তু তার মনে প্রশ্ন জাগল, এই ঘরের আলো জ্বালানো কি শুধুমাত্র বাইরের উপর নির্ভরশীল ছিল? দরজা খোলার বিকল্প থাকার মতই আহমদ মুসার মনে হলো ঘরে আলো জ্বালানোরও বিকল্প ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা কি হতে পারে? আবার নিজের কাছেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। সে ব্যবস্থাটা এমন হবে, ভাবল আহমদ মুসা, যেন না হাতড়িয়ে বা না উঠে গিয়ে নিচ এমন হবে, ভাবল আহমদ মুসা, যেন না হাতড়িয়ে আলো জ্বালানো যায়। কিংবা ব্যবস্থাটা এমন হবে যাতে অঙ্ককারেও তা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। চেয়ারে বসা বা অঙ্ককারে দাঁড়ানো একজন লোকের জন্যে এমন সহজ জায়গা কোনটা হতে পারে? আহমদ মুসার মনে হলো সে জায়গাটা হতে পারে দু'পাশের দুই ড্রয়ার। অঙ্ককারে চেয়ারে বসে থাকা কিংবা দাঁড়িয়ে থাকা লোকের জন্যে উপযুক্ত হান হিসেবে দু'পাশের দুই ড্রয়ার খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে সহজ।

আহমদ মুসা অঙ্ককারে টেবিল খুঁজে নিয়ে ভান পাশের ড্রয়ার খুলল বিসমিল্লাহ বলে। সংগে সংগে ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ড্রয়ারের ওপাশে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এ সময় সেই কষ্ট আবার ধ্বনিত হলো। বলল, 'ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি আহমদ মুসা। আলো জ্বালাতে তুমি পেরেছ। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে

তুমি পারবে না। আমরা আর দেরি করতে চাচ্ছ না। গ্যাস চেম্বার কাজ  
শুরু করেছে। তুমি আর বেশিক্ষণ বেঁচে নেই। বিদায় আহমদ মুসা।'

কষ্ট থেমে গেল।

কষ্ট থেমে যেতেই আহমদ মুসার দু'বার কাশি হলো। কাশি আহমদ  
মুসার ভেতরের নীরব অস্পষ্টির প্রমাণ।

'আগ্নাহ আমার সহায়।' বলে আহমদ মুসা দরজা খোলার বিকল্প  
ব্যবস্থা তালাশের জন্যে টেবিলের নিচটা দেখার জন্যে বসতে যাচ্ছিল,  
হঠাতে আহমদ মুসার নজর গিয়ে পড়ল টেবিলের সারফেসে অদৃশ্য প্রায়  
একটা ডিজিট্যাল ছকের উপর।

আহমদ মুসা ঝুঁকে পড়ল ছকটার উপর। বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসা  
দেখল, ছকে অংকের ডিজিট নেই, আছে কিছু বর্ণ ও কিছু অস্পষ্ট ধ্বনের  
ক্ষুদ্র ছবি। যেমন 'U' রয়েছে ছকের বিভিন্ন জায়গায় তিনটা, 'D' রয়েছে  
ছয়টা এবং 'S' রয়েছে তিনটা। মুহূর্তকাল চিন্তা করেই আহমদ মুসা ধরে  
নিল 'বর্ণ'গুলো কাজের পরিচয় জ্ঞাপক। ঘরে কি কি কাজ হয়, নিজেকে  
জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। উত্তরে নিজেই বলল, উপরে উঠা হয়, নিচে  
নামা হয়। আর কি হয়, লাইট জ্বালানো হয়। আর কি কাজ? উত্তরটা  
আহমদ মুসার মাথায় ফেন নাজিল হলো 'D' দরজা খোলা হয়। এই  
হিসেবে কাজ চারটা। 'বর্ণ'গুলো পরিচয় জ্ঞাপক হলে চারটা কাজের  
জন্যে চারটা 'বর্ণ' হতে হবে। কিন্তু বর্ণ তো তিনটা : 'U', 'D' এবং 'S'  
বামেলায় পড়ে গেল আহমদ মুসা। হঠাতে 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করে  
উঠল। দুটি কাজের পরিচয় জ্ঞাপক শব্দের প্রথম 'বর্ণ' একই। যেমন  
ডাউন-এ 'D' এবং 'ডোর-এও 'D'। খুশি হলো দুই কাজের জন্যে ঠিকই  
'D' বর্ণটি ছয়বার আছে, যেমন আছে 'U' তিনি বার এবং 'S' তিনবার।  
এরপর যে প্রশ্ন আহমদ মুসার সামনে বড় হয়ে দাঁড়াল, সেটা হলো  
প্রত্যেকটা কাজের জন্যে একই 'বর্ণ' তিনবার করে আছে কেন? এ প্রশ্ন  
সামনে আসার সাথে সাথেই তার মনে হলো এটা একটা ধাঁধা। তিন বর্ণের  
একটা 'বর্ণ' দিয়েই কাজটা হবে। সেই 'বর্ণ' বের করাই ধাঁধা'র সমাধান।

চোখ বুলাতে লাগল আহমদ মুসা। নিশ্চয় তিনি বর্ণের মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব আছে, যা দেখে বর্ণটাকে চেনা যাবে। একবার আহমদ মুসার মনে হলো, একই কাজের জন্যে তিনি বর্ণেই যদি ক্লিক করা যায়, তাহলে সঠিক বর্ণে ক্লিক হবে এবং তাতেই দরজা খুলে যাবার কথা। এর জবাব তৎক্ষণাতই এল মন থেকে, তাহলে ধাঁধা দিল কেন? ধাঁধা দেওয়ার অর্থ হলো, সঠিক বর্ণে যদি ক্লিক না পড়ে, তাহলে বিপরীত ফল হবে। সঠিক বর্ণে তখন ক্লিক করলেও আর কাজটা হবে না। এ যুক্তি মেনে নিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা আবার কাশল কয়েকবার। এবার বড় ধরনের কষ্টকর কাশি। তার হৃদপিণ্ড অঙ্গীজেন চাচ্ছে, হৃদপিণ্ডে অবাঞ্ছিত কিছু প্রবেশ করছে। গোটা বুকে অস্থিস্থির দ্রুত বাঢ়ছে।

আহমদ মুসা মনোযোগ দিল কাজে। পরিস্থিতি তাকে বেশি সময় দেবে না, কয়েক মিনিটের বেশি নয়।

ছয়টি ‘D’ বর্ণ আছে। তার মধ্যে ‘D’ অর্থাৎ ‘Down’ বা নিচে নামার জন্যে তিনটি বর্ণ এবং ‘Door’ বা দরজা খোলা ও বন্ধের জন্যে তিনটি বর্ণ। দরজার জন্যে আলাদা তিনটি ‘D’ নির্দিষ্ট আছে। দরজার জন্যে নির্দিষ্ট ‘D’ ছয়টি ‘D’-এর মধ্যে থেকেই বেছে নিতে হবে।

সময় বলছে তাড়াতাড়ি করতে। কিন্তু আহমদ মুসা আল্লাহর উপর ভরসা করে ছয়টি বর্ণের মধ্যে বিশেষত্ব কোন দু’টিতে তা বেছে বের করার কাজ শুরু করল। বারো ঘরের ডিজিটাল ছকে হোরাইজন্টাল প্রথম কলামের তৃতীয়, দ্বিতীয় কলামের দ্বিতীয় ও তৃতীয়, তৃতীয় কলামের প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ কলামের প্রথম ঘরে ‘D’ বর্ণ আছে। আহমদ মুসা দ্বিতীয় কলামের তৃতীয় ঘরের ‘D’-এর লম্ব দণ্ডটার নিচের মাথাকে অর্ধচন্দ্রের মত কিঞ্চিত বাঁকানো দেখল, যা অন্য কোন D-তে পেল না। খুশি হলো আহমদ মুসা এজন্য যে, এই ‘D’ নিচের দিকে ইঁগিত করছে এবং এটা নিশ্চয় নিচের দিকে মুভ করার বাটন। পরবর্তী দুই ‘D’-তে কিছুই পেল না। আহমদ মুসার উদ্ধিপ্প চোখটা আছড়ে পড়ল শেষ কলামের শেষ ‘D’-এর উপর। কিন্তু ‘D’-এর আকারে

কোন ব্যতিক্রম পেল না, স্কুদ্রাকার দরজার সিম্বল আশা করছিল, তাও পেল না। অন্যদিকে বুকের দুর্বহ চাপটা শ্বাসনালিতে উঠে এসেছে। কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। কিন্তু কোন অস্থিরতা আহমদ মুসাকে গ্রাস করেনি। মৃত্যু শুধু আল্লাহ দিতে পারেন এবং তার জন্যে সময় তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সে সময় যদি এসেই গিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছাই তো বান্দার জন্যে হাসিমুল্লাহের বরণীয়। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বান্দার যা করণীয় তা করতে বলেছেন আল্লাহ।

আহমদ মুসার চোখ আবার ফিরে এল শেষ D-টার উপর। এবার 'D'-এর প্রতিটি বিন্দু পরিমাণ জায়গা পরিষ্কার করতে গিয়ে D-এর পেটে স্কুদ্র একটা বিন্দু পেল। বিন্দুটা গোল নয়, লম্বাটে এবং মধ্যখানটা কিপিংত মোটা এবং মাথাটাও কিছুটা বড় ও গোলাকার।

আহমদ মুসা 'আল হামদুল্লাহ' বলে উঠল। নিশ্চিত সে, এটা 'কী হোল'-এর সিম্বল। এটাই সেই 'D' যেটা সে খুঁজছে। আহমদ মুসা পকেট থেকে সংজ্ঞালোপকারী গ্যাস বোমাটা পকেট থেকে হাতে নিল। কাঁধের মেশিন রিভলবারটা নামিয়ে টেবিলের উপর রাখল। ডান হাতের শাহাদাত আঙুলি দিয়ে 'বিছিমল্লাহ' বলে ক্লিক করল শেষ 'D'টায়।

D-তে চাপ দিয়েই মেশিন রিভলবারটা ডান হাতে নিয়ে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। দেখল ফাইবার ডোরটা নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল দরজায়। ডান হাতে মেশিন রিভলবার প্রস্তুত।

সামনে তাকিয়েই দেখতে পেল ডজনখানেক স্টেনগান তার দিকে তাক করা। সবার হাত নিশ্চয় স্টেনগানের ট্রিগারেই। এই সাথে হো হো করে হাসতে লাগল একটা কষ্ট।

স্টেনগানধারীরা আহমদ মুসার চোখে পড়ার পর সে এক মুহূর্তও দেরি করেনি।

দেহটাকে চোখের পলকে মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে গুলি শুরু করল। মেশিন রিভলবারটা সবার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল।

হো হো হাসিটা বন্ধ হয়ে গেছে। স্টেনগানধারীরা তাদের ঝঁঝরা হয়ে  
যাওয়া দেহ নিয়ে ধরাশায়ী।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখল না। জ্যাকেটের পকেট থেকে  
দ্রুত বের করল আনুশার দেয়া ক্ষেচ্টা। ক্ষেচ্টার দিকে তাকিয়ে নিজের  
লোকেশনটা দেখে নিয়ে পরে চারপাশের অবস্থান, উপরে উঠার  
পয়েন্টগুলো এবং এক্সিটগুলো দেখে নিল।

ছুটল আহমদ মুসা ঘরের দরজার দিকে। দরজাটা চোখে পড়তেই  
দেখল দুই হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা সেন্ট সেমভেলকে একটা যন্ত্রচালিত ট্রলিতে  
করে মেডিকেল এ্যাপ্রোগ পরা চারজন লোক দরজায় পৌছে গেছে।

আহমদ মুসা ট্রলির টায়ার লক্ষ্যে এক ঝাঁক গুলি বর্ষণ করল। লক্ষ অর্জিত  
হলো। এক জোড়া টায়ার ফাটার শব্দ হলো। আহমদ মুসা ছুটল দরজার  
দিকে।

ট্রলিটা দরজার বাইরে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রলি থেকে নেমে সেন্ট  
সেমভেল ছুটছে উপরে উঠার সিঁড়ির দিকে। দু'জন স্টেনগানধারী তাকে  
দু'দিক থেকে ধরে নিয়ে ছুটছে।

মেডিকেল এ্যাপ্রোগ পরা দু'জন লোক অচল ট্রলির পাশে দাঁড়িয়েছিল।  
আহমদ মুসাকে দেখেই তারা রিভলবার তুলছিল আহমদ মুসাকে গুলি  
করার জন্যে।

আহমদ মুসার মেশিন রিভলবারের ব্যারেল টার্গেটের জন্যে তৈরি  
ছিল। আহমদ মুসা ওদের রিভলবার ফেলে দিতে বলল। কিন্তু বেপরোয়া  
ওরা। আহমদ মুসার মেশিন রিভলবারের গুলি ওদের থামিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ছুটল সেন্ট সেমভেলের দিকে। ওরা তখন উপরে উঠার  
সিঁড়ির গোড়ায় পৌছে গেছে।

কয়েক ধাপ এগোতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল ডান ও বাম দিক  
থেকে দু'দল লোক ছুটে আসছে। সংগে সংগে আহমদ মুসা বাম হাতের

গ্যাস-বোমাটা ডান দিক থেকে ছুটে আসা লোকদের দিকে ছুটে দিল। ওরা  
তখনও বিশ পঁচিশ খিট দূরে।

গ্যাস বোমা ছোড়ার সাথে সাথে আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছে মেঝেতে।  
বাম দিকের ওরা গুলি করা শুরু করেছে। এক বৌক গুলি আহমদ মুসার  
কয়েক ফুট উপর দিয়ে চলে গেল। ঠিক সময়ে শুয়ে পড়ায় রক্ষা পেল  
আহমদ মুসা।

ওরা ওদের টাগেটি পরিবর্তন করার আগেই ওদের উপর পাল্টা  
আক্রমণের সুযোগ নিল আহমদ মুসা। শুয়ে পড়ার সাথে সাথে আহমদ  
মুসা নিজের দেহটাকে ঘুরিয়ে ডান হাতকে গুলি করার পর্যায়ে নিয়ে  
এসেছিল। মেশিন রিভলবারের ট্রিগার চেপে তা ঘুরিয়ে নিল বাম দিকের  
গেটা করিডোরের উপর।

ওদিকের গুলি বক্স হয়ে গেল। সেখানে কি ঘটেছে তা দেখার প্রয়োজন  
বোধ করল না আহমদ মুসা। শোয়া থেকে উঠে মেশিন রিভলবারের  
ট্রিগারে হাত রেখে আহমদ মুসা ছুটল সিঁড়ির দিকে।

সেন্ট সেমভেলকে নিয়ে দু'জন স্টেনগানধারী সিঁড়ির মাথায় পৌছেছে।  
দুই স্টেনগানধারী কি যেন বলে আহমদ মুসার দিকে ফিরে তাকাল।  
আহমদ মুসার মেশিন রিভলবার ওদের দিকে তাক করা দেখে ওরা  
ওদের স্টেনগান না ঘুরিয়ে সেন্ট সেমভেলকে নিয়ে আরও দ্রুত ছুটতে  
লাগল।

আহমদ মুসা ইচ্ছা করেই ওদের গুলি করল না। সেন্ট সেমভেলকে  
জীবিত ধরা দরকার। কিন্তু তাকে পালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না।

আহমদ মুসা জ্যাকেটের পকেট থেকে বাম হাতে রিভলবার তুলে নিল।  
ওরা উপরে উঠে গেল। ওটা মূল থ্রাউব্রেড ফ্লোর কি? হতেও পারে।  
আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে গেল।  
চিনতে পারল আহমদ মুসা, এটাই মূল আন্ডারথ্রাউব্রেড ফ্লোর, যেখান  
থেকে সে সেন্ট সেমভেলের কক্ষ থেকে নিচে নেমেছিল।

সিঁড়ি থেকে উপরে উঠতেই পেছনে একটা শব্দ হলো। চমকে উঠে  
পেছনে ফিরে দেখল সিঁড়িটা আর নেই। সেখানে একটা ঘর। বুবল  
আহমদ মুসা, সিঁড়িতে উঠতে তার একটু দেরি হলে সিঁড়িটা আর সে পেত

পেছন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আহমদ মুসা তাকাল এবার সামনে। সামনে  
নই প্রশংস্ত কড়িডোর। দুপাশে ঘর। করিডোরের উত্তর মাথা গির্জায় গিয়ে  
ঠেচে, আর দক্ষিণ মাথা সেন্ট সেমভেল ওরফে সেন্ট গ্রেগরির বাড়িতে  
গিয়ে মিশেছে।

আহমদ মুসা দেখল, সেন্ট সেমভেলকে একটা গাড়িতে তোলা হচ্ছে।  
গাড়ির পাশে চারজন স্টেনগানধারী।

আহমদ মুসা হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করল গাড়ি অচল করে দেবার  
জন্যে। গাড়ির বাম পাশের সামনের ও পিছনের দুই চাকাই ঝাঁঝরা হয়ে  
গেল।

গাড়ির পাশের চার স্টেনগানধারী সেন্ট সেমভেলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায়  
পেছনের দিকে খেয়াল রাখতে পারেনি।

আহমদ মুসার গুলির শব্দে ওরা চারজনই ফিরে তাকিয়েছিল পেছন  
দিকে। সেই সাথে স্টেনগানও ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু আহমদ মুসা তাদেরকে গুলি করার সুযোগ দিল না। আহমদ  
মুসার মেশিন রিভলবারের ব্যারেল একটু নিচু ছিল, তা একটু উপরে উঠল  
মাত্র। এক ঝাঁক গুলি গিয়ে ওদের চারজনকে জড়িয়ে ধরল।

আহমদ মুসা ছুটল গাড়ির দিকে, গাড়ির ভেতরে রয়েছে সেন্ট  
সেমভেল।

এই সময় পেছন থেকে দৌড়ে আসা অনেকগুলো পায়ের শব্দ এবং  
একদম পাশ থেকেই একটা কষ্টের চিন্কার শুনতে পেল, ‘আহমদ মুসা  
গুলি!’

কিছু করার আগেই পেছনে একটা গুলির শব্দ, সেই সাথে আর্ত কঠের  
একটি চিৎকার।

দুই কষ্টই ইতা নারিনের, বুঝতে পেরেছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা দ্রুত ঘুরিয়ে নিল নিজেকে। দেখল ইতা নারিন গুলি খেয়ে  
পড়ে আছে তার পেছনে নয়, তিন চার ফুট বাম দিকে। গুলির শব্দ লক্ষে  
তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, একজন মহিলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।  
তার হাতে উজ্জ্বল রিভলবার, হিংস্র তার চেহারা।

আহমদ মুসা তার রিভলবার টার্গেটে আনার সময় পেল না। বসে পড়ল  
সে। একটা গুলি তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।

আহমদ মুসা বসে পড়ার সুযোগ নিয়ে তার রিভলবারকে টার্গেট নিয়ে  
এল এবং ওলি করল মহিলাটিকে। মহিলাটির রিভলবার নতুন টার্গেটে স্থির  
হবার আগেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল মহিলাটি।

আহমদ মুসা ছুটে গেল ইতা নারিনের দিকে।

কুঁকড়ে গেছে তার দেহ। ডান হাত দিয়ে বাম পাঁজরটা চেপে ধরে  
আছে। তার চোখ বঙ্গ।

আহমদ মুসা তার মাথাটা নিজের হাতে তুলে নিল। বলল, ‘ইতা নারিন  
কেমন বোধ করছ? হঠাৎ কোথেকে এলে? গুলিটা তো আমাকে করেছিল।  
এ তুমি কি করলে? আমাকে বাঁচাতে গিয়ে কি করলে তুমি! কি বলব  
তোমার বাবাকে?’

দিভিনের পুলিশ প্রধান ভাহান ভাবদান ও আরও কয়েকজন পুলিশ  
এসে পড়ল।

‘কি সর্বনাশ! ম্যাডাম ইতা নারিনের একি সর্বনাশ হলো। তিনিই  
আমাকে সেন্ট গ্রেগরি কমপ্লেক্সের খবর দিয়ে ছিলেন। তিনি কেন কখন  
কিভাবে এখানে চুকে পড়েছেন, তার কিছুই আমরা জানি না। আমরা  
দেখতে পেয়েছি, পাশের ঐ জানালা দিয়ে মহিলাটি গুলি করেছে। ম্যাডাম  
আতঙ্কের দিভিন উপত্যকা ১৯০

নারিন পেছনের রুম থেকে আপনার দিকে ছুটে আসছিল। সেও শেষ  
মুহূর্তে দেখতে পেয়েছিল মহিলাটি গুলি করছে। তখন করার কিছুই ছিল  
না। ম্যাডাম আপনাকে আড়াল করে গুলির সামনে দাঁড়ায়। আর...।'

দিভিনের পুলিশ প্রধানের কথার মধ্যেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'প্রিজ  
মি. ভাবদান, এই গাড়িতে সেন্ট গ্রেগরি ওরফে সেন্ট আর্থার আলেক্স  
সেমভেল পালাচ্ছিলেন। এখনও গাড়ির ভেতরে আছেন। তাকে গ্রেপ্তার  
করুন প্রিজ। সে মারাত্মক আহত।'

'সেন্ট গ্রেগরিই কি সেন্ট সেমভেল স্যার?' বলল দিভিনের পুলিশ প্রধান  
ভাহান ভাবদান। তার কঠে অপার বিস্ময়।

'হ্যাঁ, মি. ভাবদান।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, গোটা গ্রেগরি চার্চ কমপ্লেক্স পুলিশ ঘিরে আছে। কেউ পালাতে  
পারবে না। আমি সেন্ট সেমভেলকে গ্রেপ্তার করছি স্যার। ম্যাডামের জন্যে  
অ্যাম্বুলেন্স আসতে বলি। বাইরে আছে কয়েকটা অ্যাম্বুলেন্স।' বলল ভাহান  
ভাবদান।

'তাড়াতাড়ি বলুন, প্রিজ। ওকে পুলিশ হাসপাতালেই নিতে হবে।'  
আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'একটা অনুরোধ করব মি.  
ভাবদান। সেন্ট গ্রেগরি গির্জা, আভারহাউস এই এলাকা এবং সেন্ট গ্রেগরি  
ওরফে সেন্ট সেমভেলের বাড়ির সমন্ত কম্পিউটার, দলিল দস্তাবেজ,  
ইত্যাদি সব কিছু এভিতেস হিসাবে কবজা করা দরকার।'

'অবশ্যই স্যার। লাশগুলোর সুরত-হাল নেয়ার পর এটাই হবে  
আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ধন্যবাদ স্যার।'

অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। আহমদ মুসার হাতের উপর মাথা থাকতেই  
ইভা নারিন চোখ খুলল। ক্লান্ত কঠে বলল, 'আপনার কি এখানে খুব কাজ?  
একটা অনুরোধ করতে পারি?'

বলেই আবার ক্লান্তিতে চোখ বুজল ইভা নারিন।

‘বল, ইভা নারিন।’ বলল আহমদ মুসা।

চোখ না খুলেই বলল, ‘অ্যাম্বুলেসে কি যেতে পারবেন আমার সাথে,  
আমার সময় বেশি নেই।’

‘হ্যাঁ, আমি অবশ্যই থাকছি তোমার সাথে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ আপনাকে। বাবাকে একটু জানান।’ ইভা নারিন বলল।

ইভা নারিনকে অ্যাম্বুলেপে তোলা হলো। তার পাশেই অ্যাটেনডেন্টের  
ছেউ চেয়ারে বসল আহমদ মুসা। চলছে অ্যাম্বুলেপ।

চোখ বন্ধ করে আছে ইভা নারিন।

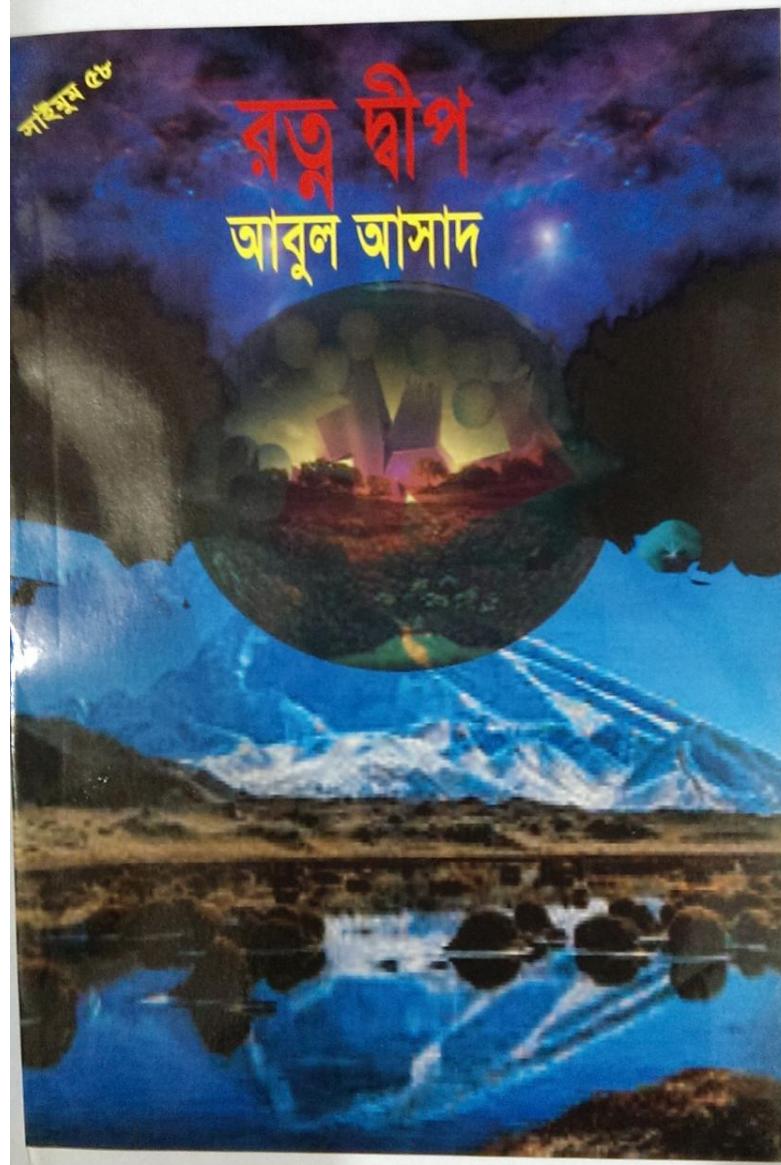
এক সময় চোখ খুলল। বলল আস্তে আস্তে, ‘জানেন সেন্ট সেমভেলের  
মহিলা পি.এ. আনুষা আমাকে আভারগ্যাউন্ড কমপ্লেক্সে চুকতে সাহায্য  
করেছে এবং বলেছে আপনি বিপদে পড়েছেন। এখানে কোন এক ঘরে  
নিচে নামার সিঁড়ি সেটাও তিনি আমাকে বলেছিলেন। সেই সিঁড়িই আমি  
খুঁজছিলাম। ভেতরে গোলাগুলির শব্দ পেয়ে বুঝেছিলাম ওরা আপনাকে  
ফাঁদে আটকাতে পারেনি। এই সময় পেছনের ঘরটা পেরিয়েই দেখতে  
পেলাম আপনি গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। যে মেয়েটা আপনাকে গুলি  
করছিল, তাকে আমি চিনি। সে ‘ব্র্যাক আর্মেনিয়াম টাইগার’-এর গোয়েন্দা  
প্রধান সোনা সোসানা। বিপজ্জনক এক মহিলা। মেরে ভালো করেছেন।  
সেন্ট সেমভেল কেমন আহত? ক্ষীণ কঠ থেমে গেল ইভা নারিনের।

‘ইভা নারিন তুমি এখন আর কথা বলো না। পরে সব জানতে পারবে,  
সব বলব।’ বলল আহমদ মুসা।

বেদনার এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ইভা নারিনের ঠোঁটে। চোখ বন্ধ  
করল সে। দুই ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে অক্ষুটে বেরিয়ে এল, সে সময় আর  
হবে না! আমি সে সময় চাইও না।’

পরবর্তী বই

বন্ধু দীপ



## ১

ইতা নারিনকে ও.টি-তে নেবার আগেই তার বাবা পুলিশ প্রধান অ্যারাম আন্ড্রানিক, তার মা মেরী মার্গারিটা এবং ছোট বোন আনা এলিনা এসে পৌছিল পুলিশ হাসপাতালে। হেলিকপ্টার থেকে নেমেই তারা ছুটল প্রি ও.টি. সেকশনের দিকে।

ইতা নারিনকে দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে ইতা নারিনের মুখের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠল তার মা মেরী মার্গারিটা। বাবা এবং অতি আদরের ছোট বোনও তার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়েছিল ডাঙ্কারদের পাশে নির্বাক বেদনা নিয়ে।

আহমদ মুসা ডাঙ্কারকে ফিসফিসে কঢ়ে বলল, ‘ম্যাডাম নারিনকে শীত্রই ও.টি-তে নেয়া দরকার।’

ও.টি’র প্রধান ডাঙ্কার আরেভিক আভেডিস বলল, ‘স্যার, সবে এসে বসলেন মেয়ের পাশে। কি করে বলি। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।’

আহমদ মুসা আস্তে আস্তে গিয়ে অ্যারাম-আন্ড্রানিকের পাশে দাঁড়াল। ধীরকঢ়ে বলল, ‘স্যার, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ইতা নারিনকে ও.টি-তে নেয়া দরকার।’

মাথা সুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। উঠে দাঁড়াল সংগে সংগেই। জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘কন্থাচুলেশন আহমদ মুসা। তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। কিন্তু ইতা মা’র একি হল?’

‘দুঃখিত স্যার, যে গুলিটা আমাকে বিদ্ধ করত, সেই গুলি সে নিজের বুক পেতে নিয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা অশ্রভেজা কঢ়ে।

‘বাবা, উনি দুঃখিত, কিন্তু আমি গর্বিত। জীবনে একটা বড় কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, সে কাজ আমি করেছি বাবা।’ কঢ় টেনে সর্বশক্তি দিয়ে যেন কথাগুলো বলল ইতা নারিন।

‘স্যার, ওকে ও.টি-তে নিতে আর দেরি করা ঠিক হবে না।’ বলল  
আহমদ মুসা ইভা নারিনের বাবাকে।

‘ঠিক।’  
বলে অ্যারাম আন্তর্নিক তাকাল ডাক্তারদের দিকে। বলল, ‘ডাক্তার,  
এবার আপনারা কাজ শুরু করুন।’

‘স্যার, আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি।’ বলল ডাক্তার  
আরেভিক আভেডিস।

ডাক্তাররা চললো ইভা নারিনের দিকে। ইভা নারিনের মা ও বোন উঠে  
ইভা নারিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তাররা ইভা নারিনকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি  
হলো।

‘ডাক্তার আংকেল, আমি ডাক্তার নই, কিন্তু আমার আধাত আমি অনুভব  
করছি। কোনো অপারেশনই তা নিরাময় করার জন্যে যথেষ্ট হবে না।  
আংকেল, আমি সত্যি বলছি কি না?’ বলল ইভা নারিন।

ডাক্তার আরেভিক আভেডিস মাথা নিচু করল। মুহূর্তকাল পরে বলল,  
‘মা, আমরা শুধু চেষ্টাই করতে পারি।’

‘বাবা, শুনলে ডাক্তার আংকেলের কথা। বাবা, আমাকে অপারেশন  
থিয়েটারে মেরো না বাবা। আমার জীবন আজ ধন্য হয়ে গেছে বাবা।  
দুনিয়াতে আমার আর পাওয়ার কিছু নেই। আমি যতক্ষণ দুনিয়াতে আছি  
তোমাদের পাশে থাকতে চাই।’ বলল নারিন বাধো বাধো ক্ষীণ কঢ়ে।

‘না আপা, তুমি বাঁচবে। তুমি মরতে পার না। আমাকে ছেড়ে তুমি যেতে  
পার না।’ কাঁদতে কাঁদতে বলল আন্না এলিনা, তার ছোট বোন।

ইভা নারিনের যন্ত্রণাকাতর মুখে স্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘তোমার  
স্যারকে জিভেস কর, উনিও জানেন অপারেশন প্রথাগত দায়িত্ব পালনের  
জন্যে।’

ইভা নারিনের মৃত্যুর সময় আগ্নাহ নির্দিষ্ট রেখেছেন, যা আমরা কেউ  
জানি না। সেজন্যে তাকে বাঁচানো বা তার বাঁচার জন্যে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা  
করতে হয়। তোমার এই ধরনের একটা শেষ মুহূর্তের চেষ্টায় আমি বেঁচে

গেছি। সেই শেষ চেষ্টাটা আমাদেরকে করতে দাও তুমি।' শাও, নরম কঠে  
বলল আহমদ মুসা।

দুচোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ইভা নারিনের। বলল, 'আল্লাহ  
আমাকে মাফ করুন। কিন্তু আমার মন বলছে আমার সময় শেষ। তবু  
আপনি চাইলে, করুন শেষ চেষ্টা।'

কথা শেষ করার পর পরই দেহটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল ইভা নারিনের।  
কি এক প্রবল কঠে ধূকতে লাগল ইভা নারিন। কেঁদে উঠল ইভা নারিনের  
মা, বোন।

ডাক্তার তাকে ধীরে ধরল। মুখে অক্সিজেন মাস্ক বসাতে গেল।

মুখ নেড়ে নিষেধ করল ইভা নারিন।

বলল, 'মা-বা-বা, আমাকে মুসলিম ম-তে কবর দি-ও। এলিনার স্যার  
যেন আ-মা-র জা-না-যা প-ড়া-ন।' কথাগুলো কঠে করে টেনে টেনে বলল  
ইভা নারিন। গভীর অবসাদ যেন তার চোখ বুজিয়ে দিল। ধীরে ধীরে এক  
বার চোখ খুলল ইভা নারিন। অস্ফুট কঠে বলল, 'এলিনার স্যার কোথায়?  
আমার একটা হাত ধরুন।'

আহমদ মুসা পাশে বসল। আলতোভাবে নিজের হাতটা ইভা নারিনের  
হাতে রাখল। ইভা নারিনের দুর্বল হাত আহমদ মুসার হাত ধরার চেষ্টা  
করেও পারল না। বলল, 'কিছু মনে করবেন না। এটুকু অপরাধ আল্লাহ মাফ  
করে দেবেন। বলুন, বেহেশতে সবাই কি সবার দেখা পাবে?'

'সেটা মানুষের চাওয়া ও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর।' বলল আহমদ  
মুসা।

'আল্লাহ এক, মুহাম্মদ স. তাঁর রাসূল। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।'  
গলগল করে তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে একদিকে  
গড়িয়ে পড়ল তার মাথা।

আহমদ মুসা 'ইন্নাল্লাহ' বলে উঠে দাঁড়াল। কেঁদে উঠল ইভা নারিনের  
মা, বোন। মাথা নিচু করল ইভা নারিনের বাবা। অশ্রু গড়াচিল তার দুগঙ্গ  
বেয়ে।

চারদিকে দাঁড়ানো পুলিশরা তাদের মাথার হ্যাট নামিয়ে নিল।

দিভিনের পুলিশ প্রধান ভাহান ভাবদান হস্তদণ্ড হয়ে সেখানে এল। অবৰ  
ভনে আধাৰ হাত খাইয়ে বলল পুলিশ প্রধান অ্যারাম আন্দ্রানিককে লক্ষ্য  
কৰে, 'স্যার স্যার। সে শুধু আপনার ভালো হোয়েই নয়, দেশের সফল  
একজন গোমেন্দা অফিসার হিলেন। আমরা স্ফতিগুপ্ত হলাম স্যার।'

'মৰহি ইখনের ইচ্ছা ভাবদান। ওদিকের কি খবৰ?' বলল পুলিশ প্রধান।

'আৰাপ খবৰ স্যার। সেন্ট সেমভেল পটচিয়াম সাহিনাইড খেয়েছেন।  
আমরা পাঢ়িতেই মৃত অবস্থায় পেয়েছি।' বলল ভাহান ভাবদান।

দিভিনের পুলিশ প্রধানকে কথা বলতে দেখে আহমদ মুসাও পাশে এসে  
দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'তাৰ মানে তিনি জীবন্ত ধৰা দিলেন না।'

'দেখছি, তুৱা এক বিপজ্জনক দল স্যার। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি  
এদেৱ হাত থেকে দেশকে রক্ষা কৰেছেন।' ভাহান ভাবদান বলল আহমদ  
মুসাকে লক্ষ্য কৰে।

'এখানে আসাৰ পথে আমি প্রধানমন্ত্ৰীৰ টেলিফোন পেয়েছি। তিনি  
আহমদ মুসাকে মোৰাকবাদ জানিয়েছেন। তিনি আহমদ মুসার সাথে  
সাক্ষাৎ কৰতে চেয়েছেন।' বলল পুলিশ প্রধান অ্যারাম আন্দ্রানিক।

'ধন্যবাদ স্যার, তাৰ সাথে সাক্ষাৎ কৰতে পাৱলে আমি খুশি হবো।'  
বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ কৰেই আহমদ মুসা বলল পুলিশ প্রধান ইভা নারিনের  
আকাকে, 'স্যার, সবাই কাঁদছে। ওদিকে দেখুন।'

ইভা নারিনের বাবা চললো তাৰ ত্রী ও মেয়েৰ দিকে। পুলিশকে নির্দেশ  
দিল তাদেৱ ফৰ্মালিটি সম্পূৰ্ণ কৰার জন্যে।

পুলিশৰা তৎপৰ হয়ে উঠল।

স্বার অনুৰোধেৰ চাপে আহমদ মুসা সেন্ট সেমভেলেৰ সেন্ট গ্রেগৱি  
চার্চে তাৰ অভিযানেৰ কাহিনী বলাইল। কাহিনী শেষ কৰে উপসংহাৰে বলল,

‘ବ୍ୟାକ ଆର୍ମେନିଆନ ଟାଇଗାର’-ଏର ସବାଇ ଧରା ପଡ଼େଛେ । ଦେଦିଲ ଚାର୍  
କମପ୍ଲେକ୍ସ୍‌ହେଲ ଓଦେର ତିରିଶ ଜଳ ଧରା ପଡ଼େଛିଲ, ନିହତ ହେୟିଲ ପ୍ରାୟ ବିଶଜନ ।  
ଯାରା ନା ଜେନେ ବା ନିଛକ ଆବେଗବଶତ ଓଦେର ଦଲେ ଯୋଗ ଦିଯେଛିଲ, ତାରା  
ଓଦେର ସଞ୍ଚାସୀ ଘଟନା ଜାଳାର ପର ଅନୁତଷ୍ଟ ହେୟିଛେ । ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ ଦିଭିନ  
ଉପତ୍ୟକାର ଅଧିବାସୀରା ଏଥନ ନିରାପଦ ।’ ଥାମଳ ଆହମଦ ମୁସା ।

ଆହମଦ ମୁସା ଥାମଳ ସାଥେ ସାଥେଇ ଦିଭିନେର ସରଦାର ଆସତି ଆଓୟାତ  
ବଲଲ, ‘ମ୍ୟାଡାମ ଇଭା ନାରିନେର ଘଟନା ଆୟାଦେର ଖୁବ ଆହତ କରେଛେ, ଦୁଃଖିତ  
କରେଛେ । ଆମରା ତାର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ । ଆମରା ସକଳେଇ ତାର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା  
କରାଇ । ତାର ନିହତ ହେୟା ସମ୍ପର୍କେ ଆପଣି ବେଶି କିଛୁ ବଲେନନି ।’

ଆଜିଇ ଘଟନା ଦେବେକ ଆଗେ ଦିଭିନ ଉପତ୍ୟକାଯ ଏସେହେ ଦିଭିନେର  
ଲୋକରା । ତାରା ଆହମଦ ମୁସାର ଜନ୍ୟ ଉନ୍ମୂଳ୍ଯ ହେୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲା । ଆହମଦ  
ମୁସା ଆସାର ଖବରେ ଦିଭିନେର ଲୋକେରା ଢଳେର ଘଟେ ଛୁଟେ ଏସେହିଲ ସରଦାର  
ଆସତି ଆଓୟାତେର ବାଢ଼ିତେ । ଆହମଦ ମୁସାକେ ତାଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ବଲାତେ  
ହେୟିଛେ । ଏରପର ଆହମଦ ମୁସା ସବାଇକେ ଦଶ୍ଟାର ମଧ୍ୟେ ଜମାଯୋତ ହତେ  
ବଲେହେ । ସେଖାନେ ଆରାଓ କଥା ହବେ । ଆଶ୍ଵସ୍ତ ହେୟ ସବାଇ ମସଜିଦେର ଦିକେ  
ଢଳେ ଗେଛେ । କିନ୍ତୁ ସରଦାର ଆସତି ଆଓୟାତ, ଶେପଲ, ଏରଦେଲାନ, ଆହମଦ  
ନେବେଜ, ସିନ ସେନଗାରରା ଆହମଦ ମୁସାକେ ଧରେହେ ତାର ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନେର  
କାହିନୀ ବଲାର ଜନ୍ୟ, ଯା ଖବରେର କାଗଜେ ବେର ହୟନି । ଖବରେର କାଗଜେ  
ଆହମଦ ମୁସାର କାହିନୀ କିଛୁଇ ବଲା ହୟନି । ବଲା ହେୟିଛେ ପୁଲିଶର କୃତିତ୍ତର  
କଥା । ଆହମଦ ମୁସାର ଅନୁରୋଧେଇ ଆର୍ମେନୀୟ ସରକାର ଏଟା କରେଛେ ।

ଆଜ ସକାଳ ଦଶ୍ଟାଯ ଆର୍ମେନୀୟ ସରକାରେର ତରଫ ଥେକେ ଦିଭିନ  
ଉପତ୍ୟକାର ଅଧିବାସୀଦେର ତାଦେର ବଡ଼ ମସଜିଦେ ସମ୍ବେତ ହତେ ଆହବାନ  
ଜାନିଯେଛେ । ସେଖାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରଧାନମତ୍ତ୍ଵୀ ଓ ପୁଲିଶ ପ୍ରଧାନ ଆସବେନ ।

ଆହମଦ ମୁସା ଆଗେଇ ଦିଭିନ ଢଳେ ଏସେହେ । ସକାଳ ୭ଟାର ମଧ୍ୟେଇ ସେ  
ଦିଭିନ ଏସେ ପୌଛେଛେ । ଆସତି ଆଓୟାତେର ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତରେ ଆହମଦ ମୁସା  
ବଲଲ, ‘ପ୍ରାଚୀନ ଶହର ଦିଭିନେ ସେଟ ସେମଙ୍ଗେଲକେ ଧରାର ଅଭିଯାନେ ଆମି ଇଚ୍ଛା  
କରେଇ ଇଭା ନାରିନକେ ଶାମିଲ କରିନି । କ୍ରିମିନାଲଦେର ସାଥେ ସଂଘାତେ ପୁରୁଷରା  
ବିକଳ୍ପ ଥାକତେ ମେଯୋଦେର ଶାମିଲ କରା ଆମି ଉଚିତ ମନେ କରି ନା । କିନ୍ତୁ ସେ

নিজের ইচ্ছাতেই গোপনে (পরে শুনেছি সে তার বাবার অনুমতি নিয়ে) আমার অনুসরণ করে। চার্ট প্রেগরিতে অভিযানের আগে দিভিন শহরেরই অন্যত্র এক স্থানে মারাত্তাক সংঘাতকালে সে আমার জীবন বাঁচায়। আমি সেদিন চার্ট প্রেগরিতে ঢোকার পর সে এক সময় আমাকে সাহায্যের জন্যে পলায়নরত সেন্ট সেমভেলের দিকে ছুটেছি, সে সময় সে পেছন থেকে আমার চারজন সহযোদ্ধা স্টেনগানধারীকে সামলাতে ব্যস্ত, সে সময় সেন্ট সেমভেলের গোয়েন্দা প্রধান সোনা সোসানা পাশের এক আড়াল থেকে আমাকে গুলি করে। ইভা নারিন তখন আমার পেছনে পৌছে গেছে। আমাকে পাশের আড়াল থেকে গুলি করার বিষয়টা সে শেষ মুহূর্তে দেখতে পায়। তখন তার পক্ষে পাল্টা কিছু করার ছিল না। আমাকে রক্ষার জন্যে আমার দেহকে আড়াল করে গুলির সামনে এসে সে দাঁড়ায়। তার জীবনের বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেন।' বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা থামল।

কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই নীরব। গভীর বেদনার ছায়া সকলের চোখে-মুখে।

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়েছেন। আপনার জন্যে জীবন দেয়ার মাধ্যমে ইভা নারিন আপা তার হন্দয়ের এক চাওয়াকে মহী-যান করে গেলেন। আল্লাহ তাকে জায়াহ দিন।' বলল শেপল। তার কণ্ঠ ভারি।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সময় কিন্তু বেশি নেই। মেহমানরা আসার আগেই আমাদের সেখানে পৌছা দরকার। ব্যবস্থাপনা দেখা দরকার, যদিও সরকারিভাবে সব হচ্ছে।' প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল আহমদ মুসা।

সবার অবস্থা স্বপ্নোথিতের মতো হলো। শোকের আবহ কেটে গেল। জেগে উঠল সবাই। সবাই উঠে দাঁড়াল। সরদার আসতি আওয়াত সবাইকে দু'তিন মিনিটের মধ্যে তৈরি হতে বলল।

সবাই দ্রুত চলে যাচ্ছিল ।  
সিন সেনগার আস্তে আস্তে এসে আহমদ মুসার পাশের চেয়ারে বসল ।  
ওড়নার ঘোমটার মধ্যে তাকে চেনাই কষ্ট হচ্ছিল ।  
'কেমন আছ বোন?' বলল আহমদ মুসা ।  
আহমদ মুসার কথা যেন সে শুনতেই পায়নি । আপন মনেই অনেকটা  
স্মরণক্ষেত্রে বলল, 'ভাইয়া এভাবেই কি আপনি মৃত্যুকে সাথে নিয়ে চলেন?  
হাসল আহমদ মুসা । বলল, 'আমি একা কেন, সব মানুষই তো মৃত্যু  
সাথে নিয়ে পথ চলে ।'  
'কিন্তু আপনার সাথে মৃত্যুর সাক্ষাৎ বারবার হয়, আমার বা অন্যদের তা  
হয় না ভাইয়া ।' বলল সিন সেনগার ।  
'আমার সাথে মৃত্যুর সাক্ষাৎ হয়, আমি বাঁচিও তা থেকে । অনেকের  
কাছে সাক্ষাৎ ছাড়া আসে বলে তা থেকে বাঁচারও সৌভাগ্য হয় না । সেদিক  
থেকে আল্লাহ আমাকে সৌভাগ্যবান করেছেন সিন সেনগার ।' আহমদ মুসা  
বলল ।  
'আপনার সাথে যুক্তিতে আমি পারব কেন? আশ্চর্যের বিষয় এবং আমার  
সৌভাগ্য যে ভাবীকে আপনার সম্পর্কে বলতে শুনলাম ।' বলল সিন  
সেনগার ।  
'তোমার ভাবীর সাথে কবে কথা বললে?' আহমদ মুসা বলল ।  
'ঘটনার পরদিন টেলিফোন করেছিলেন । দেখলাম, আপনি সব কথাই  
তাকে জানিয়েছেন । তিনি আমাদের সকলের খৌজ-খবর নিলেন এবং খুবই  
দুঃখ করলেন ইভা নারিন ম্যাডামের জন্যে । ভাইয়া, আপনার পরিবারও  
মডেল পরিবার ।' বলল সিন সেনগার ।  
'মডেল পরিবার নয়, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার চেষ্টাকারী একটি  
পরিবার মাত্র । রাসূল স.-এর পরিবারই একমাত্র মডেল পরিবার ।' আহমদ  
মুসা বলল ।  
'স্যারি ভাইয়া । আর ভুল হবে না । ভাইয়া, আপনি নাকি আজ রাতেই  
চলে যাচ্ছেন?' বলল সিন সেনগার ।  
'হ্যাঁ, যেতে হবে বোন ।'

‘জানি ভাইয়া। এটাই তো শেষ যাওয়া। আর কি আসবেন আপনি?’  
বলল সিন সেনগার। অঞ্চলভোঁ তার কণ্ঠ।

‘আল্লাহ ছাড়া এটা কেউ জানে না বোন। আর শুধু আমি আসব কেন?  
তোমরাও যেতে পার। মদিনায় এস তোমরা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মদিনায় গেলেই তো আপনার দেখো মিলবে না।’ বলল সিন সেনগার।

‘কেন ভাবীদের পাবে। আর মদিনায় গেলে যাকে পেলে মানুষ সবাইকে  
ভুলে যায় সেই রাহমাতুল্লিল আলামিনকে পাবে। তার সামনে গেলে দুনিয়ার  
আর কোনো চাওয়ার কথাই মনে থাকবে না।’ আহমদ মুসা বলল। আবেগ  
ঝরা তার কণ্ঠ।

‘ধন্যবাদ, সে নসিব যেন হয় ভাইয়া।’ বলল সিন সেনগার।

ডেতর থেকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো সরদার আসতি আওয়াত,  
এরদেলান, শেপল ও আহমদ নেবেজ।

‘ভাই-বোনে কি আলোচনা হচ্ছে?’ স্নেহভরা কণ্ঠে বলল সরদার আসতি  
আওয়াত সিন সেনগারকে লক্ষ্য করে।

‘বাবা, ভাইয়া চলে যাচ্ছেন, সেটা নিয়েই কথা বলছি।’ বলল সিন  
সেনগার।

‘কে যাবেন? তোমার ভাইয়া, মানে জনাব আহমদ মুসা?’ সরদার  
আসতি আওয়াত বলল।

‘হ্যাঁ বাবা, ভাইয়া আজ রাতেই চলে যাচ্ছেন।’ বলল সিন সেনগার।  
সরদার আসতি আওয়াত তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘এ কি  
শুনছি জনাব আহমদ মুসা? আপনি সবে তো এলেন দিভিন উপত্যকায়।  
এখনই আমরা আপনাকে ছাড়তে পারি না।’

শেপল, এরদেলান, সিন সেনগার, আহমদ নেবেজ সকলের চোখে-মুখে  
বেদনার কালো ছায়া।

আহমদ মুসা গন্তীর। বলল, ‘আমি আপনাদের সাথে আরও কয়েকদিন  
থাকতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। আজ রাতে মদিনা  
শরিফে যাব। কাল জরুরি কিছু কাজ আছে। পরদিন সকালেই আমার ফ্লাইট  
ভূমধ্যসাগরের রত্ন হীপে যাবার জন্যে তৈরি থাকবে। আমেরিকা থেকে

আমার পরিবার মদিনা যাবার পথে পরশ্য এ দ্বীপে আসছে মাত্র দুদিনের জন্যে। আমার এখানকার কাজ আপাতত শেষ হয়ে গেছে এটা জানার পর এই প্রোগ্রাম তারা করেছে। সুতরাং জনাব আমার কিছু করার নেই। আপনারা আমাকে মাফ করবেন।'

'জানি জনাব আহমদ মুসা, আমাদের ডাকে নয়, হঠাৎ করেই আপনি এখানে এসেছিলেন আবার হঠাৎ করেই চলে যাবেন, সেটা স্থাভাবিক। কিন্তু এমন বিলা নোটিশে যাবেন তা আমরা ভাবিনি।'

একটু থামল সরদার আসতি আওয়াত। থেরেই আবার শুরু করল, অনেকটা স্বগতভঙ্গির মতো কিন্তু আমরা সকলেই জানি, সাধারণত য. ঘটে, তা আহমদ মুসার কাছে আশা করা ঠিক নয়। বিয়ের মেহেদির রং শুকাওর আগেই জীবন-মরণ সংহামের অভিযানে তিনি এসেছিলেন অনেকের মন ভেঙে দিয়ে, আজ যেমন আমাদের মন ভেঙে যাচ্ছে। এইভাবে মন ভাঙতে গিয়ে এই মহান মানুষটির মনও যে রক্তাক্ত হয়, সে খবর আমরা কিন্তু কেউ রাখি না। আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী করুন, আমাদের মতো মজলুম মানুষদের পাশে দাঁড়াবার তৌফিক আল্লাহ তাকে আরও বেশি বেশি দিন।'

একটু থেমেই আবার সে বলল, 'চলুন জনাব আহমদ মুসা, সময় বেশি নেই।'

তারপর অন্য সবার দিকে তাকিয়ে সরদার আসতি আওয়াত বলল, 'চল সবাই।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

'মন ভাঙার বেদনায় অভ্যন্ত হয়ে গেছেন স্যার, কিন্তু আমাদের মন ভাঙা তো নতুন, তাই বেশি খারাপ লাগছে আমাদের।' বলল আবেগরক্ষণ কঢ়ে শেপল।

সবাই হাঁটতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা হাসল। হেসে সে পরিষ্ঠিতি হালকা করতে চাইল। বলল, 'শেপল। মন না থাকলে মন ভাঙবে কি করে, এমনটা ভাব না কেন?'

'বরং আপনার মনটাই সবচেয়ে সজীব, সবচেয়ে স্পর্শকাতর। তা না হলে, আমরা ভাবার আগেই ইয়াতিম, অসহায় হয়ে পড়া সিন সেনগারকে

আপনি বোন বানিয়ে নিলেন কি করে?' শ্রেপলই বলল। তার কষ্ট ভারি,  
ভারা ভারা।

'সবাইকে ধন্যবাদ। এস আমরা সামনের প্রোগ্রাম নিয়ে ভাবি। এই  
আয়োজনটা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অফিস। তিনিই কথা বলবেন। আর  
দিভিনের পক্ষ থেকে কথা বলবেন সরদার সাহেব।' বলল আহমদ মুসা।

'জনাব আহমদ মুসা আপনাকেও কথা বলতে হবে। আর আমি কি কথা  
বলব। প্রধানমন্ত্রীর সামনে আমি আগে তো কোনো দিন কথা বলিনি।  
সরদার আসতি আওয়াত বলল।

'প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনলেই বলার বিষয় থুঁজে পাবেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন  
করে শাগত বক্তব্য রাখবেন দক্ষিণ আমেরিয়া প্রদেশের কমিশনার। তার  
পাশেই কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। তার পরে বক্তব্য রাখবেন আপনি। এখানে  
আসার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন। ধন্যবাদ জানাবেন  
দিভিনবাসীদের জন্যে কথা বলা ও কাজ করার জন্যে।' বলল আহমদ মুসা।

'প্রধানমন্ত্রী কি বলবেন, কিছু জানেন জনাব আপনি?' সরদার আসতি  
আওয়াত বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাতের সময়  
আমি কিছু কথা বলেছিলাম। তিনিও বলেছিলেন। এখন তিনি এখানে  
কতটুকু কি বলবেন আমি ঠিক জানি না। চলুন, সময় তো প্রায় হয়ে গেছে।'

চতুরসহ দিভিনের বিশাল মসজিদ। চতুর ও চতুরের তিন পাশ জুড়ে  
দিভিনের আবাল-বৃক্ষ-বনিতার বিশাল সমাবেশ।

প্রধানমন্ত্রীর ডানপাশে বসেছে আহমদ মুসা, আহমদ মুসার পাশে বসেছে  
দিভিনের সরদার আসতি আওয়াত। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর বামপাশে  
বসেছে আমেরিয়ার দক্ষিণ প্রদেশের কমিশনার এবং তার পাশে বসেছে  
আমেরিয়ার পুলিশ প্রধান অ্যারাম আন্ড্রানিক। তাদের পেছনে বসেছে  
সরকারি অফিসিয়াল, সিকিউরিটি ও পুলিশের লোকরা। সামনে, ডাইনে,  
বামে বসেছে দিভিনের হাজার হাজার লোক।

উদ্বোধনী ও স্বাগত বক্তব্য শেষ হয়েছে মাত্র। এখন প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দেবেন। চারদিকে প্রবল আবেগ ও উত্তেজনা।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্য শুরু করে প্রথমেই দিভিনবাসীদের বিরাট সংখ্যার যে প্রাণহানি ঘটেছে, ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তাদের উপর যে জুলুম অত্যাচার হয়েছে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল। তবে বলল, ‘হত্যা, গুম, জুলুম-অত্যাচার বক্ষে সরকারের চেষ্টার কোনো ক্রটি ছিল না। অবশ্যে সাফল্য এসেছে। এ সাফল্য যার হাত দিয়ে এসেছে, যাদের হাত দিয়ে এসেছে, তার এবং তাদের প্রতি আমি আমার সরকার ও আমেনীয় জনগণ কৃতজ্ঞ। আমেনিয়া একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে ফ্রিস্টান, মুসলমান, ইহুদিসহ সব ধর্মের লোকের সমান অধিকার। এটা আমাদের রাষ্ট্রের নীতি। এই নীতি আমাদের জনগণ সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবে। আমি আজ এখানে দ্যুর্ঘাতিন ভাষায় ঘোষণা করছি, দিভিনের বাসিন্দারা মহান সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবীর বংশধর। এটা সমস্ত আমেনিয়ার জন্যে একটা গর্বের বিষয়। এটা জেনে আমি ও আমরা আমেনিয়ারা গর্ববোধ করছি। আরও গর্ববোধ করছি এটা জেনে যে, মহান সুলতান সালাহ উদ্দিনের পূর্বপুরুষেরা আমেনিয়ার দিভিন নগরীর বাসিন্দা ছিলেন। এখন থেকে দিভিনবাসীরা স্ব পরিচয়েই আমেনিয়ায় থাকবেন আমেনীয় জনগণের আবহমান অংশ হিসাবে। দিভিনবাসীদের উপর যে অবিচার হয়েছে, তাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করা অসম্ভব। তবে তাদের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি হিসাবে দিভিন নগরীতে তাদের যে বসতি ছিল, তা তাদের ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তারা দিভিন উপত্যকা ও দিভিন নগরী দু'জায়গাতেই থাকতে পারবেন। দিভিন নগরীতে যেখানে তাদের বসতি ছিল, সেখানেই তাদের নতুন বসতি গড়ে দেয়া হবে। গত কয়েক বছরে দিভিন উপত্যকার যে ক্ষতি হয়েছে, তার কিছুটা পূরণ করে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা দিভিনবাসীদের ক্ষতি করেছে তারা আমেনিয়ারই ক্ষতি করেছে। তাদের পরিচয় যাই হোক, আমেনীয় জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। এদের সাথে সীমান্ত পারের এক শ্রেণির লোকেরও যোগসাজস ছিল। তাদেরও খুঁজে বের করা হচ্ছে।’

বক্তব্য শেষ করার আগে প্রধানমন্ত্রী বলল, ‘ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে  
আর্মেনীয় জনগণের যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, সে বিজয় এনেছেন আর্মেনীয়  
জনগণের এমন একজন বক্তৃ যিনি, আমি মনে করি, তিনি পৃথিবীর সব  
মানুষের গর্ব। তিনি নাম প্রকাশ করতে চাননি। যিনি নিঃস্বার্থভাবে মানুষের  
জন্যে এভাবেই নীরবে-নিভৃতে থেকে কাজ করে যাবেন। তার নাম না  
জানলেও প্রত্যেক আর্মেনিয়ান ভালোবাসা দিয়ে তাকে সিঙ্গ করবে। তাকে  
আমার প্রাণচালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। সেই সাথে আমি আমাদের পুলিশ  
‘প্রধান অ্যারাম আস্ত্রনিকের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি এই মহৎ মানুষটিকে  
সাধ্যমত সহযোগিতা করেছেন। সবচেয়ে বেশি আমি স্মরণ করছি,  
আমাদের পুলিশ প্রধানের বড় মেয়ে আমাদের গোয়েন্দা অফিসার ইভা  
নারিনকে। তিনি শুরু থেকেই ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে অভিযানে আর্মেনিয়ার  
বক্তৃ মহান ব্যক্তিটকে সঙ্গ দিয়েছেন, সাহায্য দিয়েছেন এবং শক্তির বুলেটে  
জীবন দিয়ে তাকে বিজয়ী করে গেছেন। আমার দেশ, আমাদের পুলিশ  
বাহিনী সব সময় ইভা নারিনকে গর্ব ও শুকার সাথে স্মরণ করবে। তার  
পিতা-মাতা এবং পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।  
সবাইকে ধন্যবাদ।’ কথা শেষ করল প্রাঃ নামন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হওয়ার সাথে ঘোষণা করা হলো সরদার  
আসতি আওয়াতের নাম।

সরদার আসতি আওয়াত শুরুতেই দিভিনবাসীদের পক্ষ থেকে  
প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাল দিভিনে আসার জন্যে এবং আন্তরিক ধন্যবাদ  
জানাল দিভিনবাসীদের প্রতি তার উভেচ্ছার জন্যে। ইভা নারিনকেও স্মরণ  
করল এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমাবেদনা জ্ঞাপন করল। সবশেষে বলল,  
'আর্মেনিয়া তাদের মাতৃভূমি। আমরা নিজেদের যতটা ভালোবাসি,  
আর্মেনিয়াকে আমরা ততটাই ভালোবাসি। আমাদের ধর্ম ইসলামেরও শিক্ষা  
এটাই। আমাদের উপর অতীতে যা ঘটেছে, তার জন্যে দায়ী কিছু  
ক্রিমিনাল। আমাদের দুঃসময়ে জনগণ ও জনগণের সরকার আমাদের সাথে  
ছিল। আমরা কৃতজ্ঞ তার কাছে, যে মহান ভাইয়ের সাহায্যে আমাদের

দুঃসময়ের অবসান ঘট্টল, আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই  
না। প্রার্থনা করব, আল্লাহ যেন এই জগতে এবং পরজগতে এর উপযুক্ত  
জায়াহ তাকে দেন। তাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং দুনিয়ার সব মজলুম  
মানুষের পাশে দাঁড়াতে আল্লাহ যেন তাকে তৌফিক দান করেন।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সবশেষে মহান আল্লাহর শোকর আদায়  
করে সরদার আসতি আওয়াত তার কথা শেষ করল। সম্মেলন শেষ হলো।

আনন্দে আপুত দিভিনবাসীরা ধীরে ধীরে চলে যেতে শুরু করলো।

প্রধানমন্ত্রী সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল। তার  
সিকিউরিটি টিম ও সংগীরা প্রস্তুত হলো।

পুলিশ প্রধান প্রধানমন্ত্রীকে জানালো সে একটু পরে যাবে। প্রধানমন্ত্রী  
অনুমতি দিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, আপনি ওদের সাথে কথা বলে আসুন।  
আপনি আহমদ মুসার সাথে এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন তো?’

‘জি স্যার, আমার গোটা পরিবারই যাবে।’ বলল পুলিশ প্রধান।

‘সেটাই ভালো। তাকে বিদায় দেয়াটা সরকারি না হয়ে পারিবারিক  
হোক, আহমদ মুসা এটাই চায়।’ প্রধানমন্ত্রী বলল।

বিদায়ের সময় আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘বিদায় বলব  
না, আসুন বলব। আর আমি যে কথাটা বলেছি, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কথাটা  
সুযোগ বুবে বললে আমি বাধিত হবো।’

‘অবশ্যই বলব মি. প্রধানমন্ত্রী। ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা বিদায়  
জানাল প্রধানমন্ত্রীকে।

চলে গেল প্রধানমন্ত্রী দল-বল নিয়ে। পুলিশ প্রধানকে নিয়ে আহমদ  
মুসা, আসতি আওয়াত ও অন্যরা যাত্রা করল সরদার আসতি আওয়াতের  
বাড়ির দিকে।

ডিনার সেরে নি জর ঘরে এসে রসল আহমদ মুসা।

ঘড়ির দিকে তাকাল। সন্ধ্যা সাড়ে ষটা। মাত্র ঘন্টা দেড়েক আগে  
আহমদ মুসা দিভিন উপত্যকা থেকে ইভা নারিনদের বাসায় এসে পৌছেছে।

দেরি হয়ে গেছে ওখান থেকে বেরহতেই। দিভিন থেকে বিদায় দেয়া তাৰ  
জন্য কষ্টকৰ হয়েছে। এৱদেলান, আহমদ নেবেজি, শেপল, সিন সেণ্টগোৱদ  
দিভিনেৰ নতুন প্ৰজন্মেৰ অশু মাড়িয়ে আসতে হয়েছে চৰকে। ওৱা অশুকৰদ  
কষ্টে বলেছে, ‘এ কয়েকটা দিন তো আৱ স্বপ্ন ছিল না যে, আমোৱা এত  
সহজেই সবকিছু ভুলে যাব, ভুলে যেতে পাৰব?’ উভৱে আহমদ মুসা’ সান্ত  
না দিয়ে বলেছিল, ‘এটাই জীবন। আল্লাহ মানুষেৰ জীবনকে হাসি-কানা  
দিয়ে এভাবেই সাজিয়েছেন। আমোৱা আনন্দঘন মিলনকে এন্জয় কৰব,  
বিছেদে ধৈৰ্য ধাৰণ কৰব, এটাই মহান আল্লাহ চান।’ আহমদ মুসাৱ এ  
কথাগুলো ওদেৱ কানা আৱও বাড়িয়ে দিয়েছিল, থামায়নি মোটেও। সিন  
সেণ্টগোৱ বলেছিল, ‘এ কানা থামবে না ভাইয়া, এ কানা দুঃখেৰ নয়,  
বিছেদেৰ নয়, ভালোবাসাৰ।’ কানাৰ সব প্ৰস্তুবণ পেছলে ফেলেই আহমদ  
মুসাকে আসতে হয়েছে।

আহমদ মুসা তাৰ ব্যাগ শুছিয়ে নিল। এয়াৱ লাইস টিকিট এখানেই  
দিয়ে যাওয়াৰ কথা। টিকিট ও বিদায় নেয়াৰ জন্মে তাকে আসতে হয়েছে  
অ্যারাম আজ্ঞানিক, আনা এলিনা, সবাৱ কাছেই।

আবাৱ ঘড়িৰ দিকে তাকিয়ে একটু গড়িয়ে নেবাৱ জন্মে শুতে যাচ্ছিল  
আহমদ মুসা। কিন্তু প্ৰাৱল না।

বাইৱে পায়েৱ শব্দ পেল। সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা।

দৱজায় নক হলো।

‘এসো আনা এলিনা।’ বলল আহমদ মুসা।

ঘৰে প্ৰবেশ কৱল আনা এলিনা, তাৱ বাবা পুলিশ প্ৰধান অ্যারাম  
আজ্ঞানিক ও মা মেয়ী মাৰ্গারিটা।

‘স্যাৱ, দৱজা বন্ধ ছিল। কেমন কৱে বুবালেন আমি নক কৱেছি।’ আনা  
এলিনা বলল।

‘তুমি সব সময় তৰ্জনি ও বুড়ো আঙুল একসংগে কৱে নক কৱ। শব্দটা  
মোটা ও ফঁপা ধৰনেৰ হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বাবা, তুমি প্ৰত্যেকটা বিষয়কে এত সৃষ্টিভাৱে দেখ! সত্যিই একটা  
স্ময় তুমি বাবা! আমাৱ ইভা মা দিভিন যাবাৱ সময় আমি উদ্বিগ্ন হয়ে

উঠলে সে বলেছিল, উদ্ধিষ্ঠ হয়ো না মা, আহমদ মুসার ছায়ায় কাজ করে  
মৃত্যুতেও আনন্দ আছে। তিনি মানুষের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন।’  
ইভা নারিন ও আন্না এলিনার মা ও পুলিশ প্রধানের স্ত্রী মেরী মার্গারিটা  
বলল।

‘সেও নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্যে জীবন দিয়েছে মা। আমাদের বিশ্বাস  
মতে সে শহীদের মর্যাদা পাবে, যাদের জন্যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে  
আল্লাহর পক্ষ থেকে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এটাই আমাদের জন্যে সান্ত্বনা বাবা। মা আমার কাজের মধ্যে ডুবে  
থেকে যেন কোনো এক শূন্যতা ঢেকে রাখতে চাইত। কিন্তু মৃত্যুকালে তার  
চোখে-মুখে সেই শূন্যতা আমি দেখিনি, দেখেছি পরিত্তি। সে মৃত্যুকে  
স্বাগত জানাতে পেরেছে বাবা। এটাও আরেক সান্ত্বনা আমাদের।’ মেরী  
মার্গারিটা বলল।

‘স্যারের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর আপা একদমই বদলে গিয়েছিলেন।  
একদিন আপা বললেন, এলিনা, অবশ্যে আমি আলোর দেখা পেলাম।  
আমার জীবনে কোনো অঙ্ককার এখন আর নেই। বলে একটু থেমেছিলেন  
আপা। আবার বলে উঠেছিলেন, সে আলো আমার নয় এলিনা, কিন্তু সে  
আলো আমাকে পথ দেখিয়েছে, আমার জীবনকে পূর্ণ করেছে। মৃত্যুকালেও  
আপা একথাই বলে গেছেন।’ বলল আন্না এলিনা, ইভা নারিনের বোন।

‘মায়ের আত্মা শান্তি পাক, তার বেহেশত নসীব হোক, এই প্রার্থনাই  
আমরা করতে থাকব।’

মুহূর্তকাল থেমেই পুলিশ প্রধান অ্যারাম আন্তর্নিক আহমদ মুসার দিকে  
তাকিয়ে বলল, ‘শেষ পর্যন্ত তোমার টিকিট আহমদ মুসা টার্কিস এয়ার  
লাইসেন্স হয়েছে। টার্কিস যে প্লেনটা আজারবাইজানের বাকু থেকে আসছে,  
সেটা ইয়েরেভেনে রাত ৯টায় ল্যান্ড করবে এবং সাড়ে ৯টায় বাগদাদ, রিয়াদ  
হয়ে মদিনা শরিফ যাবে। সুতরাং তোমার সময়টা আধা ঘন্টা এগিয়ে  
এসেছে।’

‘তাহলে তো সময় বেশি নেই। বেরুতে হবে আমাকে। আমি প্রস্তুত  
জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এলিনা আরও কি যেন দেবার জন্যে এনেছে।’ অ্যারাম আভ্রানিক,  
এলিনার বাবা বলল।

‘আবার কি আছে এলিনার কাছে। তার ও আপনাদের গিফটে রড  
ব্যাগটা তো ভরে দিয়েছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এটা গিফট নয়, আর আমারও নয়। আপা একদিন এই প্যাকেট  
আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, এগুলো কাজে লাগাবার সুযোগ আমার আসেই  
না। তোমার স্যারের এগুলো খুব কাজে লাগবে। তুমি রাখ এবং যখন মনে  
করবে তখন তাকে এটা দিয়ে দিয়ো।’ বলে আম্মা এলিনা প্যাকেটটা আহমদ  
মুসার দিকে তুলে ধরল।

হাত বাড়িয়ে নিল আহমদ মুসা। বলল, ‘প্যাকেটে কি আছে এলিনা,  
জান?’

‘না, জানিনা স্যার। আমি পৌছে দেয়ার বাহক মাত্র।’ আম্মা এলিনা  
বলল।

আহমদ মুসা খুলে ফেলল প্যাকেটটা। দেখল, ভেতরে আরও দুটো  
কারুন প্যাকেট এবং সেই সাথে ভেলভেট কাপড়ে মোড়া স্কুদ্র সাদা একটা  
রিভলবার।

জিনিসগুলোর দিকে চোখ পড়তেই পুলিশ প্রধান অ্যারাম আভ্রানিক বলে  
উঠল, ‘আহমদ মুসা তুমি নিশ্চয় চিনতে পারছ জিনিসগুলো। অতি কাজের  
এই দুর্বল জিনিসগুলো আমিই এনে দিয়েছিলাম ইভা নারিনকে।’

‘হ্যা, একটা দেখছি কিন স্পাই সেট, আরেকটা কুর্থ স্পাই সেট এবং  
রিভলবারটি নিশ্চয় পিনের মতো পাতলা ও পয়জনস বুলেট স্প্রে করে। এ  
রিভলবার আমি ব্যবহার করিনি, তবে এ সম্পর্কে আমি জানি। কিন্তু কিন  
স্পাই সেট ও কুর্থ স্পাই সেটের নাম শনেছি, বিস্তারিত কিছু জানি না।’  
বলল আহমদ মুসা।

‘কিন স্পাই সেট ও কুর্থ স্পাই সেটের স্পাই অস্ত্রগুলো প্রায় একই  
ধরনের, ফাংশনও একই রকমের। পার্থক্য হলো একগুলো ক্ষীণে পেস্ট হয়  
আর অন্যগুলো কাপড়ে পেস্ট হয়। ক্ষীণের পেস্টটা পেস্ট করার সংগে  
সংগেই তা চামড়ার রং ধারণ করে, আর কাপড়েরটা ক্ষীণে পেস্ট করার পরে

তা কাপড়ের রং নেয়। স্পাই সেটের স্কুদ্র অন্তর্গুলো বিভিন্ন কাজের। এর  
মধ্যে সাউন্ড মনিটর, রিসিভার, রিমিটার আছে, বিক্ষেপক চীপস আছে— যা  
দিয়ে যেকোনো কংক্রিটের দেয়ালও ১ বর্গগজের মতো ফুটো করা যায়।  
ল্যাসার কাটার আছে, সাময়িক অন্ধকৃত সৃষ্টিকারী গ্যাস চীপসও আছে, আছে  
অ্যান্টিগ্যাস চীপস— যা যেকোনো গ্যাস আক্রমণ এক ঘন্টা ঠেকিয়ে রাখতে  
পারে এবং আছে ভিটামিন চীপস যা থেঁথে কয়েকদিন মানুষ দুষ্ট ও সবল  
থাকতে পারে।' অ্যারাম আন্তর্নিক বলল।

'দারুণ দরকারী জিনিসগুলো তো! এসব তো মার্কেটে পাওয়া যায় না!'  
বলল আহমদ মুসা।

'না, এগুলো মার্কেটে পাওয়া যায় না। খুবই গোপন অস্ত্র এগুলো। আমি  
এগুলো মার্কিন স্পাই নেটওয়ার্ক থেকে যোগাড় করেছি। মা ইভা নারিন  
সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি খুশি হবো আমার মায়ের গিফ্টগুলো গ্রহণ  
করলে।' অ্যারাম আন্তর্নিক বলল।

'আল্লাহ ইভা নারিনকে এর উপযুক্ত জায়াহ দিন। আমি কৃতজ্ঞ এলিনা  
ও আপনার কাছেও। আমি আপনাদের কাছ থেকে শুধু নিয়েই গেলাম।'  
বলল আহমদ মুসা।

'তোমার সৌজন্যবোধও অনুকরণীয় আহমদ মুসা। কিন্তু তুমি শুধু নিয়ে  
গেলে, এটা ঠিক নয়। তুমি আর্মেনিয়ার পা দেবার পর থেকেই যা করেছ,  
সবই আর্মেনিয়ার জন্যে, আর্মেনিয়ার জনগণের জন্যে করেছ। ইভা নারিনের  
মৃত্যু তোমাকে আহত করেছে, কিন্তু সেও তো জীবন দিয়েছে আর্মেনিয়ার  
জন্যে। তোমাকে বাঁচাতে না পারলে সেন্ট সেমান্ডলকে ধরা যেত না। আর  
তাকে ধরা না গেলে গোটা পরিস্থিতি পাল্টে যেত। পরে পুলিশকেই আসামী  
হতে হতো। সেরকম একটা আয়োজনের জন্যে একটা চক্র মুখিয়ে ছিল।  
আমার ইভা মা তোমাকে বাঁচিয়ে আর্মেনিয়াকেই বাঁচিয়েছে এক প্রবল সন্ত্রাসী  
চক্রের হাত থেকে। সুতরাং আমরা এবং আর্মেনিয়াবাসী তোমার কাছে  
অনেক ঝপি আহমদ মুসা। এই পরিবারেরও তুমি অশেষ উপকার করেছ।  
ইভা মা'র কথা ধরো না। অনেক সময় বেঁচে থাকার চেয়ে ঘরণ আনন্দের  
হয়। ইভা মাকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছে।'

ଏକଟୁ ଧାମଳ ଆସାରାମ ଆଞ୍ଚାନିକ । ସଂଗେ ସଂଗେଇ ଆବାର ବଲଲ, 'ଏବାର  
ଉଠିତେ ହୁଯ ଆହମଦ ମୁସା ।'

'ହଁଆ, ଚଲୁନ ।'

ବଲେ ଆହମଦ ମୁସା ଆସାରାମ ଆଞ୍ଚାନିକେର ସାଥେ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଳ । ତାର ହାତେ  
ତାର ଛୋଟ ବ୍ୟାଗଟୀ ।

ବେଯାରା ଏସେ ଆହମଦ ମୁସାର ବଡ଼ ବ୍ୟାଗଟୀ ନିଯେ ଗେଲ ।

ଆଗେ ହାଟଛିଲ ଆଞ୍ଚାନିକ । ତାର ପାଶେ ଆହମଦ ମୁସା । ତାଦେର ପେଛନେ  
ମେରୀ ମାର୍ଗାରିଟା ଓ ଆମ୍ବା ଏଲିନା । ତାଦେର ଦୁଜନେରଇ ମାଥା ଓ ଗାୟେ ଓଡ଼ନା  
ଜଡ଼ାନୋ । ଟିଲା ଟ୍ରୌଟିଜାରେର ଉପର ଗାୟେ ଫୁଲହତା ଶାର୍ଟ ।

ଅଞ୍ଚତେ ଆମ୍ବା ଏଲିନାର ଚୋଖ ଭେଜା ।

'ସ୍ୟାର, ଆମାଦେର ଖୁବ୍ କଟ ହଚେ, ଆପନାର କଟ ହଚେ 'ନା ଏଭାବେ  
ଚିରଦିନେର ମତୋ ଛେଡେ ଯେତେ!' ବଲଲ ଆମ୍ବା ଏଲିନା । କାନ୍ନାୟ ଭେଜେ ପଡ଼ିଲ  
ଏଲିନାର ଶୈଷ କଥାଗଲୋ ।

ଏଇ କାନ୍ନାକେ ଭୟ କରେ ଆହମଦ ମୁସା । ଅର୍ଥଚ ଏଇ କାନ୍ନାର ମୁଖୋମୁଖୀ ହତେ  
ହୟ ତାକେ ଅବିରାମଭାବେ ।

ଆହମଦ ମୁସା ଘୁରେ ଦାଁଡ଼ାଳ । ବଲଲ ନରମ କଟେ, 'ବୋନ ଏଲିନା, ମାନୁଷ  
ହିସେବେ ତୋମାର ଏ ଭାଇୟେର ମନ୍ଦ ତୋମାର ମନେର ମତୋଇ ନରମ । କିନ୍ତୁ ମନେର  
ଚାଓୟା ଏବଂ ଜୀବନେର ଗତି ସବ ସମୟ ମେଲେ ନା । ସଖନ ମେଲେ ନା ତଥନ  
ଜୀବନେର ଗତିକେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଦିତେ ହୟ । ଆର ଚିରଦିନେର କଥା ବଲଛ କେନ?  
ଆମରା ତୋ ସବାଇ, ସବାର ଟେଲିଫୋନ ନାହାର ଜାନି । ଆର ଆମାଦେର ବାଡ଼ିର  
ଦୂରତ୍ଵ ଏଯାରେ ତିନ ଘନ୍ତାରେ କମ । କଟ ପେଯୋ ନା ବୋନ, ଆମି ତୋମାଦେର  
ପାଶେଇ ଆଛି ମନେ କରୋ ।

ଆମ୍ବା ଏଲିନା ଚୋଖ ମୁହଁ ବଲଲ, 'ବୋନ ବଲେଛେନ ଆମାକେ! ଖୁଶିତେ ଆରଓ  
କାଁଦତେ ଇଚ୍ଛା କରହେ ଆମାର । କିନ୍ତୁ ବକବେନ, ତାଇ କାଁଦବୋ ନା । କିନ୍ତୁ ବୋନେର  
ଦାବି ଅନେକ, ଭାଇୟେର ଦାଯିତ୍ବ ଅନେକ, କଥାଟୀ ମନେ ରାଖବେନ । ଆର ଆମାର  
ଆବଦାର କିନ୍ତୁ ବେଶ । ଭାଇ ଛିଲ ନା । ଭାଇ ପେଯେ ଆବଦାର ଆରଓ ବାଡ଼ିବେ ।'

ବଲତେ ବଲତେ ଆବାର କାନ୍ନାୟ କନ୍ଦ ହେୟ ଗେଲ ତାର କଟ ।  
'ଶନବ ଆବଦାର । କିନ୍ତୁ ଆର କାନ୍ନାକାଟି ନୟ ।' ବଲଲ ଆହମଦ ମୁସା ।

‘এলিনার ভাই হয়ে তো আমাদের ছেলে হয়ে গেছ আ শুন্দ মুসা। আমরা  
আবদার নয়, আদেশ করতে পারি।’ এলিনার মা মেরী মাগ। ‘রিটা বলল।  
‘মা, আমি তো ছেলে হয়েই আছি। মায়ের আদেশকে ছেলে, য ভয় করে  
ন। মমতাময়ী মায়েরা ছেলের সামর্থ্য দেখেই আদেশ করেন।’  
বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। চলতে শুরু করল আবার।

## ২

শুকতারা সবে দিগন্তের উপরে উঠেছে।  
একটা মাইক্রো এসে সড়কের পাশে একটা পুরানো সিনাগগের ধার  
ঘেঁষে দাঁড়াল।

মাইক্রো থেকে লাফ দিয়ে নামল চারজন মানুষ। চারজনই খুখোশ পরা।  
চুটল সিনাগগের দিকে, সিনাগগের বিভিন্ন অংশের দিকে।  
সিনাগগটি খুবই পুরানো। কয়েকশ' বছরের পুরানো।  
সিনাগগটি দ্বিপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে। একেবারে উপকূলে নয়। এই  
অংশের উপকূলটা এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়ে ঢাকা। পাহাড়ী উপকূল থেকে  
দ্বিপের অভ্যন্তরে একটু এগোলেই একটা সমতল উপত্যকা। এ উর্বর  
উপত্যকায় রয়েছে বসতি। উপত্যকার মাঝাখান দিয়ে দ্বিপের একটা প্রধান  
সড়ক। এই সড়কের পাশেই সিনাগগটা।

দ্বিপটার নাম রত্ন দ্বিপ। ইংরেজি, স্প্যানিশ ভাষায় এটার নাম ‘নিউ  
ট্রেজার আইল্যান্ড’, সংক্ষেপে ‘রত্ন দ্বিপ’।

দ্বিপটি ভূমধ্যসাগরের মানচিত্রে প্রায় অদৃশ্য। একশ’ ষাট বর্গমাইল  
আয়তনের ও দুই লাখ মানুষের ছোট দ্বিপ এটা। সুন্দর ও মজার ভূ-প্রকৃতি  
এই রত্ন দ্বিপের। পাহাড়ের দেয়ালে দ্বিপের চারদিকটাই ঘেরা। দক্ষিণ ও  
উত্তর উপকূলে দুটি মাত্র উন্মুক্ত স্থান। দ্বিপে প্রবেশের পথ মাত্র এই দুটিই।  
কোনো কোনো স্থানে পাহাড় ডিঙানো হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু তা খুবই  
কষ্টকর ও বিপজ্জনক। এ পর্যন্ত যারাই এ চেষ্টা করেছে শাখের বশে, তাদের

ভূমধ্য সাগরের অন্তে জলে ভাসমান— সবার চোখের  
আড়ালে শুঙ্খল সরিষত একটা দীপ। নাম নিউ ট্রিজার  
আইল্যান্ড-নতুন রাত্তি দীপ। এই নতুন রাত্তি দীপে দুই লাখ  
মানুষের বাস। দীপের ২০ হাজার পরিবারের মধ্যে ১২  
হাজার মুসলিম, খৃস্টান ৭ হাজার এবং ১ হাজার ইহুদি।  
শান্তি, সমৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি যেন দীপটা— সব  
ধর্মের লোক সরকারে অপরিহার্য। ধীরে ধীরে দীপের  
সূখ, শান্তি ও গণতন্ত্রে লাগল আগুন, সন্দেহ, অবিশ্বাস  
আর বিভেদ। সংঘাত মাথা তুলল দীপে, আতথকিত হয়ে  
উঠলো মানুষ! দৈরচক্রে অবসর কাটিতে আসা আহমদ  
মুসা জড়িয়ে পড়ল ঘটনায়... পরিচয় পেয়ে দীপের  
ভীত-সন্ত্রস্ত সরকার আহমদ মুসার সাহায্য নিল। সামনে  
এগোতে গিয়ে আহমদ মুসা দেখল দৃশ্যমান যে সংকট  
তার চেয়ে বড়বড় অনেক বড়! আর এই সংকট  
বড়বড়ের মূল টাগেট নয়, সিডি মাত্র। এই সিডি কোথায়  
পৌছার জন্যে? প্রশ্নের সন্দান করতে গিয়ে আহমদ মুসার  
সামনে আসে ভূমধ্য সাগরের বিশাল ইতিহাস। কি সেই  
ইতিহাস? ক্ষুদ্র এই নতুন রাত্তি দীপের মাটিতে সঞ্চিত  
আছে কাঢ়ি কাঢ়ি স্বর্ণ মুদ্রা? কাদের এই অচেল স্বর্ণ  
মুদ্রা? স্পেন থেকে বিতাড়িত ভাগ্যাহত, ভূমধ্য সাগরে  
ডুবে যাওয়া মুসলমানদের? আমেরিকার রেড  
ইন্ডিয়ানদের? না। অন্য কারো? সোনার টানে ছুটে এল  
বড়বড়ের পেছনের ভয়কর সব দানবরা... ওদের দেশ  
নেই, নাম নেই, পরিচয় নেই, অদৃশ্য ওরা! ছায়ার সাথে  
ওরও হলো ভয়ংকর লড়াই। 'রাত্তি দীপ' নিয়ে এল সেই  
ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের চরম এক কাহিনী।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ  
ISBN-984-70274-0039-5